উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 3 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 194

STABILITY TRUST GROWTH

সাবধান হোন

ছদ্মবেশ ধারণকারী/পার্সেল-কেন্দ্রিক জালিয়াতি থেকে!

সাইবার অপরাধীদের থেকে-আসা অডিও / ভিডিও কলস্-এর ব্যাপারে সাবধান থাকবেন - যারা নিজেদের আরবিআই / ব্যাঙ্কসমূহ / সরকারি এজেন্সিসমূহ / ক্যুরিয়র কোম্পানীগুলির পদস্থ কর্মচারী ব'লে পরিচয় দিয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার **ভয় দেখায়** কিম্বা **অবিলম্বে টাকা ট্রান্সফার করার জন্যে চাপ দেয়,** নইলে আপনার অ্যাকাউন্ট অথবা ডেবিট / ক্রেডিট কার্ড **ফ্রীজ্ বা ব্লক করার** হুমকি দিতে থাকে।

কী করবেন না

- **আতঙ্কিত হবেন না** - তাহলে কিন্তু প্রতারকদের ফাঁদে পড়তে পারেন
- **শেয়ার করবেন না** - যেকোনো ব্যক্তিগত / আর্থিক তথ্য কাউকে জানাবেন না
- **ক্লিক্ করবেন না** - পেমেন্ট করার জন্যে কোনো অচেনা-অজানা লিঙ্কে ক্লিক্ করবেন না

কী করবেন

- **সবসময়ে যাচিয়ে নেবেন** কল্কারী ব্যক্তি / টাকা-চাওয়া অনুরোধের যথার্থতা
- **অবিলম্বে রিপোর্ট করবেন** cybercrime.gov.in-এ, নয়তো সাহায্যের জন্যে 1930 নম্বরে ফোন করবেন

আরো জানতে হ'লে, এখানে দেখুন - https://rbikehtahai.rbi.org.in/fraud

মতামতের জন্যে, এখানে লিখে জানান - rbikehtahai@rbi.org.in

জনস্বার্থে প্রচার করছে

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

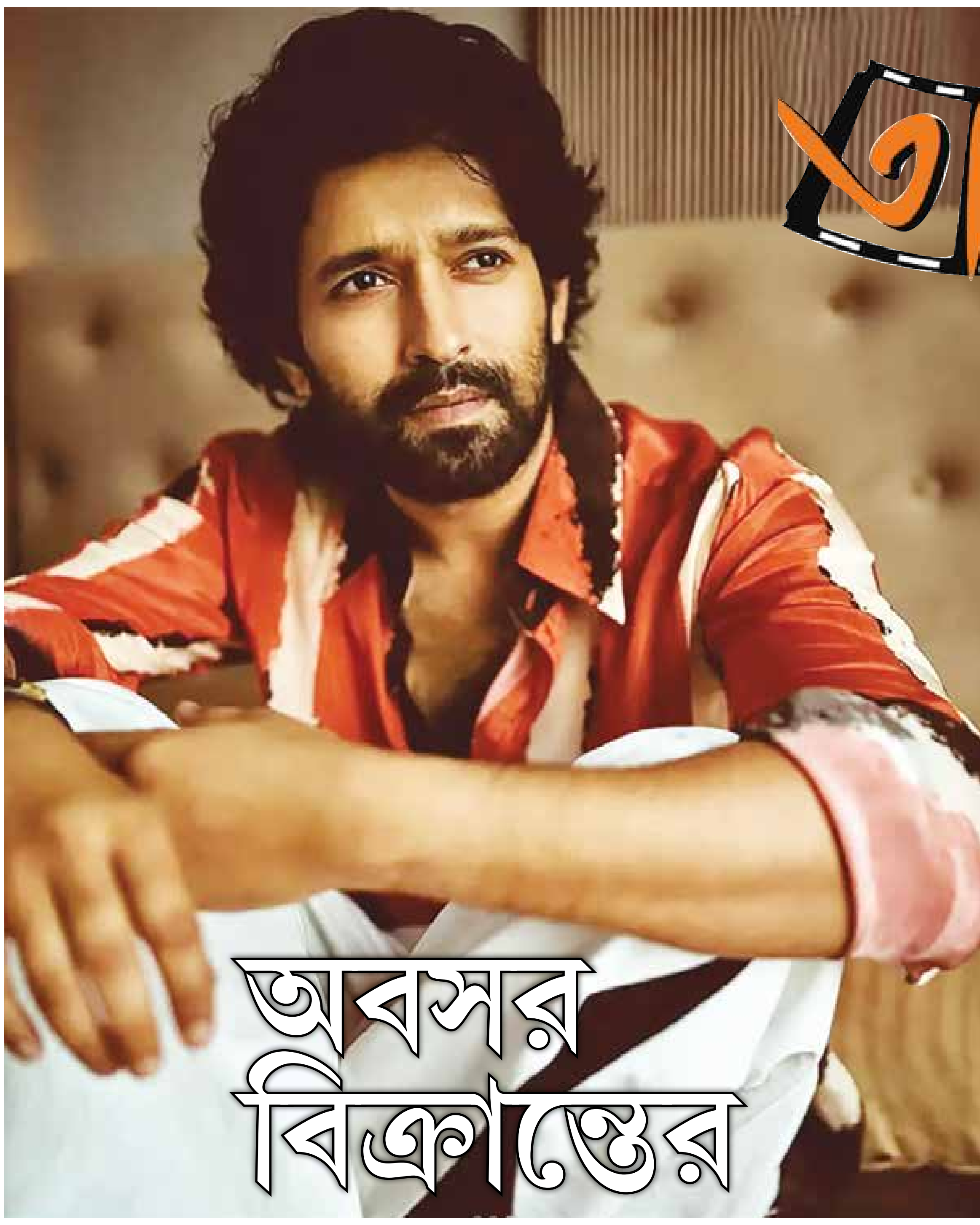

অবসর বিক্রান্তের

অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে অবসর নিলেন অভিনয় থেকে। এখন তাঁর বয়স ৩৭। সোমবার সকালে ইন্সটাগ্রামে জানিয়েছেন, ‘গত কয়েক বছর আমার কেরিয়ারের সময়টা অবিস্মরণীয় ছিল। আমি তঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যাঁরা আমার পাশে থেকেছেন। এই সময়ে যখন সামনের দিকে তাকাচ্ছি, উপলব্ধি করছি নিজেকে ভিতর থেকে দেখা দরকার এবং বাড়ি ফেরা দরকার—একজন স্বামী, বাবা, ছেলে এবং একজন অভিনেতা হিসেবে। আগামী বছর আমাদের শেষবারের মতো দেখা হবে—যতক্ষণ না সময় আবার অন্য কিছু পরিকল্পনা করে। শেষ ২টি ছবি এবং অন্য অনেক ছবির স্মৃতি মনে রয়ে গেল।’

বিক্রান্তের সিদ্ধান্তে নেটমহল দ্বিধাবিভক্ত। এই সময়ের তিনি একজন শক্তিশালী অভিনেতা। তাঁর ১২ ফেল ও দ্য সবরমতী রিপোর্ট বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছে, দর্শক এবং বিভিন্ন মহলে প্রশংসা পেয়েছে। এই সময়ে, এত কম বয়সে এই সিদ্ধান্ত অনেকে মানতে পারছেন না। কেউ বলেছেন, কিছুদিনের মধ্যে উনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন এবং সেটা খুব ভুলই হবে। এক বছরের মধ্যেই লোক ওকে ভুলে যাবে। কেউ বলেছেন, এটাই ভালো হল। এবার বাড়ির লোকের সঙ্গেই থাকুন। অনেকেই ভাবছেন এটা একটা পাবলিসিটি স্টান্ট, জল মেপে নিচ্ছেন, দর্শকদের মনের ভাব এবং তার জন্য তৈরি হওয়া বাজারের হালহকিকত, যাতে পরের ছবিগুলোর সময় তাঁর অঙ্ক কষতে সুবিধা হয়। দ্য সবরমতী রিপোর্ট ছবির প্রচারের সময় তিনি বলেছিলেন, এ দেশে মুসলমানরা ভালো আছেন। এরপর তাঁকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের লোক বলে তকমা দেওয়া হয় এবং তাঁর প্রাণহানির হুমকি দেওয়া হয়। তাতেই কি ছবির জগৎ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিলেন কি?

চুপ বচ্চন

অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা চলছেই। স্বামী-স্ত্রী এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি, নীরবতা বজায় রেখেছেন। এর মধ্যে অমিতাভ বচ্চন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘চুপ।’ তারপর রাগি মুখের ইমোজি দিয়েছেন। আর কোনও কথা লেখেননি। এই নিয়ে নেটমহলে আলোচনা শুরু। কেউ লিখেছেন, এর মানে কী? কেউ লিখেছেন, এই একটি কথা দিয়ে দিয়ে সব কথা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। এর আগে অমিতাভ একটি লম্বা পোস্ট করে লিখেছিলেন, নিজের সততা আর বিশ্বাসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাহস লাগে, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনও কথা বলি না কারণ এটা আমার নিজের জগৎ, তার গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। অনুমান অনুমানই, যে কেউ তা করতে পারে।

আজও অমিতাভে মগ্ন রেখা

তার মানে এখনও? এখনও তিনি মিস্টার বচ্চনকে চোখে হারান? নাকি হারিয়েই ফেলেছেন পুরোপুরি? কৌন বনেগা ক্রোড়পতি-র প্রতিটা সংলাপ তাঁর মুখস্থ। এ কি নিছকই এক গেম শো-র টানে? নাকি নেপথ্যে অন্য কিছু আছে?

সম্প্রতি দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-তে হাজির হয়ে নিজের জীবন ও কেরিয়ার নিয়ে নানা কথা ভাগ করে নেন রেখা। একটি বিভাগে কপিল কেবিসিতে অতিথি হিসেবে যখন গিয়েছিলেন সেই সময়ের কথা ভাগ করে নেন। কপিল বলেন, ‘আমরা যখন বচ্চন সাহেবের সঙ্গে কৌন বনেগা ক্রোড়পতি খেলছিলাম, তখন আমার মা সামনের সারিতে বসেছিলেন।’ কপিল এরপর অমিতাভকে নকল করেন। কপিল বলেন, ‘তিনি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘দেবীজি, কেয়া খা কে প্যায়দা কিয়া (ওঁকে জন্ম দেওয়ার আগে আপনি কী খেয়েছিলেন)? কপিল কিছু বলার আগেই রেখা থামিয়ে দিয়ে কপিলের মায়ের বলা কথাটি বলেন, ‘ডাল-রুটি।’ কপিল সেটাই বলতে যাচ্ছিলেন। রেখা হেসে কপিলকে বললেন, ‘মুঝসে পুছিয়ে না, এক এক ডায়লগ ইয়াদ হ্যায়।’ না, এরপর অমিতাভের উত্তরটা আর শোনা হয়নি অবশ্য

রবিবার নিউ ইয়র্কে ষষ্ঠ বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করলেন প্রিয়াংকা চোপড়া জোনাস ও নিক জোনাস। দুজনেই ছিলেন কালো পোশাকে। পিগি পরেছিলেন কালো লেদার জ্যাকেট, কালো বুটস। নিক চিরাচরিত ক্যাজুয়াল প্যান্ট, কালো জ্যাকেট পরেছিলেন। দুজনকেই ফোটোগ্রাফাররা লেন্সবন্দি করেছেন দারুণ আনন্দে।

সারার অর্জুনে লক্ষ্যভেদ

সারা তাহলে আর সিঙ্গল নন? রাজস্থানে তাঁর মনের মানুষের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন? বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে, অর্জুন প্রতাপ বাজওয়ার সঙ্গে নাকি চুপিচুপি মন দেওয়া নেওয়া সেরে ফেলেছেন সইফ কন্যা সারা। এবার সেই জল্পনার আগুনে ঘি পড়ল! দুজনে একই সময় রাজস্থান থেকে শেয়ার করলেন ছুটি কাটানোর ছবি। আর সেটা দেখেই দুইয়ে দুইয়ে চার করছে নেটপাড়া।

সারা আলি খান সম্প্রতি রাজস্থানের যেখানে আছেন সেখানকার একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন। কখনও সেই জায়গার সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন ছবিতে, কখনও আবার হোটেলের স্টাফদের সঙ্গে ছবি তুলেছেন। কখনও স্নানের পর স্নান পোশাকে গরম পানীয়তে চুমুক দিচ্ছেন। বাদ দেননি ডেজার্ট সাফারির ছবি পোস্ট করতে।

সিনেমালয়ে জীবন্ত ভানু

বাঙালি বেশ ভুলে যেতে পারে। ঘটনা, মানুষ, কীর্তি... আবার বড় সহজে নস্ট্যালজিকও হয়। তারপর কত কবিতা, সিনেমা... তবে নস্ট্যালজিয়ায় ভেসে চা-কফি ধ্বংস করা ছাড়াও পুরনোর গৌরবকে মনে করিয়ে তার প্রতি আজকের প্রজন্মকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলার গুরুদায়িত্বও অনেকে নেন। পরিচালক ডা. কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজক সুমন কুমার দাস- এই অনেকের মধ্যে দুজন। বাংলা সিনেমার অত্যাশ্চর্য অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরকালীন ম্যাজিককে কেন্দ্র করে ‘যমালয়ে জীবন্ত ভানু’ ছবির নির্মাণ।

কিন্তু ভানু কেন? তাঁর যমালয়ে জীবন্ত মানুষ ছবিটা নিয়েই বা এই এক্সপেরিমেন্ট কেন? এ ছবি প্রাসঙ্গিক? উত্তরে কৃষ্ণেন্দু বলেন, ‘নায়ক, পরিচালক সবাইকে নিয়েই ছবি হয়েছে, কিন্তু কমেডিয়ানকে নিয়ে হয়নি। অতীতে বাংলা ছবিতে ভানুবাবু, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তীরা স্তম্ভ ছিলেন। ওঁদের মধ্যে ভানুবাবু অসম্ভব জনপ্রিয়। নায়ক হতে পারতেন, হননি। তাঁকে শুধু কমেডিয়ান বলে আমি মনে করি না। এজন্যই তাঁকে নিয়ে ছবি।’

এই ছবি ভানু-র বায়োপিক নয়, প্রি-ক্যুয়েল বা সিক্যুয়েল নয়। অনেক জায়গায় এই ছবিকে ভানুবাবুর বায়োপিক বলা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। এখানে যমালয়ে ভানু এখনও জীবিত। সেখান থেকেই বর্তমান বাংলা, সেখানকার বিনোদন এবং মানুষদের দেখবেন। ভানুবাবুর মিস প্রিয়ংবদা, আশিতে আসিও না, সাড়ে চুয়াত্তর ছবির প্রসঙ্গও এই ছবিতে আছে, তবে নাম একটু বদলে গিয়েছে, যেমন মিস প্রিয়ংবদা হয়েছে মিস প্রিয়াংকা।

সাধারণত কমেডিয়ানদের রিলিফ হিসেবে দেখা হয়। তাতে আপত্তি এই পরিচালকের। তাঁর মতে, ‘ছবিতে ভানুবাবু সব কমেডিয়ানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। কমেডি খুব শক্ত, কিন্তু তার কোনও মর্যাদা নেই। কমেডির ভিতর ভানুবাবুদের যে শক্তিশালী অভিনয়টা থাকত, তাকেই তুলে ধরেছি। এই ছবির আর একটি কারণ, যারা ভানুবাবুর অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা নস্ট্যালজিক হবেন, যাঁরা দেখেননি, তাঁরা দেখবেন। এর সঙ্গে পুরনো ছবি যাতে আরও বেশি করে আজকের প্রজন্ম দেখে তার জন্যও এই ছবি।’

শুধু দর্শক নয়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রকন্যারাও স্বীকার করেছেন, ‘বাবা-ই যেন পর্দায় হেঁটেচলে বেড়াচ্ছেন’। রসিক ভানুর রসে মজে বাঙালি দর্শক। সৌজন্যে পরিচালক কৃষ্ণেন্দু, প্রযোজক সুমন। পর্দায় শাশ্বতর রঙ্গ-তামাশা উসকে দেয় ছলকে যাওয়া স্মৃতিকে। রসেবশে শবরী চক্রবর্তী

প্রযোজক সুমন কুমার দাস বাংলা সিনেমার চলতি হাওয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে এই ছবিতে টাকা ঢেলেছেন। শুধুমাত্র ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরকালীন ম্যাজিকে ডুবে। আর একটা কারণ অবশ্য আছে। ফোটোশুটে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে ‘ভানু’র সাজে দেখে তিনি অবাক। আরে, এ তো একদম ভানু! ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ছবি করার সিদ্ধান্ত তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তারপর ছবির গল্প, চিত্রনাট্য, ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যবহার এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভানুকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার কাজ—সব মিলিয়ে ‘যমালয়ে জীবন্ত ভানু’। ইতিমধ্যে ছবি মুক্তি পেয়েছে। দর্শক পছন্দ করেছেন এবং ছবি চলছে। এ প্রসঙ্গে সুমন বলেছেন, ‘ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতাকে আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে তুলে ধরা দরকার। আমরা সেই পুরনো বাংলা ছবি করেছি, যাতে আবেগ, হাসি, কান্না, সব আছে। ইদানিং বাংলা ছবি সেভাবে দর্শক টানতে পারছিল না। তার মধ্যে বহুরূপী, যমালয়ে জীবন্ত ভানু দর্শক নিয়েছে। এরকম ছবির চাহিদা আছে। সবথেকে বড় কথা, মানুষ হাসতে চায়। এই ছবি মানুষকে হাসিয়েছে।’

পর্দায় ভানু সাজার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকে ভানুজেঠুকে দেখে বড় হয়েছেন, ফলে মানুষটা তাঁর চেনা। তবু, পর্দায় ভানু হয়ে ওঠা বড় কঠিন কাজ। তবে তিনি তো চ্যালেঞ্জ নিতে পারদর্শী, নিতেও চান এবং অভিনেতার পথে যত পাথর ছড়ানো থাকে, ততই ভালো। শাশ্বতর ‘ভানু’ দর্শকের ভালো লেগেছে, যেভাবে ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় তাঁর ঋত্বিক ঘটককে ও ‘অচেনা উত্তম’-এ উত্তম কুমারকে ভালো লেগেছিল। ‘মাসিমা মালপো খামু’-র মতো প্রবাদপ্রতিম সংলাপ দিয়ে এই ছবির শুটিং শুরু করেছিলেন শাশ্বত। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বারবার বলেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠার গল্প। তাঁর কথায়, ‘ভানুজেঠুর ছেলে গৌতমদাকেই প্রথমে চরিত্রটা করতে বলেছিলাম। তিনি তো আমি অভিনয় কী করে করব... বলে লজ্জা পেয়ে একশা। জেঠুর দুই ছেলে, এক মেয়ে সবাই বলেছে আমি যেন ভানুজেঠু সাজি। পর্দায় আমাকে দেখে ওঁরা বলেছেন, কোনও কোনও দৃশ্যে মনে হচ্ছিল বাবা-ই যেন চলে এসেছে। ব্যস, বুঝে গেলাম, আমি পেরেছি।’

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দর্শকরাও তাইই বলছেন। যাঁরা নবীন, তাঁরা নতুন এক অভিনয়ের ধাঁচ দেখছেন, স্বাদ নিচ্ছেন সেই বাংলা ছবির যার কথা তাঁরা হয়তো এতকাল শুনে এসেছেন।

অনেকদিন পর বাঙালি আবার স্মৃতির পথে হাঁটছে, ভানু নস্ট্যালজিয়ায় বিভোর হয়ে—

সৌজন্যে যমালয়ে জীবন্ত ভানু।

একনজরে সেরা ৫

সানির শো বাতিল

হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসের এক নাইট ক্লাবে শনিবার সন্ধেয় সানি লিওনির শো ছিল। অনুরাগীরা অপেক্ষা করছিলেন। সানিও তাড়াতাড়িই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যান। হঠাৎ পুলিশ জানায়, শো হবে না। আয়োজকরা এই কথা চেপে গিয়ে নাইটক্লাবের বাইরের স্ক্রিনে জানিয়ে দিলেন, সানির ‘অসুস্থতার মিথ্যে’ খবর। সানি অবশ্য এই নিয়ে কিছু বলেননি।

গান নিয়ে তর্জা

মুম্বাইয়ে ডুয়া লিপা তাঁর শো-এ নিজের গান লেভিটেটিং-এর সঙ্গে শাহরুখ খানের উয়ো লড়কি যো সবসে অলগ হ্যায় গেয়েছেন। এরপর শাহরুখের জয়গান হচ্ছে, কিন্তু গানের গায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্যর নাম কোথাও করা হয়নি বলে ক্ষুব্ধ গায়ক বলেছেন, ডুয়া লিপাকে চিনি না। আমাদের দেশেই গায়কের নাম না দিয়ে তাঁকে অপমান করা হয়।

বনবাস-এর ট্রেলার

নানা পাটেকর, উৎকর্ষ শর্মা অভিনীত বনবাস (ভনভাস)-এর ট্রেলার প্রকাশিত হল। ছবিতে নানা বয়স্ক এক মানুষ, বেনারসে গিয়েছেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। সেখানে তিনি একা থেকে যান, ছেলেমেয়েরা তাঁকে রেখেই চলে আসে। এই অবস্থায় তিনি কী করলেন, তাই নিয়েই এই ছবি। পরিচালক অনিল শর্মা।

শো স্টার্টার মৌনী

হায়দরাবাদে একটি উচুঁ মানের ব্র্যান্ড লঞ্চের অনুষ্ঠানে মৌনী রায় ছিলেন শো-এর একেবারে প্রথমে, শো স্টার্টার। সোনালি পোশাকে তাঁর উপস্থিতি ও প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ফ্যাশন ও লাক্সারির এক দারুণ ফিউসন তৈরি করেছিল। শো শেষ করেন দক্ষিণী অভিনেতা অল্লু অর্জুন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবা আজাদ, শিবানী ডান্ডেকর প্রমুখ।

থ্রিলারে আলিয়া

দীনেশ ভিজানের একটি সুপার ন্যাচারাল ও সাইকোলজিকাল থ্রিলারে দেখা যাবে আলিয়া ভাটকে। এখন তিনি লাভ অ্যান্ড ওয়ার ছবি করছেন। সব ঠিক থাকলে এরপর তিনি দীনেশের ছবি শুরু করবেন। এখন ছবির চিত্রনাট্য লেখা চলছে এবং ২০২৫-এর শুরুতে তা শেষ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ছবির সম্ভাব্য নাম চামুণ্ডা।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 3 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 194

দেখা হল, কথা হল না মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের

▸▸ আটের পাতায়

বাংলাদেশকে ভাতে মারার হুমকি শুভেন্দুর

▸▸ আটের পাতায়

অনুপ্রবেশের চেষ্টা বেড়েছে

সীমান্তে আরও সতর্কতা বিএসএফের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে অস্থির পরিবেশ তৈরি হওয়ার পর থেকে গত চার মাসে উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশের চেষ্টা দ্বিগুণ বেড়েছে। এই দাবি সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর। বিএসএফের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশের সময় ৩৯৭ জনকে আটক করা হয়েছে। যার মধ্যে অগাস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১৪৯ জন ধরা পড়েছে। উত্তরবঙ্গজুড়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভাগ হওয়া ১০ শতাংশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। অনুপ্রবেশের চেষ্টা বাড়ায় সেই সীমান্ত এখন বিএসএফের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বিএসএফের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিএসএফ সূত্রে খবর উত্তরবঙ্গে বাংলাদেশের পঞ্চগড়, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে। এই তৎপরতা রুখতে বিএসএফ বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে। সোমবার কদমতলা ক্যাম্পে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিষয়টি নিয়ে বিএসএফের নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুততার সঙ্গে ফাঁকা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কথা বলেছে। সেইমতো কাজ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করছে। তাছাড়া, যেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সীমান্তে নজরদারি চালানো হচ্ছে। এজন্য প্রচুর ক্যামেরা, বায়োমেট্রিক মেশিন লাগানো হয়েছে।' এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের ডিআইজি (জেনারেল) কুলদীপ সিং, ডিআইজি (অপারেশন) সঞ্জয় শর্মা সহ অন্য কর্তারা। এদিন এখানে ৬০তম রাইজিং ডে উপলক্ষ্যে গাছের চারাও লাগানো হয়।

বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ৩০০ জন অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়েছিল। যার মধ্যে ১২৭ জন বাংলাদেশি ও ১৭৩ জন ভারতীয় ছিল। এবছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১৯৪ জন বাংলাদেশের বাসিন্দা, ১৯৭ জন ভারতীয়, ৩ জন রোহিঙ্গা এবং অন্য শ্রেণির তিনজন ধরা পড়েছে। গত চার মাসে অনুপ্রবেশের সময় ধৃতদের মধ্যে ১১৪ জন বাংলাদেশি ও ৩৫ জন ভারতীয় রয়েছে। চলতি বছর অনুপ্রবেশকারীদের গবাদিপশু, মাদক ও সোনা পাচারের চেষ্টা বিএসএফ রুখে দিয়েছে। এবছর মোট ১৮ কোটি টাকার সামগ্রী পাচারের আগে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সংবাদমাধ্যমের খবর হল, হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা অনেক বেড়ে গিয়েছে। হিংসাত্মক ঘটনার জেরে সংখ্যালঘুরা এদেশে চলে আসার চেষ্টা করেছেন। কোচবিহারের শীতলকুচির কাছে বাংলাদেশের প্রচুর নাগরিকের এদেশে চলে আসার চেষ্টার ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়। সেই সময় বিএসএফের তরফে বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশের (বিজিবি) সহযোগিতায় ওপারেই বাংলাদেশের নাগরিকদের আটকে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, 'অনুপ্রবেশের যখনই ঘটনা হয় তখনই আমরা বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করছি। ফ্ল্যাগ মিটিং আগের চাইতে অনেক বেশি হচ্ছে। রবিবারও ১০টির বেশি জায়গাতে ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে। বিজিবির সঙ্গে সমন্বয় রেখেই কাজ হচ্ছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সব সময় আমাদের যোগাযোগ রয়েছে।'

এদেশের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ বিভিন্ন পরিচয়পত্রের নকল বানিয়ে বাংলাদেশ থেকে এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে যে সমস্ত পরিচয়পত্র নকল তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিএসএফ চিঠি দিয়েছে। তবে ওপার বাংলায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হলেও বিএসএফ দুই দেশের মধ্যে মিলনমেলা এখনই বন্ধ করতে চাইছে না। আইজি সূর্যকান্তের কথায়, 'মিলনমেলায় সমন্বয়কারী বিভিন্ন এজেন্সিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।'

ফুলবাড়ি সীমান্তে কড়া নজরদারি বিএসএফের। ছবি : সূত্রধর

মিলনমেলা হবে

- বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বিএসএফের চিন্তা বাড়িয়েছে
- কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুততার সঙ্গে ফাঁকা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কথা বলেছে
- অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফ-বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং আগের চাইতে অনেক বেশি হচ্ছে
- ওপার বাংলা অশান্ত হলেও বিএসএফ দুই দেশের মিলনমেলা বন্ধ করতে চাইছে না

ওপারে শান্তিসেনা পাঠানোর প্রস্তাব

মমতার মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঢাকার

অস্থির বাংলাদেশ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও এএইচ ঋদ্ধিমান

কলকাতা ও ঢাকা, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের উত্তাপ ছড়াচ্ছে ভারতেও। পশ্চিমবঙ্গের পেট্রাপোল সীমান্তে হিন্দু সংগঠনগুলি সভা করেছে। বিজেপির পতাকা না থাকলেও সেই সভায় ভাষণ দেন শুভেন্দু অধিকারী। ত্রিপুরার আগরতলায় আবার বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনে হামলা হয় সোমবার। ভাঙচুরের পাশাপাশি বাংলাদেশের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। হামলায় অভিযোগের তির একটি হিন্দু সংগঠনের দিকে।

পালটা সোমবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ চলে। ভারতকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি ওঠে। যদিও ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য, ভারতের দাদাগিরি মানার জন্য গণঅভ্যুত্থান করা হয়নি।

পরিস্থিতি ঘোরালো হতে থাকায় বাংলাদেশে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিসেনা পাঠানোর প্রস্তাব দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশে শান্তিরক্ষাবাহিনী পাঠাতে রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন করুক কেন্দ্র। আমি প্রস্তাব দিলাম। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিন। প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক সমস্যা থাকলে বিদেশমন্ত্রী বিবৃতি দিন।'

সোমবার রাত পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে তড়িঘড়ি বিবৃতি এসেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন ঢাকায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তিনি কেন এই বক্তব্য দিলেন, বুঝতে পারছি না।' তিনি পরোক্ষে মমতাকে সতর্ক করে বলেন, 'আমি মনে করি, এই বক্তব্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ভালো নয়। ৫ অগাস্টের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে সমস্যা চলছে।'

যদিও পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্য, 'আমরা স্বাভাবিক সুসম্পর্ক চাই। এই সম্পর্কে অন্তরের চেয়ে স্বার্থই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের সম্পর্ক স্বার্থের মধ্যে দিয়ে দেখতে হবে। ভারতের স্বার্থ কী, সেটা তারা বলতে পারবে।' ভারত সরকার নীরব থাকলেও মমতার মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় শাসকদলের পশ্চিমবঙ্গের নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পেট্রাপোলে এক জনসভায় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুরা আক্রান্ত হওয়ায় বিশ্বজুড়ে সনাতনীরা রাস্তায় নেমেছেন। এরপর পাঁচের পাতায়

পেট্রাপোল সীমান্তে সনাতনী হিন্দুদের প্রতিবাদ সভা। সোমবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

পুলিশি টহলে ওপর মহলের নজরদারি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : রাতের টহলদারি ভ্যান নিয়ে বিভিন্ন সময়ই প্রশ্ন ওঠে। প্রায়শই অভিযোগ ওঠে, 'পুলিশ রাতে ঠিকমতো টহল দেয় না। টহলদারি ভ্যান কোথায়?' সেই বদনাম ঘোচাতে রাতে সত্যিই টহলদারি ভ্যানগুলো ঠিকমতো কাজ করছে কি না তা দেখতে উদ্যোগী হয়েছে কমিশনারেট। এবার থেকে টহলদারি ভ্যানকে গুগল লোকেশন শেয়ার করে প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর ছবি পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনারেটের তরফে সেইমতো প্রতিটি থানাতেই একটি গ্রুপ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। মূলত সেই গ্রুপে নজরদারি রাখছেন থানার আইসি-রাই। থানা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ জায়গার প্রতি ঘণ্টার পরিস্থিতি তুলে ধরা হচ্ছে সেখানে। এক্ষেত্রে মূলত থাকছে সোনার দোকান, এটিএম। তবে শুধু সোনার দোকান কিংবা এটিএমের ছবি দিলেই হবে না, অন্য জায়গাগুলোতেও ঠিকমতো নজরদারি দেওয়া হচ্ছে কি না, তার জন্য গুগল ম্যাপের লোকেশনও শেয়ার করতে হচ্ছে গ্রুপে।

সম্প্রতি একটি ভ্যান টহল না দেওয়ায় প্রধাননগর থানার আইসি সেই ভ্যানে থাকা পুলিশকর্মীকে শাস্তি হিসেবে জিডি রুমের কাজে বসিয়ে দিয়েছিলেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, এরপর পাঁচের পাতায়

ওপরের নজর

- পুলিশ রাতে ঠিকমতো টহল দিচ্ছে কি না তা দেখতে নয়া ব্যবস্থা
- রিপোর্টের জন্য প্রতিটি থানায় একটি গ্রুপ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে
- সেই গ্রুপে নজরদারি করছেন সংশ্লিষ্ট থানার আইসি-রা
- গুরুত্বপূর্ণ জায়গার প্রতি ঘণ্টার পরিস্থিতির রিপোর্ট দিতে হবে

আমিই শেষকথা দলে, বার্তা নেত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : 'আমরা' বলে কিছু নেই তৃণমূলে। 'আমিই সব'- স্পষ্ট বার্তা খোদ দলনেত্রীর। তিনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ আর কারও কথায় তৃণমূল চলবে না। দিনকয়েক আগে দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের নির্যাসে ইঙ্গিত ছিলই। সোমবার নিজের মুখে তা আরও পরিষ্কার করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল নেত্রীর কথায়, 'অনেকে অনেক কথা বলছে। কে কী বলছে, ভাবার দরকার নেই। এখনও আমি আছি। শেষ সিদ্ধান্ত আমিই নেব।' মাত্র কয়েকদিন আগে দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল, তিনি 'আমি নয়, আমরায়' বিশ্বাস করেন। দল পরিচালনায় 'টিমওয়ার্কে'র প্রসঙ্গ ছিল তাঁর কথায়। মমতা কিন্তু কার্যত 'আমরা'র তত্ত্ব খারিজ করে দিলেন।

সদ্য উপনির্বাচনে জয়ী দলের ৬ বিধায়কের শপথগ্রহণের পর সোমবার বিধানসভায় সমস্ত বিধায়ক ও মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। সেখানেই বুঝিয়ে দেন, নির্দেশ না শুনলে 'আজ যে রাজা, কাল সে ফকির' হয়ে যেতে পারে। তৃণমূল নেত্রী ওই বৈঠকে বলেন, 'আজ কেউ মন্ত্রী, কাল বিধায়ক। দলের বাইরে কিছু বলার দরকার নেই। শৃঙ্খলা মানতে হবে সবাইকে। না মানলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভিষেকের বিরুদ্ধে সওয়াল করে ইতিমধ্যে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর দলে শোকজের মুখে পড়েছেন। মমতার মন্তব্যে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই উঠে এল বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকে তাঁর রোষানলে পড়েন অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীও। সম্প্রতি তিনি একটি সভায় মন্তব্য করেছিলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়েছেন। আর এক মাস। বহু হনুমান-জাম্বুবানের লেজ কাটা যাবে।' নারায়ণের এক্তিয়ার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। ধমকের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তোমাকে আর এদিক-ওদিক যেতে হবে না। নিজের এলাকায় নজর দাও।' মনে করা হচ্ছে, এভাবেও বার্তা দেওয়া হল অভিষেককে। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সংগঠনে যে ব্যাপক রদবদলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন অভিষেক, তা কার্যত ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন মমতা। সোমবার এল আরও কড়া বার্তা।

অভিষেকের কট্টর বিরোধী বলে পরিচিত হুগলির সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক'দিন আগে আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যেন তাতে সিলমোহর দিলেন। তিনি বলেন, 'ছাত্র ও যুব সংগঠন আমি নতুন করে সাজাব। ওদের কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে না।' এতদিন ছাত্র ও যুব সংগঠন অভিষেকই দেখাশোনা করতেন। এখন মমতা বোঝালেন, দলে তাঁর সমান্তরাল কেউ নেই।

বিধায়কদের মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা শোনা যায় তাঁর মুখে। তিনি বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, 'ছাব্বিশের প্রস্তুতি এখন থেকে শুরু করে দিন। বিধানসভায় বিধায়করা ঠিক সময়ে আসছেন না। প্রথমার্ধে অনেক বিধায়ক থাকছেন না। এটা চলবে না। কোনও কোনও দিন দেখা যাচ্ছে, এত কম সংখ্যক বিধায়ক থাকছেন যে, বিজেপি অনাস্থা প্রস্তাব আনলে সরকারই পড়ে যাবে। এই জিনিস চলতে পারে না।'

বিধায়কদের বিধানসভায় আরও বেশি সংখ্যায় প্রশ্ন করার পরামর্শ দিলেও তিনি সতর্ক করে দেন এই বলে যে, 'অনেকে প্রশ্ন করেন না। আবার অনেকে এমন এমন প্রশ্ন করেন, যাতে সরকার বিব্রত হয়। প্রশ্ন করার আগে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলুন। জরুরি প্রয়োজনে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন।'

কথায় কথায়

বিশ্বাসে মিলায় গদি তর্কে বহুদূর

আশিস ঘোষ

দাদা, অঙ্ক কী কঠিন! যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করেও সেসব যুক্তি দিয়ে মেলাতে বিস্তর মাথা চুলকোতে হয়। তাতেও কি ছাই মেলে! ধরুন, বিকেল পাঁচটায় ভোট নেওয়া বন্ধ হওয়ার সময় যা ভোট পড়েছে, রাত সাড়ে এগারোটায় সেই সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। পরদিন সকালে আরও বাড়ল।

অঙ্কের এই ধাঁধা জলবৎ তরলং নয়। পুরোনো অঙ্ক নতুন করে সামনে এল মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটের পর। নির্বাচন কমিশনের হিসেবে সে রাজ্যে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৮.২২ শতাংশ। রাত সাড়ে এগারোটায় সেই হার দাঁড়াল ৬৫.০২। পরের দিন বেড়ে হল ৬৬.০৫। একেবারে ৭.৮৬ পার্সেন্ট বৃদ্ধি। গোদা হিসেবে ৭৬ লক্ষ ভোটের ফারাক।

যুক্তিটা হল, পাঁচটায় যখন বুথের ঝাঁপ পড়ে, তখন ভোটকেন্দ্রে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দিতে হয়। তখন ভোটের লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের হাতে ধরাতে হয় নম্বর লেখা স্লিপ। একদম শেষের লোকটির হাতে যাবে এক নম্বর লেখা স্লিপ। বুথের একদম সামনের লোকটির হাতে দেওয়া হবে শেষ নম্বরের স্লিপ। পাঁচটা পর্যন্ত ভোট কত পড়ল, বিভিন্ন দলের এজেন্টদের হিসেব মিলিয়ে পোলিং অফিসারকে হিসেব লিখে রাখতে হয়।

নির্বাচন কমিশন জানাচ্ছে, এজন্য চূড়ান্ত ভোটের হার জানাতে দেরি হয়। হিসেবটাও পালটে যায়। তা বলে এই কয় ঘণ্টায় এত ভোট! তবে কি সারাদিন একটাও ভোট পড়েনি? কংগ্রেস বলছে, অত ভোটের জন্য যে লম্বা লাইন থাকার কথা, তা ছিল না। সে যাই হোক, তা বলে ফারাক হবে ৭৬ লক্ষের? আরও আশ্চর্যের, একইসঙ্গে ভোট হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের বিধানসভার। সেখানে ভোট হয়েছিল দুই পর্বে। সেখানে এক পর্বে ভোট বেড়েছে ২ এবং পরের পর্বে ১ পার্সেন্ট। সে রাজ্যে বিকেল পাঁচটায় ভোটের পার্সেন্ট ছিল ৬৪.৮৬। রাত সাড়ে এগারোটায় বেড়ে হয়েছিল ৬৬.৪৮।

এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? কোন লজিকে? অঙ্ক সত্যিই বেশ কঠিন। এই প্রথম নয়। এ বছরই হয়েছে লোকসভার ভোট। সেখানেও প্রথম আর শেষ ফলের মধ্যে ফারাক ছিল সাড়ে ৫ লক্ষের। ইভিএমে রেকর্ড হওয়া এবং গোনা কিংবা না-গোনা ভোটের পার্থক্য ওটা। গণতান্ত্রিক অধিকারের নজরদার এডিআর জানাচ্ছে, ৩৬২টি কেন্দ্রে ইভিএমে রেকর্ড হওয়ার পরেও সাড়ে পাঁচ লাখ ভোট গোনা হয়নি। আবার ১৭৬টি কেন্দ্রে ইভিএমে রেকর্ড হওয়া ভোটের থেকে ৩৫ হাজার বেশি ভোট গোনা হয়েছে।

বিকেল পাঁচটায় ভোটের প্রাথমিক হিসেব থেকে সাড়ে এগারোটার চূড়ান্ত হিসেব পর্যন্ত সময় সাড়ে ছয় ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে ঝাড়খণ্ডে বাড়তি ভোট পড়েছে ২ লাখ ২৯ হাজার। ১.৬২ পার্সেন্ট। সেখানে মহারাষ্ট্রে বাড়তি ভোট ৭.৮৬ পার্সেন্ট! আরেকটা হিসেব কষা যাক। ধরা যাক, মহারাষ্ট্রে বিকেল পাঁচটায় ভোট শেষ হওয়ার এরপর পাঁচের পাতায়

মহিলার দুষ্কর্মে জড়ালেন স্বামীও

অভিযুক্তের মেডিকেল সংলগ্ন আবাসনে প্রতারিতরা। সোমবার।

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : শক্তিগড়ের প্রতারণা কাণ্ডের জাল ছড়িয়েছে বহুদূর। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, হিলি ও মালদারও বহু মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন উপায়ে টাকা তোলার অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে। এছাড়া আসবাবপত্র, ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী, বাইক সহ বিভিন্ন জিনিস অন্যদের নামে কিনে দেওয়ার নাম করে টাকা হজম করেছেন ওই মহিলা। চাকরি দেওয়ার নামেও লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি তুলেছেন বলে অভিযোগ। টাকা চাইতে গেলে বাড়ির লোকেদের অপহরণ করার হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে ওই মহিলার বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনায় ঐশ্বর্য রাজ মণ্ডলকে নিয়ে রহস্য ক্রমশ বাড়ছে।

কোটি টাকার প্রতারণা

শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের বাসিন্দা তিনি। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অদূরে বিলাসবহুল আবাসনে তাঁর দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে বলে দাবি করেছেন অনেকেই। রানিডাঙ্গা ও রাঙ্গাপানি এলাকায় জমি থাকার বিষয়টি নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে।

ঘটনায় এক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের বিহারের পূর্ণিয়া জেলার এক নেতার মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রতারিতরা। ঘটনায় ঐশ্বর্যের সঙ্গে তাঁর এক সঙ্গী অঙ্কিত আনন্দও জড়িত বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বর্তমানে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে আদালতের নির্দেশে দুজনেই জলপাইগুড়িতে জেল হেপাজতে রয়েছেন।

অপরদিকে, এবারে এই প্রতারণা কাণ্ডে নাম জড়াল ঐশ্বর্যের স্বামী শুভাশিসচন্দ্র মণ্ডলেরও। এদিন অনেকেই দাবি করেন ঐশ্বর্যের দাবিমতো বহু টাকাই শুভাশিসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ টাকা শুভাশিসের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে বলে দাবি করেছেন শীতলাপাড়া ও শক্তিগড়ের অনেকে। ঘটনা প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেছেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। দোষ প্রমাণিত হলে আদালত নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

সঞ্জনা গোয়ালা নামে এক তরুণী বলেন, 'ঐশ্বর্য আমার বাবার থেকে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না। টাকা চাইলে কলেজ থেকে ফেরার সময় আমাকে অপহরণ করে নেওয়া হবে বলে হুমকি দিতে শুরু করে।' এরপর পাঁচের পাতায়

একনজরে

রাজধানীতে ফের কৃষক আন্দোলন

আশঙ্কাই সত্যি হল। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মাঝে কৃষক আন্দোলন ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লি। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের সংসদ ভবন অভিযানের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল দিল্লির পথঘাট। যানজটে নাকাল হলেন নিত্যযাত্রীরা। সংসদ অধিবেশনের সময় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হওয়ায় যথেষ্ট অস্বস্তিতে কেন্দ্র।

▸▸ বিস্তারিত আটের পাতায়

নিউজিল্যান্ডে গেল হোমের অনাথ মেয়ে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : কে বলে মেয়েরা অবাঞ্ছিত? চার পুত্রসন্তান থাকার পরেও শুধুমাত্র কন্যাসন্তানেরই টানে এক দম্পতি সুদূর নিউজিল্যান্ড থেকে কোচবিহারে ছুটে এলেন। সরকারি সমস্ত নিয়মবিধি মেনে মঙ্গলবার কোচবিহারের বাবুরহাট এলাকায় মেয়েদের সরকারি হোম শহিদ বন্দনা থেকে এক আবাসিক তথা কন্যাসন্তানকে নিয়ে তাঁরা নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হবেন। সোমবার ওই দম্পতি শহিদ বন্দনায় এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পাশাপাশি 'নতুন' কন্যার সঙ্গেও কথা বলেন।

গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট হোমটিতে ব্যাপক খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে। হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অর্পিতা পাইন বলেন, 'সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনে ওই দম্পতি মঙ্গলবার বাচ্চাটিকে নিয়ে নিউজিল্যান্ডে রওনা হবেন। হোমের আবাসিকরা এমন পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলে খুবই ভালো লাগে। আমরা খুবই খুশি।' প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে এই হোম থেকে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী ইতালি গিয়েছে। সেবারও বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এমনই খুশির হাওয়া ছড়িয়েছিল।

হোম সূত্রে খবর, যে আবাসিকের নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে সে কোচবিহারের সিস্টার নিবেদিতার স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। তারা সাত ভাইবোন। কোচবিহারের বাসিন্দা দিন-আনি দিন-খাই পরিবারটির স্বামী-স্ত্রী এক বিশেষ অসুখে ২০২০ সালে মারা যান। এতে সাত ভাইবোন অথই জলে পড়ে। তবে পাঁচ বোনের মধ্যে দুই বোনের দায়িত্ব তাঁদের পরিজনেরা নেন। শহিদ বন্দনা হোমে বাকি তিন বোনের ঠাঁই হয়। দুই ভাই জলপাইগুড়ির কোরক হোমে রয়েছে। শহিদ বন্দনা হোমে থাকা তিন বোনের মধ্যে ছোটটিই নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে।

প্রশাসনিক সমস্ত নিয়ম মেনে তাকে নিতে 'নতুন বাবা-মা' জোসেফ রাজারাম রাও ও নাতাশা রাও ইতিমধ্যে শহিদ বন্দনা হোমে চলে এসেছেন। নিয়ম মেনে অনেকদিন ধরেই প্রতি সপ্তাহে মেয়েটির সঙ্গে অনলাইনে তার নতুন বাবা-মায়ের সাক্ষাৎ করানো হত। সোমবার ওই দম্পতি কোচবিহারে এসে তাঁদের মেয়ের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে খুব খুশি হয়েছেন। ওই নাবালিকাও নতুন বাবা-মাকে পেয়ে খুবই খুশি। ওই দম্পতি নাবালিকার স্কুলেও যাবেন বলে খবর।

চার পুত্রসন্তান থাকার পরেও কেন একটি মেয়েকে দত্তক নেওয়ার জন্য এত দূর থেকে কোচবিহারে এলেন? জোসেফ-নাতাশার কথায়, 'চার ছেলে থাকলেও আমাদের কোনও মেয়ে ছিল না। কিন্তু একটি মেয়ের জন্য আমাদের খুবই শখ। বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের এই ইচ্ছে পূরণ করতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। শেষপর্যন্ত মেয়ে হিসেবে এই কন্যাসন্তানকে দত্তক নিলাম।' কী কারণে ভারত থেকে কন্যাসন্তান দত্তক নেওয়ার কথাটাই ভাবনায় এল? জোসেফ বললেন, 'চেন্নাইতে আমাদের বাড়ি ছিল। ১৯৭০ সালে বাবা পরিবার নিয়ে নিউজিল্যান্ডে চলে যান। পারিবারিক সূত্রে ভারতের প্রতি টান থেকে এই সিদ্ধান্ত।'

এদিকে, হোমের আবাসিকদের অনেকেরই মুখে হাসি, চোখে জল।

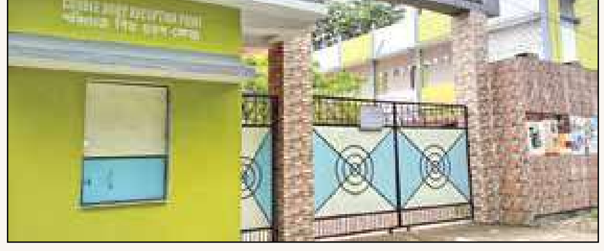

কোচবিহারে শহিদ বন্দনা স্মৃতি বালিকা আবাস।

রানওয়েতে দাপিয়ে বেড়াল গজরাজ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২ ডিসেম্বর : সামর্থ্য যাই হোক না কেন, জীবনে অন্তত একটিবার আকাশপথে সফর করার ইচ্ছে নেই এমন মানুষ দূরবিন দিয়েও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে হাতির ক্ষেত্রেও কি একই কথা প্রযোজ্য? রবিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত বাগডোগরা বিমানবন্দরের রানওয়েতে যেভাবে হাতি দাপিয়ে বেড়াল, তাতে চারদিকে কানাঘুষো শুরু হয়েছে- হাতিরও বোধহয় জীবনে একবার বিমানে চাপার সাধ জেগেছিল।

ছবি : এআই

সকাল থেকে গোঁসাইপুর ছোট রাজাঝাড়ে ছিল ওই দাঁতাল। তারপর দুপুর তিনটে নাগাদ পুঁটিমারি গ্রাম থেকে বেরিয়ে আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। অন্ধকার নামতেই গেট ভেঙে বায়ুসেনার এলাকায় ঢুকে পড়ে গজরাজ। ওই এলাকাটাই বাগডোগরা অসামরিক বিমানবন্দর।

এরপর বায়ুসেনার সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে প্রায় সাত কিলোমিটার রানওয়েজুড়ে ছুটে বেড়ায় দাঁতাল। তৎক্ষণাৎ বায়ুসেনা কর্তৃপক্ষ লাল সতর্কতা জারি করে সমস্ত গেট খুলে দেয়। কিন্তু কিছুতেই বেরোচ্ছিল না হাতিটি।

এরপর বনবিভাগের সিসিএফ (হিল সার্কেল) সমীর গজমের, এডিএফও রাহুলদেব মুখোপাধ্যায়, ডিএফও দেবেশ পান্ডে সহ কার্সিয়াং বন বিভাগের সমস্ত রেঞ্জের বনকর্মীরা এবং বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস সেখানে পৌঁছান। গাড়িতে চেপে হাতিটিকে গাইড করা শুরু করেন তাঁরা।

হাতিটি রানওয়ে দিয়ে প্রায় ছয় কিলোমিটার হেঁটে বম্ব ডাম্পের পাশে পৌঁছায়। তারপর সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় রাত ১১টা নাগাদ সেখান থেকে আপৎকালীন গেট দিয়ে বাইরে চলে যায়।

কার্সিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ বলেন, 'পরিস্থিতি বিবেচনা করে হাতিটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে বাগে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত রাত ১১টা নাগাদ নিজেই বিমানবন্দর এলাকা থেকে বের হয়ে ফুলবাড়ির দিকে চলে যায় হাতিটি।'

চার ঘণ্টা ছুটে বেড়ালেও কোনও ক্ষতি করেনি হাতিটি। ফলে গজরাজ চলে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সব মহল। বনকর্মীরা জানান, হাতিটি রানওয়েতে এসে সম্ভবত দিকভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাই চারদিকে যত গেট ছিল সব খুলে দেওয়া হয়। তাঁদের অনুমান ছিল, বের হওয়ার রাস্তা পেলেই হাতিটি চলে যাবে। আর সেটাই হয়েছে।

অপরূপ।। গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির পূর্ণাভ রাহা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বুলেট ট্রেনের সঙ্গে জুড়ল মিত্তালের নাম

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : নিউ জলপাইগুড়ি জংশন স্টেশন দিয়ে কবে বুলেট ট্রেন চলবে বা আদৌ চলবে কি না, তার উত্তর নেই। কিন্তু শিলিগুড়ির সঙ্গে জুড়ে গেল বুলেট ট্রেন। বলা ভালো, যে ট্র্যাকে গড়াবে বুলেট ট্রেনের চাকা সেই ট্র্যাকের স্ল্যাব তৈরি করছেন শিলিগুড়ির শিল্পপতি কমল মিত্তাল। তাঁর কারখানাটি পিসিএম গ্রুপের মালিকানাধীন। শনিবার গুজরাটের সুরাটে কারখানাটি পরিদর্শন করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। এরপরই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। আর তা জানাজানি হতেই উত্তরবঙ্গের শিল্পপতিরা উচ্ছ্বসিত।

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়াল বলেন, 'রাতে খবরটা পেয়েই মিত্তালজিকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের জন্য এটা অনেক বড় খবর। বুলেট ট্রেনের সঙ্গে নাম জুড়ে যাওয়ায় শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের মানুষ গর্ব করতে পারবেন।' উল্লেখ্য, কমল সিআইআইয়ের উত্তরবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। রেল ট্র্যাকের স্ল্যাব তৈরির সঙ্গে দীর্ঘ বছর ধরেই যুক্ত পিসিএম গ্রুপ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে সংস্থার কারখানা। কিন্তু সোমবার যদি সুরাটের কারখানায় রেলমন্ত্রী না যেতেন, কতজনই বা জানত বুলেট ট্রেনের সঙ্গে জুড়ছে শিলিগুড়ির নাম। এদিন কারখানা ঘুরে দেখে রেলমন্ত্রী বলেছেন, 'এখানকার প্রতিটি কর্মীর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। এজন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই লক্ষ্য পূরণে বিশ্বাসী।' তিনি আরও জানান, গতিশক্তি প্রকল্পে এই কাজ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সোমবার বহু চেষ্টা করেও কমল মিত্তাল বা তাঁর ছেলে নিরঞ্জন মিত্তালের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

প্রথম বুলেট ট্রেন চলবে মুম্বই এবং আহমেদাবাদের মধ্যে। জাপান কোচ পাঠানোর আগে পরিকাঠামো উন্নত করতে চাইছে রেল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের স্ল্যাব পাঠায় অস্ট্রিয়ার একটি সংস্থা।

বধূমৃত্যুতে কাঠগড়ায় শ্বশুরবাড়ি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : শিলিগুড়িতে ফের বধূ নির্যাতনের অভিযোগ উঠল। এবার ঘটনাস্থল ফুলবাড়ির আমাইদিঘি। মেয়েটির বাপের বাড়ির অভিযোগ, শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্ছিত হতে হয় মেয়েকে। এমনকি মারধরের অভিযোগ তোলা হয় পরিবারের তরফে। হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও বধূকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। রবিবার মৃত্যু হয় তরুণী ফতেমা খাতুনের।

এদিন নিউ জলপাইগুড়ি থানায় বধূর বাবা মহম্মদ হাসিবুল লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বামী ও দেওরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। বেশ কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

বধূর মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা নিয়ে রয়েছে রহস্য। শ্বশুরবাড়ির লোকজন জানায় গলায় ফাঁস লাগিয়েছিল ফতেমা। কিন্তু পরিবারের দাবি, মারধর করে খুন করা হয়েছে মেয়েকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১৯ সালে আমাইদিঘির হামিদার রহমানের সঙ্গে জটিয়াকালির ফতেমা খাতুনের বিয়ে হয়। প্রথমদিকে সব ঠিকঠাক ছিল। তবে গত এক বছর ধরে সংসারে শুরু হয় অশান্তি। মাসতিনেক আগে ফতেমার বাপের বাড়ির লোকজন পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেইসময় আলোচনার মাধ্যমে সবটা মিটিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও সংসারে শান্তি ফেরেনি।

ফতেমার এক আত্মীয় বলেন, 'কয়েকদিন আগে মেয়ে (ফতেমা) রাগ করে কলকাতা চলে যায়। রবিবার সকালে সেখান থেকে ফিরে আসে।' বিকেল পর্যন্ত অম্বিকানগরে এক আত্মীয়র বাড়িতে ছিলেন ফতেমা। তারপর তিনি শ্বশুরবাড়িতে চলে যান।

ফতেমার বাবার অভিযোগ, 'সেদিন (রবিবার) সন্ধে ছ'টা নাগাদ মেয়ে ফোন করে বলে ওকে মারধর করা হচ্ছে। সাতটার পর জামাই (হামিদার) ফোনে জানায় ফতেমা গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা গিয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে ফতেমার দাদা ইউনুস আলমের বক্তব্য, 'বোনকে মেরে ফেলা হয়েছে। বোনের স্বামী, দেওর, শাশুড়ি সকলে মিলে মারধর করেছে বলে ফোনে জানিয়েছিল বোন। আমরা ভেবেছিলাম সোমবার বসে মীমাংসা করব। কিন্তু তার আগেই চরম পরিণতি!' দোষীদের শাস্তির দাবি করেছে ফতেমার পরিবার। রবিবার সন্ধ্যায় ফতেমাকে প্রথমে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর ফতেমার দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিন সন্ধ্যায় ময়নাতদন্তের পর দেহটি জটিয়াকালিতে আনা হয়। তখন প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। মাত্র ২৪ বছরের ফতেমার মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না এলাকাবাসী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

> বোনকে মেরে ফেলা হয়েছে। বোনের স্বামী, দেওর, শাশুড়ি সকলে মিলে মারধর করেছে বলে ফোনে জানিয়েছিল বোন। আমরা ভেবেছিলাম সোমবার বসে মীমাংসা করব। কিন্তু তার আগেই চরম পরিণতি।
>
> **ইউনুস আলম** *মৃতার দাদা*

> রবিবার সন্ধে ছ'টা নাগাদ মেয়ে ফোন করে বলে ওকে মারধর করা হচ্ছে। সাতটার পর জামাই ফোনে জানায় ফতেমা গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা গিয়েছে।
>
> **মহম্মদ হাফিজুল** *মৃতার বাবা*

মন্দিরে চুরিতে গ্রেপ্তার বিহারের তরুণ

নাবালকদের থেকে সামগ্রী কিনে বিক্রি

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মন্দিরে চুরির ঘটনায় আঙুল উঠেছিল নাবালকদের দিকে। এবার সেই ঘটনা নতুন মোড় নিল। সামনে এল বিহারের এক তরুণের যোগ। সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ সোনু। এদিন তাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সোনু বিহারের লক্ষ্মীছরাইয়ের বাসিন্দা হলেও প্রায় এক বছর ধরে সে এনজেপিতে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকত বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

প্রথমদিকে এনজেপি এলাকায় বিভিন্ন কাজ করে পেট চালাত। তবে গত কয়েক মাস যাবৎ এনজেপি ও শিলিগুড়ি থানার বিভিন্ন এলাকায় নাবালকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে বছর উনিশের সোনু। তারপর সেই নাবালকদের টাকার লোভ দেখিয়ে চুরি করার ব্যাপারে প্রভাবিত করতে থাকে সোনু। প্রলোভনে পা দিয়ে বেশ কয়েকজন নাবালক চুরিতে জড়িয়ে পড়ে। কীভাবে চলত কারবার? নাবালকরা চুরি করে সামগ্রী নিয়ে আসত সোনুর কাছে। সেইসব সামগ্রী অল্প টাকায় কিনত সোনু। তারপর সামগ্রী অন্যত্র বিক্রি করে দিত বেশি দামে। এভাবেই চলছিল কারবার।

ধৃত মহম্মদ সোনু।

> নাবালকরা চুরি করে সামগ্রী নিয়ে আসত ধৃত মহম্মদ সোনুর কাছে। সেইসব সামগ্রী অল্প টাকায় কিনত সোনু। তারপর সামগ্রী অন্যত্র বিক্রি করত বেশি দামে।

প্রলোভনে পা

- বিহার থেকে এনজেপিতে এসে ভাড়াবাড়িতে বসবাস
- গত কয়েকমাস নাবালকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে
- নাবালকদের টাকার লোভ দেখিয়ে চুরিতে উৎসাহ দেয়
- প্রলোভনে পা দিয়ে নাবালকরা চুরিতে জড়িয়ে পড়ে

পুলিশের অনুমান, এই কাজে সোনুর সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত। তাদের মধ্যে বিহার থেকে আসা বেশ কয়েকজন তরুণ রয়েছে, এমনটাই ধারণা পুলিশের। এনজেপি থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মন্দিরে চুরির তদন্তে নেমে বেশ কিছু ঘটনা সামনে এসেছে। সবক'টি ঘটনার তদন্ত চলছে।

দু'দিন আগে শক্তিগড়ের উজ্জ্বল সংঘ সংলগ্ন একটি মন্দিরের কালীমূর্তির গা থেকে বেশ কিছু গয়না চুরি হয়ে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, চুরিতে চারজন নাবালক যুক্ত। এরপর নাবালকদের শনাক্ত করে পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই হদিস মেলে সোনুর।

জানা গিয়েছে, সোনুর সঙ্গ দেওয়া বেশ কয়েকজন নাবালক ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অপরাধে 'হাত-পাকাতে' শুরু করেছে। সেই কারণে ওই নাবালকদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিভাবকদের সতর্ক করছে পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের একাংশের কপালে চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট। এদিকে, মন্দিরের চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হওয়ায় খুশি উজ্জ্বল সংঘের সদস্যরা।

শিলিগুড়িতে হাই পাওয়ার কমিটি

আজ মেডিকেলের নিরাপত্তা বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে আসছে হাই পাওয়ার কমিটি। রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) সুরজিৎ কর পুরকায়স্থের নেতৃত্বে সাত সদস্যের এই কমিটি সকালে স্টেট গেস্টহাউসে বৈঠক করবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল এবং রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। পাশাপাশি দুই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকও থাকবেন বৈঠকে।

আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্যের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এর পরেই রাজ্যের তরফে প্রতিটি মেডিকেলে বাড়তি নিরাপত্তারক্ষী (বেসরকারি) নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। পাশাপাশি প্রতিটি মেডিকেলে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

অক্টোবর মাসে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য সরকার প্রতিটি মেডিকেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সাত সদস্যের ওই হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করে। যার নেতৃত্বে প্রাক্তন ডিজি।

এই কমিটি প্রতিটি মেডিকেলে গিয়ে কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন নথি সংগ্রহের পাশাপাশি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করবে। তারপরেই কলকাতায় ফিরে সরকারকে রিপোর্ট দেবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

ওই কমিটি মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ এবং রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, সুপার সহ অনেককে নিয়ে বৈঠক করবে। বৈঠকের পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল ঘুরে দেখতে পারেন কমিটির সদস্যরা।

> ■ বুধবার জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তাদের সঙ্গে জলপাইগুড়িতে বৈঠক করবে সাত সদস্যের কমিটি।

৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : রংপোয় বাস দুর্ঘটনায় হাসপাতালে ভর্তি তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এর মধ্যে রয়েছেন বাসের চালক, খালাসি এবং কিশনগঞ্জের বাসিন্দা শাহনওয়াজ। বাস খাদে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার শিলিগুড়ি থেকে সিকিম যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গিয়ে পড়ে একটি বাস। জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেন, 'আহতদের চিকিৎসা চলছে। পুরো বিষয়টি দেখছি।'

বোর্ড না লাগিয়েই শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ২ ডিসেম্বর : যে কোনও সরকারি কাজ শুরুর আগে বোর্ড লাগানোর কথা। খড়িবাড়িতে সেসবের বালাই নেই। বোর্ড ছাড়াই জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজের শিলান্যাস হল সোমবার। ঠিকাদার সংস্থার গাফিলতিতে বোর্ড লাগানো হয়নি বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ।

এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে খড়িবাড়ির ফুলবরজোতের গির্জার সামনে পাঁচ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার ব্যয়ে সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জল প্রকল্পের শিলান্যাস করেন কিশোরীমোহন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ি-পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মণিকা সিংহ প্রমুখ।

বোর্ড না লাগানোর বিষয়ে কিশোরীমোহন বলেন, 'কাজ শুরুর আগে ঠিকাদার সংস্থার তরফে কাজের বিবরণ লেখা বোর্ড লাগানোর কথা। কিন্তু সংস্থা ভুল করেছে। দ্রুত বোর্ড লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' এদিকে, এলাকায় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি গ্রামবাসীরা। তাঁদের মধ্যে একজন রতন রায় বললেন, 'নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জল আসে না। জল কিনে খেতে হয়। এই প্রকল্প চালু হলে আমাদের খুব উপকার হবে।'

সাঁঝবেলা... সোমবার বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীতে। মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

নেশার টান এড়াতে ফুটবল দাওয়াই পুলিশের

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : নাইজেল আকারাকে মনে আছে? যিনি কিডন্যাপিং সহ আরও ১৭টি বিভিন্ন মামলায় জেলে গিয়েছিলেন। এরপর জেলখানাতেই সংস্পর্শে আসা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়ের। আর তারপরের গল্পটা রূপকথাকেও হার মানাবে। সেই নাইজেল এখন এক প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা, ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভার বাস্তব প্রতিফলন।

এবার খানিক একই ঘটনার প্রতিফলন ঘটছে শিলিগুড়িতে। বিভিন্ন সময়ই মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে পুলিশ প্রশাসন বুঝতে পারছিল, যুবসমাজের একটা বড় অংশই কীভাবে এর টানে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছিল। মাদক সামগ্রীর টাকা জোগাতে তারা জড়িয়ে পড়ছিল অপরাধমূলক কাজের সঙ্গেও। বিষয়টা নিয়ে মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা অনেক মাদক পাচারকারীকে ধরেছি। তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে মাদক সামগ্রী উদ্ধারও হয়েছে। যা প্রমাণ করে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় মাদকের চাহিদা।' পুলিশ বুঝতে পারছিল শুধু ধরপাকড় নয় এই সমস্যা দূরীকরণে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তরুণদের বিকল্প পথ প্রদর্শনের।

এবার সেকথা মাথায় রেখেই জায়গায় জায়গায় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। প্রতিটি থানার এলাকায় স্থানীয় মানুষ, ক্লাবের সহযোগিতায় একাধিক টিম তৈরি করে খেলার আয়োজন করা হচ্ছে। খেলার মাধ্যমে জনসংযোগের পাশাপাশি থাকছে একটাই বার্তা, 'না বলুন ড্রাগসকে, হ্যাঁ বলুন ফুটবলকে।' আর খেলার মাঠ হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে নেশার আঁতুড় হয়ে ওঠা এলাকাগুলি।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের কথায়, 'অপরাধীদের ধরার পাশাপাশি আমরা সচেতনতার কাজের ব্যাপারেও বিশেষ নজর দিচ্ছি। তার অংশ হিসেবেই এই খেলার আয়োজন।' একই কথা শোনা যায় প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের গলাতেও। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা চাই সুস্থ পরিবেশে কিশোর-যুবরা মাঠে ফিরে আসুক, খেলাধুলোয় মনোযোগী হোক।'

সম্প্রতি ভক্তিনগর থানার উদ্যোগে শালুগাড়ার এক মাঠে খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ছ'টি দল সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল। খেলা দেখার ফাঁকেই কমিশনারেটের তরফে দেওয়া বিশেষ বার্তা নজরে এসেছিল এলাকার বাসিন্দা অভিষেক লেপচার। তাঁর কথায়, 'এলাকায় সত্যি এই সমস্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। পুলিশের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে নেশাগ্রস্ত তরুণদের মূলস্রোতে ফেরাতে বড় ভূমিকা নেবে।' কমিশনারেটের পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিটি থানা এলাকা থেকে বিজয়ী দল মূল পর্বে যাবে। কমিশনারেটের মাঠে আয়োজিত মূল পর্বে বিজয়ী দল হবে 'চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন্স'। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থানা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে নিজস্ব থানা চত্বরের টিমগুলোকে নিয়ে খেলার আয়োজন করছে।

শালুগাড়ার একটি মাঠে ভক্তিনগর থানার উদ্যোগে ফুটবল।

সমস্যা বুঝতে সেতুতে বিডিও

ইসলামপুর, ২ ডিসেম্বর : অলিগঞ্জে রাজ্য সড়কে তৈরি সেতু নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা বিডিও'র কাছে একাধিক অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সোমবার এলাকায় যান ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন। সমস্ত বিষয়টি দেখে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিককে পদক্ষেপ করতে বলেন বিডিও।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেতু থাকলেও তার উচ্চতা বেশি হওয়ায় জলনিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা রয়েছে এলাকায়। এর ফলে বর্ষাকালে আশপাশের চাষের জমি সহ গ্রাম জলে ডুবে যায়। এছাড়া সেতুটি পুরোনো হওয়ায় বেশকিছু জায়গায় ফাটল ধরেছে। কয়েকমাস আগে সেতু মেরামত শুরু করে পূর্ত দপ্তর। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা না ভেবে একই উচ্চতায় সেতু সংস্কার হচ্ছে। ফলে জলনিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা থেকেই যাবে।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ সালাউদ্দিন বলেন, 'শুরুতেই আমরা জলনিকাশি ব্যবস্থার সমস্যার বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করতে বলেছিলাম। কিন্তু তারপরেও কেউ আমাদের কথা শোনেনি।' তিনি আরও বলেন, 'এখন যেভাবে কাজ হচ্ছে তাতে আবার একই সমস্যার সম্মুখীন হব আমরা।'

চোলাই নষ্ট

ফাঁসিদেওয়া, ২ ডিসেম্বর : চটহাটের বাজারগছ এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০০ লিটার চোলাই নষ্ট করল পুলিশ এবং আবগারি দপ্তর। সোমবার ফাঁসিদেওয়া থানা এবং নকশালবাড়ি আবগারি দপ্তর এই অভিযান চালায়।

যদিও পুলিশের দাবি, গতবারের মতোই এবারও অভিযানের আগাম খবর পেয়ে কারবারিরা পালিয়ে যায়। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

গার্ডওয়াল তৈরিতে অনিয়মে পদক্ষেপ

খড়িবাড়ি, ২ ডিসেম্বর : খড়িবাড়ির কেশরডোবায় বুন নদীর পাশে শ্মশানঘাটে যাওয়ার রাস্তায় গার্ডওয়াল তৈরিতে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে খবর প্রকাশ হতেই পদক্ষেপ করল প্রশাসন। গার্ডওয়াল তৈরিতে তিনটি রডের পরিবর্তে চারটি করে রড ব্যবহার করে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হল ঠিকাদার সংস্থাকে। প্রশাসনের নির্দেশমতো কাজ শুরু করেছে ঠিকাদার সংস্থা।

> ঠিকাদার সংস্থাকে সঠিকভাবে রড ব্যবহারের নির্দেশ

খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের পাশে কেশরডোবা বুন নদীর পাশে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ও খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি যৌথভাবে শ্মশানঘাট সংস্কার ও শ্মশানঘাটগামী রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু করেছে। শ্মশানঘাটগামী রাস্তার ৬০ মিটার তৈরি করছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং রাস্তার বাকি ৭৫ মিটার করছে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি। পৃথক দুটি ঠিকাদার সংস্থা এই কাজ করছে। খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কাজটি যে ঠিকাদার সংস্থা করছে তারা সঠিক রড ব্যবহার করছে না বলে অভিযোগ ওঠে। বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী কাজে অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। এ নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসে খড়িবাড়ি ব্লক প্রশাসন।

খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যান। এরপর সঠিকভাবে রড ব্যবহার করার নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর কথায়, 'গার্ডওয়ালে চারটি করে রড দিয়ে ঢালাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঠিকাদার সংস্থাকে।'

সংখ্যালঘু সদস্য পদ্মে

ইসলামপুর, ২ ডিসেম্বর : কয়েকজন সংখ্যালঘু মানুষ বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করলেন। সোমবার ইসলামপুর বাস টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায় সদস্য সংগ্রহ অভিযানকে কেন্দ্র করে একটি ক্যাম্প করে বিজেপি। সেখানে ছিলেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার। এদিন সেখানেই বেশ কিছু সংখ্যালঘু মানুষদের সদস্যপদ গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে।

প্রশাসনের আশ্বাস

ফাঁসিদেওয়া, ২ ডিসেম্বর : লিচুবাগানে সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্রে কৃষকরা সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করতে সমস্যায় পড়ছেন, সম্প্রতি এমনটাই অভিযোগ উঠেছিল। সোমবার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ফাঁসিদেওয়ার ওই ধান ক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনে যান বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস। যদিও সেখানে গিয়ে কোনও সমস্যা খুঁজে পাননি তিনি। তাঁর আশ্বাস, চাষিরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন, তা নজর রাখা হচ্ছে।'

আজ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকারের কথা মাথায় রেখে দিনটি পালন শুরু হয়। এতদিন পরে সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল তা খুঁজতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল উত্তরবঙ্গের তিন জেলায়। কোচবিহারে যখন মূক ও বধিরদের জন্য তৈরি হওয়া স্কুল ধুঁকছে ছাত্রাবাস বন্ধের কারণে তখন ফালাকাটায় আরেক বিশেষভাবে সক্ষম তরুণ স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অন্যদের। যদিও সমস্ত ছবি আশাব্যঞ্জক নয়। তার প্রমাণ পাওয়া গেল বেলাকোবায়।

কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী(স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/113491)

শিলিগুড়িতে হোলসেল মেডিসিন দোকানে অর্ডার ও পেমেন্ট কালেকশনের এবং ওষুধ ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ির স্থানীয় ছেলে চাই। যোগ্যতা - H.S. পাশ, অনূর্ধ্ব 35 বছর। 7866052930/ 9434376715. (C/113490)

রেস্টুরেন্টে বাংলা রান্না, রুটি করতে জানা লোক চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন- 12000/-, ঠিকানা - শিলিগুড়ি। 9749570276. (C/113490)

Avalon Hospital requires the following TPA Billing Executive / Manager, Front office Executive GNM ICU/NICU nurse ICU Technologist. Ph : 7001418243. (C/113490)

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি (মোহিতনগর, ফাটাপুকুর,) শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 11,500/- + (PF, ESI)। 8653710700. (C/113488)

Required Salesman for Philips Lighting Showroom. Adie Centre, Behind 9-10 Hotel & Gurudwara Siliguri, M : 98320-67075. (C/113476)

Wanted 1 A.T. in Maternity Leave Vacancy (UR) with M.A. (English), B.Ed. Walk-in-Interview on 11/12/24 at 11.30 a.m. with documents to the Secretary, Badaitari Uziria High Madrasah (H.S.), P.O- Chhoto Salkumar, Dist-APD. (C/113705)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার নবদ্বীপ হিমঘর (বেরুবাড়ি, জলঃ) আলুর বন্ড হারিয়ে গেছে। বন্ড নং 1508, 4114, 4150, 4176, 4257, 4266, 4551, 4574, 4590, 4610, 197। কোনো ব্যক্তি পেলে যোগাযোগ করুন। সাহিত হোসেন, 6295019809. (C/113609)

তারিখ পরিবর্তন

জলপাইগুড়ি শ্রদ্ধা'র আয়োজিত লটারি খেলা ০৩/১২/২০২৪ তারিখের পরিবর্তে ২১/১২/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। (C/113610)

হন্ডা টু হুইলারস-এর জন্য আমরা নিয়োগ শুরু করেছি

আলিপুরদুয়ার - হাঁটাপথে সাক্ষাৎকার ৪ঠা ডিসেম্বর বিকেল ৪.০০ থেকে বিকেল ৫.৩০টা পর্যন্ত, (বুধবার)

নেটওয়ার্ক ম্যানেজার
সার্ভিস অ্যাডভাইসার
সেলস এগজিকিউটিভ

বীরপাড়া - হাঁটাপথে সাক্ষাৎকার ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ২.০০ পর্যন্ত, (বুধবার)

সেলস এগজিকিউটিভ
সার্ভিস অ্যাডভাইসার
খুচরো যন্ত্রাংশের পরিচালক
রিসেপশনিস্ট
ক্যাশিয়ার/বিলিং এগজিকিউটিভ
মেকানিকস
সি আর
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ শ্রী সোমিত - ৭০০১৫৪৫০২৭

Affidavit

I, Swapan Rakshit, S/o Late Mohini Mohan Rakshit residing at Vivekananda Puram Ward No.- 10, Racecourse Para, Jalpaiguri, Pin-735101 shall henceforth be known as Swapan Kumar Rakshit as declared before the Notary Public, Siliguri Sub-Divisional Court vide affidavit no.02/24 dated 02.12.2024. Swapan Rakshit and Swapan Kumar Rakshit both are same and identical person.

CORRIGENDUM NOTICE

Corrigendum Notice has been published for e-Tender No:- 16/2024-25/SSK, MDW/HRP/DD dated 14/11/2024, different types of Civil Construction Works. Last date of submission of application for e-Tende- is 03/12/2024, For any other details please contact with the office of the Harirampur Development Block on any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development
Harirampur: Dakshin Dinajpur

আজ টিভিতে

রোদ্দুর-ময়নার নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনকে কাজে লাগিয়ে রাজারামের নতুন ষড়যন্ত্র। **পুবের ময়না** সোম থেকে শনি বিকেল ৫.৩০ **জি বাংলা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল,

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা-আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মহাজন, দুপুর ২.৫০ পবিত্র পাপী, বিকেল ৫.২০ বর কনে, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), রাত ৯.৩০ পুত্রবধূ, রাত ১১.৫৫ শেষ থেকে শুরু

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রংবাজ, বিকেল ৪.২০ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধ্যা ৭.৩০ অরুন্ধতী, রাত ১০.২০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ভাই আমার ভাই, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ চ্যাম্পিয়ন, সন্ধ্যা ৭.৩০ চন্দ্রমল্লিকা, রাত ১০.০০ ফিদা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী আমার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ২২শে শ্রাবণ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন

ফিদা রাত ১০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

পরদেশ দুপুর ২.১৫ **জি বলিউড**

পুত্রবধূ রাত ৯.৩০ **জি বাংলা সিনেমা**

বিগ ক্যাট টেলস দুপুর ১২.৫৮ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

মূক-বধির স্কুলের হস্টেল চালুর দাবি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। এদিন কোচবিহার শহরে মিছিল করবেন বিশেষভাবে সক্ষমরা। ওই মিছিল থেকে জেলার মূক ও বধিরদের জন্য তৈরি আক্রারহাট দিশারির প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের বন্ধ হওয়া হস্টেল ফের চালু ও শূন্যপদে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবি তোলা হবে।

সোমবার কোচবিহার-১ ব্লকের আক্রারহাট দিশারিতে গিয়ে দেখা গেল পড়ুয়ার অভাবে বিদ্যালয়টি রীতিমতো ধুঁকছে। একমাত্র শিক্ষিকা হিমানী ঈশোর পড়ুয়াদের পড়াচ্ছেন। খাতায়-কলমে ৪০ জন পড়ুয়া থাকলেও হস্টেল বন্ধ থাকায় দূরের পড়ুয়ারা দৈনিক স্কুলে আসতে পারে না। ফলে উপস্থিতির হার কমছে।

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়টি ২০০১ সালে তৈরি হয়। ২০০৯ সালে মেলে সরকারি অনুমোদন। বর্তমানে এটি জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের অধীন। শিক্ষক সহ দশজন শিক্ষাকর্মীর পদ অনুমোদন হয়। এ অবধি দুজন শিক্ষক ও তিনজন শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হলেও বাকি পাঁচটি পদ এখনও শূন্য। এক শিক্ষকের অবসরের পর এখন একমাত্র স্থায়ী শিক্ষিকাকে নিয়ে চলছে পড়াশোনা। পড়ুয়ারা হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। স্থায়ী হস্টেল সুপার, রাঁধুনি, মেট্রন পদ পূরণ না হওয়ায় গত কয়েকমাস ধরে হস্টেল বন্ধ। ফলে নানা প্রান্তের মূক ও বধির পড়ুয়া পরিষেবার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুনীল ঈশোর বলেন, 'দিশারি প্রতিবন্ধী আবাসিক বিদ্যালয়টিতে ক্লার্ক, রাঁধুনি, মেট্রন, হস্টেল সুপারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে স্থায়ী নিয়োগ হয়নি। এজন্য মঙ্গলবার রাজ্য জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের অতিরিক্ত সচিবকে ই-মেলে পাঠানো হবে।' শিক্ষাকর্মী লুৎফর হোসেনের কথায়, 'বিদ্যালয় সংলগ্ন কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিভাবকরা দৈনিক পড়ুয়াদের পৌঁছে দেন। হস্টেল বন্ধ হওয়ায় দূরের পড়ুয়ারা বঞ্চিত হচ্ছে।'

ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের নারী ও শিশুকল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ হিমানী ঈশোর বলেন, 'শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরে দরবার করছি। হস্টেল ও মিড-ডে মিল চালুর দাবিও করা হয়েছে।'

বিশেষভাবে সক্ষমদের পড়াচ্ছেন অরিন্দম দত্ত। খগেনহাটে।

ইশারায় পড়িয়ে বহু কৃতীর শিক্ষক

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২ ডিসেম্বর : ছোটবেলা থেকে ঠিক করে শুনতে পেতেন না। পরে হারিয়ে ফেলেন বাকশক্তিও। কিন্তু থেমে যাননি। সাধারণ স্কুলে ভর্তি হয়ে অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল অরিন্দম দত্তকে। জেদকে সম্বল করে এখন তিনি শিক্ষক। তাঁর কাছে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে পড়াশোনা করে এখন অনেকে দেশের বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করছেন। মঙ্গলবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। তার আগে অরিন্দমের অধ্যবসায়কে কুর্নিশ। অরিন্দম বললেন, 'এখনও নিজে চাকরি পাইনি। তবে আমার কাছে টিউশন পড়ে বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়ে আজ বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করছে। এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ভবিষ্যতেও কাজ করে যেতে চাই।'

ফালাকাটা শহরের মাদারি রোড ধোঁয়া পরীক্ষাকেন্দ্রের গলিতে বাড়ি বছর বত্রিশের ওই তরুণের। তিনি যে কথা বলতে পারেন না, সেটা ছোটবেলাতেই বুঝে যান তাঁর বাবা চিত্ত দত্ত এবং মা রত্না দত্ত। ছেলে যে কানেও শুনতে পারেন না, সেটাও পরে বুঝে যান দত্ত দম্পতি। ছেলেকে সুস্থ করে তোলার কম চেষ্টা করেননি দুজনে। কিন্তু অজস্র ডাক্তারি পরীক্ষানিরীক্ষা কিংবা ওষুধপত্র কিছুই কাজে লাগেনি। মাত্র সাত বছর বয়সে সম্পূর্ণ শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন অরিন্দম। যতটুকু শব্দ মুখ দিয়ে বের করতে পারতেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও লোপ পেতে থাকে। কিন্তু দত্ত দম্পতি হাল ছাড়েননি। ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম জেনেও তাঁকে সাধারণ স্কুলে ভর্তি করানো হয়।

লড়াইয়ের শুরু এরপর থেকে। স্কুলে ভর্তি হলেও কানে শুনতে এবং কথা বলতে না পারার জন্য নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্কুলের কোনও শিক্ষক ঠিকমতো পড়া বোঝাতে পারছিলেন না। বাইরের কেউ তাঁকে টিউশনও পড়াতে চাইতেন না। বেঞ্চের এককোণে বসে নিজের জেদকে পুঁজি করে একের পর এক বাধা টপকেছেন।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ফালাকাটা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এরপর বাড়িতে দেখা দেয় চরম অর্থসংকট। বাবার ছোট ব্যবসাটিও চলছিল না। তাঁকে এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, বুঝতে পারলেন তরুণ অরিন্দম। বিএ পাশ করার পর বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কাজ করা খগেনহাট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে তাঁর মতো শিশুদের পড়ানোর দায়িত্ব পেলেন। পড়াতে পড়াতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এডুকেশনে স্নাতকোত্তর পাশ করেন।

এদিন ইশারায় অরিন্দম বোঝালেন, 'কথা বলতে এবং শুনতে পারি না বলে জীবনে অনেক বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। তারপরেও নিজের জেদে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছি। সংসার চালাতে ২০১৭ সালে টিউশন পড়ানো শুরু করি। প্রায় সাত বছর হয়ে গেল।'

খগেনহাট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে বর্তমানে বিশেষভাবে সক্ষমরাও পড়াশোনা করতে পারছে। সেই সংস্থার সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত রায় বলেন, 'সব বয়সের বিশেষভাবে সক্ষমদের কাছে অরিন্দম একজন রোল মডেল। প্রশাসনের উচিত, অরিন্দমকে আরও ভালো কাজে লাগানো।'

উত্তরবঙ্গে এখনও অরিন্দমের মতো বিশেষভাবে সক্ষমরা অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করছেন। সেই খবর অনেকসময় প্রকাশ পায় না। তাঁদের এই লড়াইয়ে সাধুবাদ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে।

ধূপকাঠি বিক্রি বিএড উত্তীর্ণের

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২ ডিসেম্বর : ইতিমধ্যে পেরিয়েছেন স্নাতকোত্তরের গণ্ডি। করেছেন বিএড পাশও। বহু জায়গায় পাঠিয়েছেন চাকরির আবেদনপত্র। কিন্তু আজ অবধি শিকে ছেঁড়েনি। তাই পেটের দায়ে এখন হাটেবাজারে ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করেছেন বছর একত্রিশের ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন তরুণ আশিস সাহা। বাড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের ভক্তিনগরের ফুলবাড়ি-ডাবগ্রামে। বেলাকোবার শিকারপুর হাটে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ করেছি। আর বিএড পাশ করেছি শিলিগুড়ির শিব মন্দির কলেজ থেকে।'

পরিবারে রয়েছেন বাবা-মা ও তাঁরা তিন ভাই। বাবা আনন্দ সাহা পেশায় কৃষক। মা বেলারানি নিছকই বাড়ির বৌ। আশিসই বড়। মেজো ভাই শুভাশিস চাষাবাদে বাবাকে সাহায্য করে। ছোট ভাই দেবাশিসও ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন। চতুর্থ শ্রেণি অবধি পড়াশোনা করে আর স্কুলে যায়নি। দিনরাত বাড়িতেই থাকে।

চাকরির জন্য ইতিমধ্যে একাধিক দপ্তরে পরীক্ষা দিয়েছেন আশিস। ২০২২ সালে প্রাইমারি টেট-এ পাশ করেছেন। কিন্তু এখনও ইন্টারভিউয়ের ডাক পাননি। তাই পেটের দায়ে বিভিন্ন হাটবাজারে ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করেন। তাঁর গণ্ডি বেলাকোবার শিকারপুর, আমবাড়ি, নকশালবাড়ি, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়, শিলিগুড়ি জংশন অবধি।

শিকারপুরের হাটে ধূপকাঠি বিক্রির ফাঁকে জানান, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, একবার ইন্টারভিউতে বসার সুযোগ পেলে সফল হবেনই। কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'বর্তমান রাজ্য সরকার নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের মতো দৃষ্টিহীনদের চাকরির কোটা বেঁধে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাকে অন্তত চুক্তিভিত্তিক চাকরির সুযোগ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।'

এ প্রসঙ্গে শিকারপুর হাটের এক ক্রেতা শিবশংকর রায় বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সহ প্রশাসনের উচিত এমন শিক্ষিত দৃষ্টিহীন তরুণের জন্য এগিয়ে আসা। অবিলম্বে সরকারের এঁদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি।' শিকারপুর হাট ব্যবসায়ী

বটতলা রেগুলেটেড মার্কেটে আশিস।

সমিতির সম্পাদক মহম্মদ সাইদুল জানান, 'প্রায় দু'মাস ধরে দৃষ্টিহীন ওই তরুণ হাটে লাঠি হাতে ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করতেন। আমরা চাই, শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকার যেন এগিয়ে আসে।'

এ সম্পর্কে অল বেঙ্গল ব্লাইন্ড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য দৃষ্টিহীন শিক্ষক বিপদতারণ দাস বলেন, 'স্নাতকোত্তর ও বিএড করা ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন আশিস সাহা বেকারত্বের জ্বালায় পেটের তাগিদে হাটবাজারে ধূপকাঠি বিক্রি করছেন। আশা করি, সরকার ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন আশিস সাহার মেধার মর্যাদা দিয়ে কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা করবে।'

পিএফ উধাও, নালিশ দপ্তরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : নকল ডেথ সার্টিফিকেট সহ একাধিক কায়দায় গায়েব হচ্ছে চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। ডুয়ার্সজুড়ে এভাবেই সক্রিয় হচ্ছে দালালচক্র। এই চক্রের সঙ্গে অধিকাংশ বাগানের পিএফ ক্লার্ক এবং বাগানের কর্মীদের যোগসাজশ রয়েছে। হাত রয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নীচুতলার কর্মীদেরও। সোমবার ডুয়ার্সের প্রায় ৩৪টি চা বাগানের পিএফ সমস্যা জানাতে এসে এই অভিযোগ করল পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতি। জলপাইগুড়িতে রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সমিতির সদস্যরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন।

রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার পবনকুমার বনসাল অভিযোগ শোনার পর বললেন, 'চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের কাজ দ্রুত অনলাইন ব্যবস্থার মধ্যে এনে আমরা এই ধরনের সমস্যাগুলো থেকে শ্রমিকদের মুক্তি দিতে চাইছি। ইতিমধ্যে একটি বিশেষ পোর্টালও কাজ শুরু করেছে।'

তিনি জানান, এই ধরনের অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, চা বাগানের শ্রমিকরা বেশিরভাগই নিরক্ষর। সেই সুযোগ নিয়ে বেআইনি কাজগুলো করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'এই ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে যদি আমাদের দপ্তরের কোনও কর্মী জড়িত থাকার অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'

তবে নকল ডেথ সার্টিফিকেট পরীক্ষার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা তাঁদের হাতে নেই। এই ব্যাপারে যাঁরা ডেথ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, সেই দপ্তর তার দায় নেবে। তাঁরা শুধু কিউআর কোড স্ক্যান করে দেখেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সেটি প্রদান করা হয়েছে কি না।

সম্মেলন

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : সম্প্রতি সুপার অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের বাৎসরিক ডিলার সম্মেলন হল কোচবিহারে। সেখানে বিশিষ্ট কৃষিবিদরা ডিলারদের কৃষির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দেন। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এমডি গোপাল মিশ্র কৃষিকাজে জৈব সারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি চাষিরা কীভাবে লাভবান হবেন তা নিয়েও বক্তব্য রাখেন।

প্রশাসনকে চরমসীমা কেএলও'র

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের চাকরির বিষয়ে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করলে কোচবিহারে জোরদার আন্দোলন করার হুমকি দিল কেএলও লিংকম্যান এবং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রশাসনের উদ্দেশে এমনই হুমকি দিয়েছে তারা।

সংগঠনের অভিযোগ, মূলস্রোতে ফিরে আসা তাদের সদস্যদের হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন আগেই ঘোষণা করেছেন। তাদের সংগঠনের অন্তত দুই শতাধিক সদস্য রয়েছেন। যাঁদের কাগজপত্র নেওয়া সহ চাকরির ব্যাপারে পুলিশি ভেরিফিকেশন হলেও কোনও এক অজানা কারণে চাকরি হয়নি। এ নিয়ে কয়েক মাস আগেও তারা কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে আন্দোলনে বসেছিল। এরপর পুলিশ সুপার তাঁদের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

সংগঠনের সভাপতি তুষারকান্তি রায় বলেন, "আমরা বুঝতে পারছি না মুখ্যমন্ত্রী বলার পরেও কেন আমাদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে না। অথচ আমাদের কাগজপত্র নেওয়া থেকে শুরু করে পুলিশি 'ভেরিফিকেশন' দীর্ঘদিন আগেই হয়ে গিয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ নিয়ে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা দেখব। এর মধ্যে চাকরির বিষয়ে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আমরা অনশন আন্দোলনে বসব।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তারিখ ২৮.১১.২০২৪
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই পর্যায়ে হাওড়া ডিভিশন থেকে চলা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৮ টি এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। (১) রেলওয়ে প্রশাসন আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে চলা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৮ টি এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছে। (২) বিস্তারিত শর্তাবলী সম্বলিত অ-হস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। তৎক্ষণাৎ ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নেওয়া আবশ্যক। (১) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২এ। ট্রেন ঃ ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৫ টি এসএলআর-এ; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়। (২) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২বি। ট্রেন ঃ ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩ টি এসএলআর-এ; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়।

HWH-453/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সি.২৮/এমএফআর/করেসপন্ডেন্স/২১ তারিখ: ২৮.১১.২০২৪

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা টাউন, ... [illegible]

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

MLD-153/2024-25

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি দুর্দান্ত অফার

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

- উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।
- শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে

অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

SBI

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর, কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বাই
ইমেল: crpd@sbi.co.in

চুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ক্যাডার-এ অফিসার নিয়োগ

চুক্তিভিত্তিক নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে:

বিজ্ঞাপন নম্বর CRPD/SCO/2024-25/20

পোস্টের নাম	শূন্যপদ	সর্বোচ্চ বয়স (কাট অফ 01.08.2024)
হেড (প্রোডাক্ট, ইনভেস্টমেন্ট এবং রিসার্চ)	01	50
জোনাল হেড	04	50
রিজিওনাল হেড	10	50
আরএম-টিম লিড	09	42
সিআরটি (প্রোডাক্ট লিড)	01	45

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, অভিজ্ঞতা, কাজের পরিধি ইত্যাদি), শূন্যপদের বিশদ বিবরণ, প্রয়োজনীয় ফি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ এবং অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার পাশাপাশি আবেদনের ফি জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট https://bank.sbi/web/careers-এ লগ ইন করুন। আবেদন করার এবং ফি জমা দেওয়ার আগে যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরণ নিশ্চিত করতে বিশদে বিজ্ঞাপন দেখুন। যে কোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক (https://bank.sbi/web/careers/post-your-query)-এ গিয়ে "CONTACT US"—> "Post Your Query"-তে লিখে জানান।

- অনলাইন আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: 27.11.2024 থেকে 17.12.2024 পর্যন্ত।

স্থান: মুম্বাই
তারিখ: 27.11.2024

মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। বৃষ : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : ছেলের পরীক্ষার ভালো ফলে আনন্দ। ব্যবসার জন্যে অতিরিক্ত ধার এখনই করবেন না। কর্কট : আজ কোনও বন্ধুর সহায়তা পেয়ে লাভবান। মেয়ের চাকরির সংবাদে আনন্দ। সিংহ : সারাদিন আলস্যে কাটবে। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। কন্যা : বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। ব্যবসায় আজ বাড়তি লাভ হতে পারে। তুলা : অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমস্যার সম্মুখীন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : সন্তানের জন্যে হঠাৎ উদ্বেগ। বাবার পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কাটবে। ধনু : যে কোনও কাজেই আজ সাফল্য আসবে। পেটের সমস্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। মকর : পরিশ্রমে যাবে আজকে দিনটি। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে ভুল করবেন। কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে বাড়তি ঋণ করতে হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মীন : কর্মক্ষেত্রে জটিল কাজ সমাধান করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। হারানো দ্রব্য ফিরে পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১, ভাঃ ১২ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪, ১৭ অঘোন, সংবৎ ২ মার্গশীর্ষ সুদি, ৩০ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া দিবা ১২।৩৫। মূলানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।০। শূলযোগ অপরাহ্ন ৪।১০। কৌলবকরণ দিবা ১২।৩৫ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ১২।৩১ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, সন্ধ্যা ৫।০ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৩৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১২।৩৫ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।২৭ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৮ মধ্যে। যাত্রা – নাই, দিবা ১২।৩৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। দিবা ১২।৩৫ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস (৩ ডিসেম্বর)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।৫২ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৫। ২৭ গতে ৬।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে।

পঞ্চায়েত এলাকায় ফুটপাথ

মান্যতা পেল জনতার দাবি

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুরের পঞ্চায়েত এলাকায় তৈরি হচ্ছে ফুটপাথ।

ইসলামপুর, ২ ডিসেম্বর : শুধুমাত্র শহরবাসীর কাছেই কেন ফুটপাথের সুবিধা থাকবে? গ্রামবাসীরা কী দোষ করলেন! এমনই প্রশ্ন তুলেছিলেন ইসলামপুর শহর লাগোয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। শুধু প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত থাকেননি তাঁরা। জনে জনে স্বাক্ষর করে তা পৌঁছে দিয়েছিলেন পূর্ত সহ একাধিক সরকারি দপ্তরে। তাঁদের সেই দাবিই এবার মান্যতা পেল। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজ্য সড়কে ইতিমধ্যেই ফুটপাথ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মুখে হাসি ফুটেছে গ্রামবাসীদেরও।

ইসলামপুর শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে রাজ্য সড়ক। শহরের ব্যস্ততম এলাকায় পেভার্স ব্লক বসিয়ে ফুটপাথ তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ওই সড়কটি আবার শহর লাগোয়া পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে দিয়েও গিয়েছে। শহরবাসী যে কারণে ফুটপাথের পরিষেবা পাবেন, গ্রামবাসীরা সেই একই কারণে কেন পাবেন না, এই প্রশ্ন তুলে বাসিন্দারা গণস্বাক্ষর অভিযান চালান। গণস্বাক্ষর সংবলিত চিঠি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পাঠানো হয়। আর তাতেই মুশকিল আসান হয়ে গেল।

ইসলামপুর পূর্ত দপ্তরের (রোডস) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভবতোষ দাস বলেছেন, 'গ্রামবাসীদের দাবি মেনে পঞ্চায়েত এলাকার বরহট এবং কলেজ মোড়ের দিকে দু'পাশে দুই মিটার করে ফুটপাথ তৈরি হচ্ছে।'

এবছর ভর্তির সংখ্যার নিরিখে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানে ছিল ইসলামপুর কলেজ। সেই কলেজে যাতায়াতের মূল রাস্তাটি শহর সংলগ্ন পঞ্চায়েত এলাকায়। পাশাপাশি কলেজ মোড় থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে স্টেট ফার্ম কলোনি প্রাথমিক এবং হাইস্কুল। দুই স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা হাজারের অধিক। রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের যাতে অসুবিধা না হয়, সেই দিকটি মাথায় রেখেও ফুটপাথ তৈরির দাবি তুলেছিলেন স্থানীয়রা। কলেজ মোড়ের বাসিন্দা পরীক্ষিৎ ঘোষ বলেন, 'প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষের আসা-যাওয়া রয়েছে আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায়। তাই সকলের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ফুটপাথ নির্মাণ আবশ্যক ছিল।' অবশেষে ফুটপাথ তৈরি হচ্ছে দেখে খুশি পরীক্ষিতের মতো আরও বাসিন্দা।

> গ্রামবাসীদের দাবি মেনে পঞ্চায়েত এলাকার বরহট এবং কলেজ মোড়ের দিকে দু'পাশে দুই মিটার করে ফুটপাথ তৈরি হচ্ছে।
>
> **-ভবতোষ দাস**
> *অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার*
> *ইসলামপুর পূর্ত দপ্তর (রোডস)*

বৃদ্ধ বাবাকে ছেলের চড়

ময়নাগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : জমি থেকে ধান কেটে ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করে বাবা ও ছেলের মধ্যে বেধেছিল বিবাদ। সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে ৮১ বছরের বৃদ্ধ বাবাকে মারধর করার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। গত ২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার দুপুরে ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের রথেরহাট এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। ছেলের মারধরের এই ঘটনা গ্রাম পঞ্চায়েতে জানিয়েছিলেন অসহায় বাবা। সেখান থেকে কোনও সাড়া না মেলায় সোমবার ময়নাগুড়ি থানায় ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাবা।

রথেরহাটের বাসিন্দা পল্টন বাগচী অভিযোগ করেন, 'চাষ করার জন্য ছেলেকে কুড়ি বিঘা জমি দিয়েছি। শুধু বলেছিলাম ফসলের কিছুটা ভাগ আমাকে দিতে। ধান কেটে ছেলে তার বাড়ির উঠোনে নিয়ে যায়। আমি সেটার প্রতিবাদ করতে গেলে আমাকে অপদস্থ করে গালে চড়থাপ্পড় মারে।'

নজরদারি।। ফুলবাড়ি সীমান্তে বিএসএফের টহল। ছবি : সূত্রধর

ওপারের উত্তেজনার প্রভাব ফুলবাড়ি সীমান্তে

বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ে টান

অস্থির বাংলাদেশ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই ফুলবাড়ি সীমান্তে যাতায়াত কমতে শুরু করেছিল। বর্তমানে পদ্মাপারে নতুন করে অশান্তি শুরু হওয়ায় এ মুহূর্তে যাতায়াত একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর সেই প্রভাব এসে পড়েছে সীমান্তে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাউন্টারগুলিতে। ফুলবাড়ি সীমান্তে মোট ১৭টি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কাউন্টার রয়েছে। প্রত্যেকটি কাউন্টারে আগে যেখানে দৈনিক ৭-৮ লক্ষ টাকার ব্যবসা হত, সেটা এখন কমে হাজার বা শয়ের ঘরে নেমে এসেছে।

ফুলবাড়িতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাউন্টার রয়েছে রায়গঞ্জের বাসিন্দা সঞ্জয় ঘোষের। সঞ্জয়ের কথায়, 'করোনা পরিস্থিতির পর থেকে ব্যবসা কমতে শুরু করেছে। তারপর হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ব্যবসা আরও কমেছে। কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে শুনলাম মাত্র দুই হাজার টাকার ব্যবসা হয়েছে। কাউন্টার খুলে রাখার প্রতিদিনের খরচ রয়েছে। কিন্তু সেখানে বর্তমানে কাউন্টার খোলা রাখা মানেই আর্থিক ক্ষতি।'

প্রতিদিনের মতো সোমবার সকাল ৮টায় ফুলবাড়ি সীমান্তে কাউন্টার খুলে বসেছিলেন হুসেন আহমেদ। গত কয়েকদিনে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে ব্যবসা খারাপ হয়েছিল। এদিন ব্যবসা কিছুটা ভালো হতে পারে বলে আশা ছিল। কিন্তু তাই বলে দিনভর কাউন্টার খুলে রাখার পরও 'বহুনি' পর্যন্ত হবে না, তা হয়তো ওই কল্পনাও করতে পারেননি হুসেন। শুধু হুসেনের কাউন্টারে নয়, বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির প্রভাব সরাসরি ফুলবাড়ি সীমান্তে থাকা সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাউন্টারে এসে পড়েছে।

কাউন্টারগুলিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ১০০ টাকা বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা ২০ পয়সা পেয়ে থাকেন। এদিন ফুলবাড়ি সীমান্তের কাউন্টারগুলি দিনভর খাঁখাঁ করেছে। বাংলাদেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জেরে সেখানকার মুদ্রার মূল্য কমে গিয়েছে। যা নিয়ে সেদেশ থেকে আসা মানুষের আক্ষেপের শেষ নেই।

ফুলবাড়িতে একটি কাউন্টারের কর্মী নুর হুসেনের বক্তব্য, 'এভাবে চললে দোকান খুলে রাখা কঠিন হবে। বর্তমানে কেবল মাত্র শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য ভিসা দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা আসছেন তাঁরা খুব সামান্য টাকা ভাঙাচ্ছেন। ভাবছি কাউন্টারে বসার কাজ ছেড়ে অন্য কিছু করব।'

শুধু মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্র নয়, ফুলবাড়ি ইমিগ্রেশন সেন্টারের কাছাকাছি এলাকার ব্যবসাতে এই প্রভাব পড়েছে। এলাকায় চারচাকার গাড়ি, টোটোর স্ট্যান্ড রয়েছে। কিন্তু যাত্রী কমে যাওয়ায় সেখানে গাড়ি, টোটোচালকরা হতাশ। সন্তোষ রায়, সোহেল আহমেদদের মতো টোটোচালকের কথায়, আগে প্রতিদিন বহু মানুষ সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত করতেন। কিন্তু সেই সংখ্যা কমে যেতেই যাত্রী পাচ্ছি না। দুই-একজন যাত্রী পেলেও তা দিয়ে সংসার চলে না।

এদিন বাংলাদেশ থেকে দেশে ফিরে আসেন পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দা জ্যোতিষ রায়। তিনি বললেন, 'ঠাকুরগাঁওতে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। খুবই খারাপ পরিস্থিতি। সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। তাই চলে এলাম।'

অশান্তির আঁচ

- দৈনিক ৭-৮ লক্ষ টাকার ব্যবসা নেমে এসেছে হাজার বা শয়ের ঘরে
- কোনও কোনও কাউন্টার দিনভর খোলা রাখলেও 'বহুনি' পর্যন্ত হয়নি
- ১০০ টাকা বিনিময়ের ক্ষেত্রে ২০ পয়সা পেয়ে থাকেন ব্যবসায়ীরা
- ব্যবসার এমন অবস্থা হওয়ায় কাউন্টারে না বসে অন্য কাজ করার কথা ভাবছেন অনেকে
- যাতায়াত কম হওয়ায় অন্য ব্যবসাতেও এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে

ট্রেনে মদ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : ট্রেন থেকে ৪২ বোতল মদ উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) আরপিএফ। যদিও রেল সূত্রে খবর, কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। সোমবার আরপিএফের এক আধিকারিক জানান, ট্রেনে নিয়মিত নজরদারি চালানোর সময় মদের বোতলগুলি উদ্ধার হয়েছে।

গত রবিবার সকালে কামাখ্যা স্টেশন থেকে রওনা হয়ে বৈষ্ণোদেবী-কাটরা এক্সপ্রেস সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এনজেপি জংশনে পৌঁছায়। সেই সময় রেলের রুটিন তল্লাশি চলছিল। একটি জেনারেল কামরায় ব্যাগভর্তি মদের বোতলগুলি দেখতে পান আরপিএফ কর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

তবে ব্যাগটি কার, তা জানতে না পারায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। আরপিএফের অনুমান, সেই সময় মদের বোতলভর্তি ব্যাগের মালিক ট্রেনে উপস্থিত থাকলেও ধরা পড়ার ভয়ে সামনে আসেনি।

জেলার খেলা

তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ

জয়ের পর ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস ওডিশা পুরুষ দলের। - বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলা সফট বল অ্যাসোসিয়েশন ও তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ১৪তম পূর্বাঞ্চল সিনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে তৃতীয় হয় পশ্চিমবঙ্গ। উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ওডিশা। রানার্স মণিপুর। ওডিশা পুরুষদের ফাইনালে ১৬-২ পয়েন্টে মণিপুরকে হারিয়েছে। মহিলাদের ফাইনালে মণিপুরের বিরুদ্ধে ১৪-৩ পয়েন্টে জয় আসে ওডিশার।

রোহিতের ৬১

ম্যাচের সেরা রোহিত মাহাতো (বাঁয়ে)।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ৫ উইকেটে বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে বিপ্লব ২৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৫ রান তোলে। রুদ্রনীল সরকার ৩৭ ও অ্যালেক্স লামা ২৫ রান করেন। ছিতিজ ছেত্রী ২২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে মহানন্দা ১৯.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রোহিত মাহাতো ৬১ রান করেন। সুব্রত নন্দী ২১ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ৮২ রানে রবীন্দ্র সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে ইউনাইটেড ২৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৪ রান তোলে। দিব্যজ্যোতি রায় ২৭ ও আমন কুমার রাউত ২২ রান করেন। পঙ্কজ দাস ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রবীন্দ্র ২০.২ ওভারে ৫২ রানে গুটিয়ে যায়। গৌরব মুন্ডা ১৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা দিব্যজ্যোতি ৩ ও তন্ময় রায় ৪ রানে নেন ২ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে এনবিএসটিসিআরসি-সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও বান্ধব সংঘ-দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব।

জিতল দেশবন্ধু

ট্রফি নিচ্ছেন সুজিত সিং।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি ফুটবলে সোমবার দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৩-১ গোলে হারিয়েছে এসএসবি-কে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে জোড়া গোল করেছেন হেমরাজ ভুজেল। দেশবন্ধুর অন্য গোলটি কুঞ্জমান থাপার। এসএসবি-র গোলস্কোরার দ্বৈমালু ব্রহ্ম। ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন দেশবন্ধুর সুজিত সিং। মঙ্গলবার খেলবে উল্কা ক্লাব ও বিধান স্পোর্টিং ক্লাব।

জয়ী মৃত্যুঞ্জয়-মৃগাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মিত্র সম্মিলনীর শ্যামাদেবী ভার্মা ও এসপি ভার্মা ট্রফি মুক্ত অকশন ব্রিজে সোমবার মৃত্যুঞ্জয় ভার্মা-মৃগাঙ্ক রায়, অভিজিৎ হালদার-রামকৃষ্ণ রায়, বাবলু মালাকার-সুখেন দাস, প্রদীপ দে-আশিস ধর, অধীর শাসমল-প্রণব দাস, কমলেন্দু গুহ-গৌতম বিশ্বাস, রঞ্জন সরকার-ভাস্কর টেরাই, ডাঃ শ্যামাপদ ব্যানার্জি-দিলীপ সাহা ও সঞ্জয় দাস-মানিক সরকার। মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃক্রীড়া সচিব অমলেন্দু রাহা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা হবে।

বাংলাদেশে অশান্তির প্রতিবাদে মিছিল

ফাঁসিদেওয়া, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে ফাঁসিদেওয়ায় পদযাত্রা করা হল। এই মিছিল থেকে ইসকনের সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানানো হয়। সোমবার বিকেলে মহিপাল থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে পৌঁছায়। রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর জন্য একটি স্মারকলিপি ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এমএসএমই ক্যাম্প শুরু

ইসলামপুর, ২ ডিসেম্বর : ইসলামপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার শহরের সূর্য সেন মঞ্চে শুরু হল এমএসএমই ক্যাম্প। ক্যাম্পটি চলবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব। উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন, মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কমলকান্তি তলাপাত্র সহ অনেকে।

দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২ ডিসেম্বর : মহানন্দা ক্যানালে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হল সোমবার। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঝমকলালজোতে তিস্তা ক্যানাল ফল হাইড্রাল প্রোজেক্টের লক গেটে মৃতদেহটি আটকে যায়। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

নাকা চেকিং

চোপড়া, ২ ডিসেম্বর : অবৈধ বালিখাদানে প্রশাসনের অভিযানের পর এবার যৌথ নাকা চেকিংয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। চোপড়া থানা সূত্রে খবর, রবিবার রাত থেকে জাতীয় সড়কের ওপর প্রশাসনের সঙ্গে যৌথ নাকা চেকিং শুরু করেছে পুলিশ।

রক্তদান শিবির

চোপড়া, ২ ডিসেম্বর : একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্যোগে সোমবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় চোপড়ার দলুয়া এলাকায়। এই শিবিরে মোট ২০ জন রক্ত দেন। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংককর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নুরির বিরুদ্ধে বিডিও-কে দলের অভিযোগ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২ ডিসেম্বর : কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরি বেগমের বিরুদ্ধে সরকারি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে সোমবার ইসলামপুরের বিডিওর কাছে অভিযোগপত্র জমা দিলেন দলেরই অঞ্চল সভাপতি আবদুস সাত্তার ও তৃণমূলের ইসলামপুর ব্লক সহ সভাপতি মহম্মদ কামালউদ্দিন।

ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন জানিয়েছেন, একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে।

তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল সভাপতি আবদুসের বক্তব্য, 'কয়েকদিন আগে বিডিও আমাদের লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে বলেছিলেন। তাই প্রধানের বিভিন্ন দুর্নীতির তথ্য বিডিও অফিসে জমা করলাম। একই অভিযোগ আমরা মহকুমা শাসক এবং দলের জেলা সভাপতির কাছেও জমা দিয়েছি। প্রশাসন অভিযোগের তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছে। আমরা চাই প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে এই দুর্নীতির তদন্ত করে প্রধানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করুক।'

নুরির পদত্যাগ এবং তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরের দাবিতে লাগাতার ১৪ দিন ধর্নায় বসেছিল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একটা অংশ। তবে, গত ২৭ নভেম্বর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের নির্দেশে ধর্না তুলে নেন তাঁরা। ধর্না তোলার দিনেই পাঁচশোর বেশি নেতা-কর্মী ইসলামপুর বিডিও অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখান। এরপর তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল বিডিওর সঙ্গে দেখা করে নুরির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবি করেন। পাশাপাশি প্রধানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের আর্জি জানান।

যদিও বিডিও সেদিন জানিয়েছিলেন, প্রধানের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ থাকলে তা লিখিতভাবে জানাতে হবে। সেইমতো সোমবার কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চল এবং ব্লক কমিটির নেতৃত্ব বিডিও অফিসে এসে প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং সরকারি টাকা আত্মসাতের লিখিত অভিযোগ জানান। তবে বিডিও সে সময় অফিসে না থাকায়, তাঁরা জয়েন্ট বিডিওর কাছে অভিযোগপত্র জমা দেন। জানা গিয়েছে, অভিযোগপত্রে প্রধানের বিরুদ্ধে আবাস যোজনা, ড্রেন, রাস্তা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের দুর্নীতির কথা উল্লেখ রয়েছে।

তৃণমূলের ইসলামপুর ব্লক সহ সভাপতি কামালউদ্দিন বললেন, 'ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিলাম। এরপরও যদি প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ না করে তাহলে পরবর্তীতে আমরা জেলা সহ রাজ্য প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাব।'

> প্রধানের বিভিন্ন দুর্নীতির তথ্য বিডিও অফিসে জমা করলাম। একই অভিযোগ আমরা মহকুমা শাসক এবং দলের জেলা সভাপতির কাছেও জমা দিয়েছি। প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে এই দুর্নীতির তদন্ত করে প্রধানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করুক।
>
> **আবদুস সাত্তার** *সভাপতি*
> *সুজালি অঞ্চল, তৃণমূল*

ইসলামপুরের বিডিও-কে অভিযোগ জানাতে হাজির তৃণমূল নেতৃত্ব।

হোটেলকর্মীকে মারধর, গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : জংশন এলাকায় একটি হোটেলে রুম বুকিং করে দুই বন্ধুর দেদারে পার্টি। তারপর খাবার অর্ডার করে না পাওয়ায় ওয়েটারের ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে মারধর করার অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে ডাকতে বাধ্য হয় হোটেল কর্তৃপক্ষ। এরমধ্যেই এক বন্ধু কোনওভাবে পালিয়ে গেলেও, আর এক বন্ধুকে হোটেল থেকেই আটক করে পুলিশ।

পরে ওয়েটারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আটক বন্ধুকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি জংশন এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রামকৃষ্ণ দয়াল ও সেফল লেপচা। সেফল বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা। অন্যদিকে, রামকৃষ্ণ কালিম্পংয়ের বাসিন্দা। ধৃতদের সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে জংশন এলাকায় একটি হোটেলে এসে রুম ভাড়া নেয় রামকৃষ্ণ ও সেফল। এরপর ভেতরে ঢোকার পরেই শুরু হয় মদ্যপান। এরমধ্যেই খাবার অর্ডার দেয় তাঁরা। কিন্তু অর্ডার দেওয়া খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা জানান কর্মরত ওয়েটার। এরপর তাঁকে মারধর শুরু করে দুই বন্ধু। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ওই ওয়েটার।

ভুয়ো নথি দিয়ে আলু পাচার উত্তর-পূর্বে

বক্সিরহাট, ২ ডিসেম্বর : ক্রমাগত আলুর দাম বৃদ্ধিতে দিনকয়েক আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই আন্তঃরাজ্য আলু রপ্তানিতে অসম-বাংলা সীমানায় জারি হয়েছে কড়াকড়ি। আর তাতেই ভিন্ন উপায়ে পাচার হচ্ছে এই রাজ্যের আলু। ভিনরাজ্যের হিমঘরের ভুয়ো নথি তৈরি করে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে আলু পাচারে সক্রিয় হয়েছে একটি চক্র। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হিমঘর থেকে আলু বের করে সেই আলু সোজা পৌঁছে যাচ্ছে অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। সীমানায় আলুর লরিতে তল্লাশি চালানোর সময় কেউ বিহার, কেউ আবার উত্তরপ্রদেশের নথি দেখাচ্ছে পুলিশকে। সন্দেহ হওয়ায় সোমবার ভুয়ো নথি দিয়ে আলু পাচারের চেষ্টায় দুই লরি চালককে গ্রেপ্তার করেছে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। চক্রের অন্যতম এক পান্ডা তাকেও অসম-বাংলা সীমানা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে।

তুফানগঞ্জের এসডিপিও বৈভব বাঙ্গার বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়েছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের অসম-বাংলা জাতীয় সড়কের ভাঙ্গাপাকরি নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে আলুবোঝাই দুটি লরি আটক করে পুলিশ। নথি দেখতে চাওয়া হলে বিহারের একটি হিমঘরের নথি দেখানো হয়। এরপরই সেই নথিপত্র পরীক্ষা করতেই দেখা যায় তা ভুয়ো। অবৈধভাবে আলু পাচারের অভিযোগে মনোয়ার হোসেন নামে অসমের বাসিন্দা ও রূপম গোপ নামে মারুগঞ্জের বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

কোভিড ওয়ার্ড এবার জুড়ছে ইন্ডোরে

মনজুর আলম

চোপড়া, ২ ডিসেম্বর : অবশেষে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঘরের সমস্যা মিটতে চলেছে। ইন্ডোর ওয়ার্ডের সঙ্গে কোভিড ওয়ার্ডকে জুড়ে ঘরের সংখ্যা বাড়ানো হবে। এজন্য করিডর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে কাজের টেন্ডার হয়েছে। এই কাজের জন্য মোট ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিএমওএইচ ডাঃ রণজিৎ সাহা বলেন, 'ইন্ডোর ও কোভিড ওয়ার্ডের মধ্যে করিডর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এই করিডর তৈরি হলে ইন্ডোর পরিষেবার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। কাজ শেষ হলেই বেড বাড়ানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে।'

ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইন্ডোরে চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ঘরের অভাবে পরিষেবা দিতে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দু'কক্ষ বিশিষ্ট ইন্ডোরে অনেক সময় রোগীদের গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে। তাছাড়া ২৪টি বেডে রোগীদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র। জায়গার অভাবে বাকি বেড পাতা সম্ভব হয়নি। অনেক সময় ৩৫-৪০ জন রোগী ভর্তি রাখতে হচ্ছে। অন্যদিকে, ইন্ডোরে কাজ করা চিকিৎসকদের জন্যও সেরকম ভালো ঘরের ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ। রোগীদের গাদাগাদি করে না রেখে, পাশের কোভিড ওয়ার্ডে মেল বা ফিমেল যে কোনও একটি ওয়ার্ড আপাতত শিফট করলে অনেকটাই সমস্যা মিটে যাবে বলে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মত।

একদিকে যেমন ইন্ডোর চিকিৎসা পরিষেবায় ঘরের সমস্যা রয়েছে। ঠিক একইভাবে আউটডোরে একই সমস্যা তৈরি হয়েছে। একটিমাত্র ঘরে এক টেবিলে একাধিক চিকিৎসককে বসে রোগী দেখতে হচ্ছে। ইন্ডোর থেকে কোভিড ওয়ার্ড মাত্র ৫০ মিটারের মধ্যে হলেও সংযোগের জন্য করিডরের ব্যবস্থা না থাকায় এতদিন সমস্যা হচ্ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদার গাজোল থেকে গত বছর ৩১ জানুয়ারি নবনির্মিত ২০ শয্যাবিশিষ্ট এই কোভিড ওয়ার্ড উদ্বোধন করেছিলেন। যদিও আপাতত ২০ শয্যাবিশিষ্ট ওই ওয়ার্ডের একাংশে আউটডোরের যক্ষ্মা ও চোখের রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এবার কোভিড ওয়ার্ডে ইন্ডোর পরিষেবার কাজ চালু হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘরের সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইন্ডোর ও কোভিড ওয়ার্ডের মধ্যে করিডরের কাজ চলছে।

> ইন্ডোর ও কোভিড ওয়ার্ডের মধ্যে করিডর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এই করিডর তৈরি হলে ইন্ডোর পরিষেবার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। কাজ শেষ হলেই বেড বাড়ানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে।
>
> **-ডাঃ রণজিৎ সাহা**
> *বিএমওএইচ*

রোগীকল্যাণ সমিতিতে বড় বদল

আরজি করে বাদ সুদীপ্ত, উত্তরবঙ্গে ফের গৌতম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মেডিকেল কলেজগুলোর রোগীকল্যাণ সমিতিতে পুনরায় শাসকদলের জনপ্রতিনিধি এবং নেতানেত্রীদের জায়গা দিল রাজ্য সরকার। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আরজি করের রোগীকল্যাণ সমিতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিধায়ক সুদীপ্ত রায়কে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণামতো মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করা হয়েছে ঠিকই, তবে মনে করা হচ্ছে জনপ্রতিনিধি বা নেতানেত্রীরাই সমিতি পরিচালনায় মূল ভূমিকা পালন করতে চলেছেন। কথা প্রসঙ্গে একটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বললেন, 'আমি তো নাম কা ওয়াস্তে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। শাসকদলের নেতাদের বাদ দিয়ে আমি বৈঠক পরিচালনা করব, সেটা ভাবাও কঠিন।'

সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্যের ২৪টি মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য হিসেবে একজন করে জনপ্রতিনিধির নাম জানিয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, কোচবিহার এমজেএন মেডিকেলে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেলে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, মালদা মেডিকেলে ইংরেজবাজারের পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে সদস্য করা হল। দায়িত্ব প্রসঙ্গে গৌতম বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল আমার চেনা জায়গা। এর আগেও সেখানে কাজ করেছি। নতুন করে আবার দায়িত্ব পেলাম। শীঘ্রই রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক করব।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল আমার চেনা জায়গা। এর আগেও সেখানে কাজ করেছি। নতুন করে আবার দায়িত্ব পেলাম। শীঘ্রই রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক করব।

গৌতম দেব
মেয়র, শিলিগুড়ি

কলকাতার আরজি কর মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতি থেকে বিধায়ক সুদীপ্ত রায়কে আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার সেখানে অতীন ঘোষকে সদস্য করা হয়েছে। অরূপ বিশ্বাসকে এসএসকেএম, শান্তনু সেনকে সরিয়ে সুপ্তি পান্ডেকে এনআরএস এবং সাগর দত্ত মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য হিসেবে বেছে নেওয়া হল মদন মিত্রকে।

জনপ্রতিনিধি এবং নেতারা কমিটিতে আসায় ফের মেডিকেল কলেজগুলোতে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে রোগী পরিষেবার সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ভবনের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তার কথায়, 'প্রতিটি মেডিকেল কলেজকে নতুন কমিটিকে নিয়ে দ্রুত রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক ডাকতে বলা হয়েছে।' তবে, এখনও এই কমিটি নিয়ে জটিলতা রয়েছে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের একাংশ।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর থেকে রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতি ঘোষণা করে মেডিকেল কলেজগুলোতে আন্দোলন শুরু করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তার মাঝেই একদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরজি করের আন্দোলন মঞ্চে গিয়ে রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সেখানেই তিনি জানিয়েছিলেন, কলেজ অধ্যক্ষদের চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে নতুন করে সমিতি গঠন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর ১ অক্টোবর স্বাস্থ্য দপ্তর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। যেখানে কলেজ অধ্যক্ষকে চেয়ারম্যান, হাসপাতাল সুপারকে (এমএসভিপি) সদস্য সচিব করে আট সদস্যের রোগীকল্যাণ সমিতির কথা বলা হয়। বাকি ছয় সদস্যপদে অধ্যক্ষ মনোনীত দুজন বিভাগীয় প্রধান, সিনিয়ার রেসিডেন্টস ডাক্তারদের প্রতিনিধি, জুনিয়ার রেসিডেন্টস ডাক্তারদের প্রতিনিধি, একজন নার্স এবং একজন জনপ্রতিনিধিকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। যদিও পুলিশ, পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধি, অ্যাডিশনাল সুপার, ডেপুটি সুপার, অ্যাকাউন্ট্যান্টকে না রাখায় প্রশ্ন ওঠে। পাশাপাশি 'একজন জনপ্রতিনিধি' বলা হলেও মেডিকেল কীভাবে সেই জনপ্রতিনিধিকে বেছে নেবে, সেটা স্পষ্ট ছিল না বিজ্ঞপ্তিতে। যা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এসব কারণেই রাজ্যের কোনও মেডিকেলে এতদিন রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন করা সম্ভব হয়নি। অগাস্ট থেকে সমিতির বৈঠকও হয়নি। যার প্রভাব পড়ে রোগী পরিষেবায়। উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে সেই সমস্যা মিটতে চলেছে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্নেহের পরশ। কার্সিয়াং শহরে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি। সোমবার।

বায়োমাইনিং নিয়ে আলোচনা

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : বায়োমাইনিং কী? এর সুবিধা কী? সোমবার জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অবস্থিত দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (ইন্ডিয়া) নর্থবেঙ্গল সেন্টারে বসে সিভিলের পড়ুয়ারা জানলেন এই বিষয়ে। এদিন থেকে অ্যাপ্রোচ টুওয়ার্ডস জিও এনভায়রনমেন্টের ওপর দু'দিনের সেমিনার শুরু হল। এদিনের সেমিনারে বায়োমাইনিং নিয়ে বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অমিত দত্ত। এখন থেকে জমি পাওয়া দুষ্কর। এখন থেকে বায়োমাইনিং প্রক্রিয়া শুরু হলে পরে আবর্জনা ডাম্প করতে সমস্যা হবে না।

কীভাবে করা হয় বায়োমাইনিং? উত্তরে জানালেন, প্রথমে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আবর্জনা আর্দ্রমুক্ত দিয়ে ওলটপালট করা হয়। এতে সেখানে থাকা মিথেন গ্যাস চলে যায়। এরপর তৈরি করা হয় একটি উইন্ডো ফার্ম, যেখানে ১০ দিন আবর্জনাগুলোকে ফেলে রাখা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পরে স্থিতিশীল অবস্থা এসেছে কি না জানতে মুগডালের বীজবপন করা হয়। অন্য মাটিতেও বীজবপন করা হয়। যদি গাছগুলোর বৃদ্ধি সমান হয়, তাহলে পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এরপর ব্যালাস্টিক এবং ট্রমেল মেশিনের মাধ্যমে বর্জ্যগুলোকে প্রকারভেদে অনুযায়ী আলাদা করা হয়। এক্ষেত্রে আলাদা হওয়া কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল, কাচ, ইট, পাথর, প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন বর্জ্যের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না সেটা মনিটরিং করা দরকার।

ফার্মাদের শিবির

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসি কাউন্সিলের তরফে ফার্মাদের আপ-টু-ডেট রাখতে শুরু হল সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণ এবং রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া। সোমবার থেকে জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অডিটোরিয়ামে শুরু হল প্রক্রিয়া। চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিংয়ের প্রায় ৬০০-৭০০ জন ফার্মা উপস্থিত ছিলেন। ফার্মাদের দুয়ারে পরিষেবা দিতে এই আয়োজন। কাউন্সিল সূত্রে জানা গিয়েছে, ফার্মাসি অ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন পুনর্নবীকরণ এবং নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করানোর আগে প্রশিক্ষণ আবশ্যক। তাই এই শিবিরেই দু'দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আলোচনা

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। এই উপলক্ষ্যে সোমবার নর্থবেঙ্গল কাউন্সিল ফর দ্য ডিজেবলড-এর আশ্রমপাড়ার অফিসে বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকার ও তাদের দক্ষতা নিয়ে এক বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দৃষ্টিহীনদের ডিজিটাল লার্নিংয়ের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন হায়দর আলি। নিজে দৃষ্টিহীন হওয়ার জন্য তাঁর জীবনে তিনি কী কী প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে গিয়েও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সে সব তিনি এদিন সবার সামনে তুলে ধরেন।

তর্কে বহুদূর

প্রথম পাতার পর

সময় একটা বুথে এক হাজার ভোটার দাঁড়িয়েছিলেন। ধরা যাক, সারাদিন একটাও ভোট পড়েনি সেই বুথে। এও ধরা যাক, এক-একজন ভোটার এক মিনিটে একটা ভোট দিয়েছেন। তা হলে এক হাজার মিনিট দাঁড়ায় ১৬ ঘণ্টার বেশি। অথচ বাড়তি সময় হল সাড়ে ছয় ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে ৭৬ লাখ বাড়তি ভোট এল কোথা থেকে? কে জানে! মিনিটে একটা ভোট কিন্তু রোবটও দিতে পারবে না।

আমি সেই ছোটবেলা থেকেই অঙ্কে অষ্টরম্ভা। যাঁরা অঙ্কে সড়োগড়ো তাঁরা মিলিয়ে নেবেন। আমাদের মাননীয়া অর্থমন্ত্রীর স্বামী পারকলা প্রভাকর এমনই হিসেব দিয়েছেন। তিনি নামী অর্থনীতিবিদ। এ সব অঙ্কে তাঁরও ধন্দ কাটেনি। নির্বাচন কমিশন অবশ্য দাবি করেছে, এ সব আশঙ্কা নেহাতই অমূলক। মেলাবেন তারা মেলাবেন। তারা কংগ্রেসকে তর্কযুদ্ধে ডাক দিয়েছে। আর বাকিদের কাছে বিশ্বাসে মিলায় গদি, তর্কে বহুদূর।

উত্তরের পর্যটন আমরাই সাজিয়েছি : মমতা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজা হয়েছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় কালচিনির বিজেপি বিধায়কের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পর্যটন একটা বড় জায়গা। আমরা চা বাগানের জমি টি টুরিজমের জন্য দিচ্ছি। হোমস্টে হচ্ছে। ইউনেসকো আমাদের সেরা ডেস্টিনেশন শিরোপা দিয়েছে। আমাদের রিলিজিয়ান টুরিজম হচ্ছে।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মন্দির, মসজিদ, গির্জা সংস্কারের কাজ হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক হয়েছে। কালীঘাটে স্কাইওয়াকের কাজ শেষের দিকে। আমি খুব তাড়াতাড়ি দিঘা যাচ্ছি। সেখানে পুরীর মতো জগন্নাথ মন্দির হচ্ছে। আমি ট্রাস্টি বোর্ড গড়ে দিয়েছি। নিমকাঠের ঠাকুর প্রতিদিন পুজো হবে। তাছাড়া মার্বেল দিয়ে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। চৈতন্য দ্বারও হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি লামাহাটি দিয়ে হোমস্টে শুরু করেছিলাম। বাড়িতে বাড়িতে হোমস্টে হয়েছে। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগর সেতুর ডিপিআর হয়ে গিয়েছে। দেড় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। কুম্ভ মেলার সঙ্গে সাগর মেলা লড়াই করছে। সুন্দরবন থেকে গজলডোবা, যেখানে যা আছে, পাহাড় থেকে সাগর সব নিজের বৈশিষ্ট্যে আছে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একমাত্র আমরাই উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে সাজিয়েছি। এখন প্রচুর হোটেল, হোমস্টে গড়ে উঠেছে। যার কারণে ব্যাপক কর্মসংস্থানও হয়েছে।' বক্সা এলাকার পর্যটন নিয়ে বিজেপি বিধায়ক প্রশ্ন করলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পর্যটনের উন্নতি আমরাই করেছি। আপনি নিজের এলাকা কালচিনিতে বেশি সময় দিন, তাহলেই কাজ দেখতে পাবেন।'

জলদাপাড়াকে মডেল গ্রামের দাবি

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া গ্রামকে মডেল পর্যটন গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। সোমবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি বলেন, 'জলদাপাড়া গ্রামকে মডেল পর্যটন গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলা হোক। এই গ্রামকে কেন্দ্র করে পর্যটনের অনেক সুযোগ আছে।' প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা করছে।' পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে হোম স্টে, হোটেল সহ একাধিক প্রকল্প নেওয়া হবে।

দুয়ারে গাড়ি, তালিকায় নেতার নাম নিয়ে বিতর্ক

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : কারও বাড়ির সামনে দাঁড় করানো রয়েছে গাড়ি। কারও আবার পাকা বাড়ি। অথচ নাম রয়েছে আবাস যোজনার খসড়া তালিকায়। গাড়ি-বাড়ি থাকা সত্ত্বেও সেই তালিকায় নাম রয়েছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বাবলু বসাক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের। আবাস যোজনা নিয়ে এমনই অভিযোগ জমা পড়তেই ঘটনাস্থলে হাজির সদর বিডিও মিহির কর্মকার। আবাস যোজনার আবেদনকারীদের গাড়ি-বাড়ি দেখে কার্যত চমকে ওঠেন বিডিও। বাড়ি থাকা সত্ত্বেও কেন আবেদন করেছেন তা নিয়ে আবেদনকারীকে কার্যত ধমক দেন বিডিও। ঘটনাটি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপাড়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই গ্রামে আরও বহু পাকা দালানবাড়ি রয়েছে যাদের নাম রয়েছে আবাস যোজনার তালিকায়। সদর বিডিও বলেন, 'আবাস যোজনা নিয়ে কিছু অভিযোগ পেয়েছিলাম। তা খতিয়ে দেখতেই পাহাড়পুর এলাকায় গিয়েছিলাম। বেশ কয়েকজন আবেদনকারীর বাড়িঘর আমরা দেখেছি। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' আবাস যোজনা নিয়ে বিডিওর অভিযান হতেই ভোলবদল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বাবলুর বসাকের। তিনি বলেন, 'আমি বিডিও অফিসে গিয়ে ঘরের তালিকা থেকে নিজের নাম কাটিয়ে দেব।'

সোমবার দুপুরে বিডিও অফিসে একটি অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই বিকেলে কোতোয়ালি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপাড়া এলাকায় যান ব্লক আধিকারিক। অভিযোগের তালিকা ধরে প্রথমেই তিনি যান এলাকার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য বাবলু বসাকের বাড়িতে। ঢুকতেই নজরে আসে বাড়ির সামনে দাঁড় করানো একটি গাড়ি। আবাস যোজনার নিয়মের মধ্যেই রয়েছে চার চাকার গাড়ি থাকলে সেই ব্যক্তি আবেদনই করতে পারবেন না। প্রশ্ন উঠছে সবকিছু জানার পরেও কেন ওই পঞ্চায়েত আবাস যোজনার ঘরের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন? এদিন যদিও বাড়িতে গিয়ে বাবলুকে পাননি ব্লক আধিকারক। তাঁর স্ত্রী মেনকা বসাক জানান, তিনি কিছুই জানেন না। পরিস্থিতি দেখে কার্যত অবাক হয়ে যান বিডিও। বাবলুর ঠিক পাশেই রয়েছে চিন্ময় রায়ের বাড়ি। যাঁর নাম রয়েছে আবাস যোজনার তালিকায়। জমি কার নামে রয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি জানান ঠাকুরদার নামে জমি রয়েছে। সেই সঙ্গে পাশে থাকা একটি টিনের বেড়া দেওয়া ঘর দেখিয়ে বলেন ওই ঘরেই নাকি তিনি থাকেন। বিষয়টি সন্দেহ হয় ব্লক আধিকারিকের। পাশের এক বাড়ি থেকে জানতে পারেন চিন্ময়ের প্রকৃত পাকা বাড়িটি পিছনেই রয়েছে। সেই পাকা বাড়িতে গিয়ে চিন্ময়ের দিদির সঙ্গে কথা বলে আধিকারিক জানতে পারেন ওই বাড়িতেই তিনি থাকেন। এরপর চিন্ময়কে ডেকে ধমক দেন বিডিও। আবাস যোজনার তালিকায় নাম রয়েছে রাজেশ রায়ের।

পর্যটনে নয়া উদ্যোগ সিকিম সরকারের

সিল্ক রুটে সাইক্লিং

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : এবার সিল্ক রুটে সাইক্লিং। পর্যটনের ভীতকে আরও শক্তপোক্ত করতে এমনই সিদ্ধান্ত নিল সিকিমের পর্যটন দপ্তর। আর এক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয়েছে শীতের পাহাড়। প্রায় প্রতিদিন উঁচু পাহাড়ে আছড়ে পড়ছে তুষারকণা, সেরকম সময়েই সিকিমে হতে চলেছে 'মাউন্টেন বাইকিং এক্সপেডিশন'। টানা তিনদিনের ২১২ কিলোমিটার যাত্রাপথের অভিযান শুরু হচ্ছে ৬ ডিসেম্বর।

সিকিম পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব সিএস রাও বলছেন, 'সিল্ক রুটকে বেছে নেওয়ার মধ্যে রয়েছে পুরোনোকে নতুনভাবে চেনা বা তুলে ধরা। দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক এক্সপেডিশনে অংশ নেবেন বলে আশা করছি। সিকিমের পর্যটনকে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।' সমস্ত ধরনের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রচার চলছে বলেও তিনি জানান। পর্যটন দপ্তরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন পাহাড়ি রাজ্যটির পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

কেন সিল্ক রুটে এক্সপেডিশনের সিদ্ধান্ত? একটা সময় সিল্ক রুট দিয়ে ভুটান এবং তিব্বতের সঙ্গে কালিম্পংয়ের পাশাপাশি সিকিমের বাণিজ্য চলত। ওই সময়কে নতুনভাবে তুলে ধরতেই সিল্ক রুটের ২১২ কিলোমিটার বেছে নেওয়া, বলছেন পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব। টানা তিনদিন ধরে শুধু সাইক্লিং নয়, অভিযানে অংশ নেওয়া পর্যটকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করছে পর্যটন দপ্তর। পর্যটকরা যাতে এই সফর উপভোগ করতে পারেন, সেজন্য কয়েকটি ভিউ পয়েন্ট তৈরি করা হচ্ছে বলে খবর।

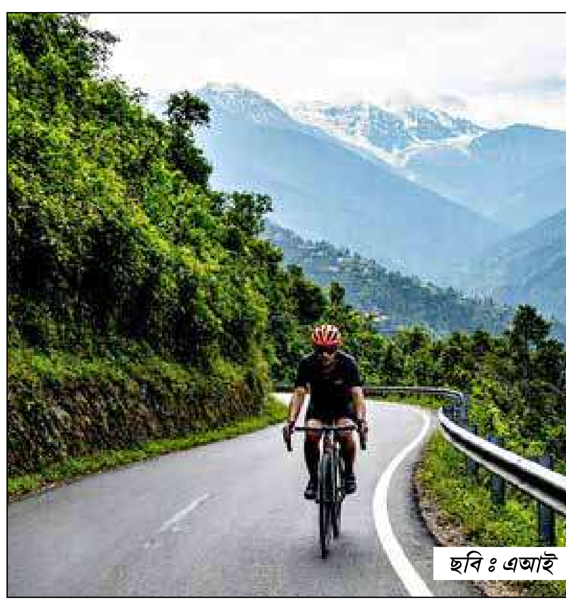

ছবি : এআই

এদিকে, পর্যটকদের জন্য উত্তর সিকিমের দরজা খুলতেই পর্যটনের চেনাছবিটা ফিরে এসেছে সিকিমে। কেউ জিরো পয়েন্টে পৌঁছে জমাট বাঁধা তুষারকণা নিয়ে খেলছেন, কেউ আবার লাচুংয়ে দল বেঁধে চক্কর কাটছেন। সরকারিভাবে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর রবিবার প্রথমদিন ১২২টি গাড়ি পথ ধরেছিল লাচুংয়ের। সোমবার ১২৩টি গাড়ি লাচুংয়ে গিয়েছে। ২৩ জন বিদেশি সহ ৭১৭ পর্যটক সেখানে গিয়েছেন এদিন।

উৎসাহী কিছু পর্যটক মোটরবাইকে করে গ্যাংটক থেকে লাচুং পৌঁছেছেন। ১০ তারিখ লাচেন থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর পর্যটকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন এখানকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। সিকিম পর্যটন দপ্তর সূত্রে খবর, দেশের বিভিন্ন রাজ্য তো বটেই, বিদেশ থেকেও উত্তর সিকিমের পরিস্থিতি জানতে ফোন আসছে। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতচিহ্ন মুছে পর্যটনের স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাটা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের কর্তারাও।

রাজস্থানে মালদার শ্রমিককে 'খুন'

কালিয়াচক, ২ ডিসেম্বর : আবার রাজস্থানে মালদার পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ উঠল। এবার কালিয়াচকের এক শ্রমিককে গাঁইতি দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে সহকর্মী এক শ্রমিকের বিরুদ্ধে। আরও অভিযোগ, রাজস্থানে পরিজনরা ছুটে গেলে মৃতদেহ প্রথমে দেখতে দেওয়া হয়নি। এমনকি থানায় অভিযোগ জানাতেও বাধা দেওয়া হয়। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা।

মৃত শ্রমিকের নাম করিম শেখ (৩০), তাঁর বাড়ি কালিয়াচকের জালুয়াবাধাল পঞ্চায়েতের উত্তর কদমতলা গ্রামে। ফোন মারফত তাঁর মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছাতেই শোকে ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। মৃত শ্রমিকের দেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার তোড়জোড় শুরু করেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

করিমের স্ত্রী নুরজাহান বিবি জানান, 'আমাকে ফোন করে বলেছিল, গাঁইতি দিয়ে ওর পেটে আঘাত করেছিল বামনগ্রামের একজন। তারপর আমরা আবার ফোন করি। কিন্তু আর কথা হয়নি। আমার স্বামীকে যারা খুন করেছে, পুলিশ তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিক।'

সুপ্রিম নির্দেশে জামিন ১০৪ বছরের বৃদ্ধের

মানিকচক, ২ ডিসেম্বর : এমনটাও ঘটে। ১৯৮৮ সালে একটি খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হয়েছিল মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম নারায়ণপুর কলোনির বাসিন্দা রসিকচন্দ্র মণ্ডলের। সেইসময় থেকে সংশোধনাগারে রয়েছেন তিনি। মধ্যে অবশ্য প্যারোলে ছাড়া পেয়ে কয়েক বছর বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু প্যারোলের মেয়াদ শেষ হতেই পুলিশ তাঁকে ফের সংশোধনাগারে পাঠিয়েছে। যখন কারাগারে গিয়েছিলেন, তাঁর বয়স ছিল ৬৮ বছর। বর্তমানে তাঁর বয়স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪ বছরে। যখন তাঁর বয়স ৯৯ বছর, তখন থেকেই বয়সের কারণে তাঁকে কারাগার থেকে বাইরে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন পরিবারের লোকজন। সফল হননি। কলকাতা হাইকোর্টও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ রসিকবাবুকে অন্তবর্তীকালীন জামিন/প্যারোলে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। অবশেষে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে রসিকবাবুর বাড়িতে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বৃদ্ধকে সংশোধনাগার থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যস্ততা। বাড়িতে খোঁজখবর নিতে আসছেন এলাকার মানুষজনও। স্ত্রী মিনা মণ্ডলের বয়স ৯০ ছুঁইছুঁই। কানে শুনতে পান না। একাধিকবার প্রশ্ন করার পর জানালেন, 'খুব ভালো লাগছে। আমার স্বামী খুন করেনি। মিথ্যে মামলায় ওকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এত বছর ওকে জেলে পুরে রাখল।' কথা বলতে বলতেই ঘর থেকে রসিকবাবুর একটি ছবি নিয়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

ওপারে শান্তিসেনা

প্রথম পাতার পর

ওঁর (মমতার) দলের হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক জনরোষ তৈরি হচ্ছে। এখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে দায়িত্ব ঠেলছেন। দায়িত্ব ওঁকেও নিতে হবে।' পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, 'যখন বাংলাদেশে কোটা বিরোধী আন্দোলন চলছিল, তখন মমতা আহ্বান করেছিলেন, যাঁরা আক্রান্ত হবেন, চলে আসুন, শেলটার দেব। আর এখন তিনি বলছেন পররাষ্ট্র বিষয়ে কেন্দ্রের পাশে থাকবেন। তখন মনে ছিল না।'

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গত ১০ দিন ধরে দেখছি, কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে বসে আছে। তাদের দল বলছে, সীমান্ত আটকে দেবে, খাবার পাঠাতে দেবে না। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিলে তবেই আমরা সেটা করতে পারি। কোনও ধর্ম, বর্ণ, জাতি অত্যাচারিত হলে আমরা বলতেই পারি। আমি চাই সকলে সুস্থ থাকুক। বাংলাদেশে আমাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সম্পত্তি আছে। পরিজন আছে। এপারে হয়তো কেউ থাকেন, কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে ওখানে। তাঁদের পাসপোর্ট আছে। তাঁরা উদ্বেগে রয়েছেন।'

জড়ালেন স্বামীও

প্রথম পাতার পর

এতে ভয় পেয়ে সঞ্জনার বাবা ধীরাজ আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, শীতলাপাড়ার এক মহিলার স্বামী রাজ্য পুলিশে কর্মরত। সেই মহিলার থেকেও চাকরি দেওয়ার নামে ছয় লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ঐশ্বর্যের বিরুদ্ধে। প্রতারিত মহিলার বক্তব্য, 'ভেবেছিলাম চাকরি হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীতে বুঝতে পারি প্রতারিত হয়েছি। স্বামী ও পরিবারকে না জানিয়ে টাকা দিয়েছিলাম। সেই নিয়ে এখন সংসারে চরম অশান্তি চলছে।' মহিলার প্রতিবেশী কয়েকজন জানিয়েছেন, লজ্জায় ওই মহিলা আত্মহত্যা করতে যান। যদিও কোনওক্রমে বেঁচে ফেরেন তিনি। সেই মহিলার দশ বছরের মেয়েকেও অপহরণের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। কিন্তু কী করে বড় কোনও মাথার সহযোগিতা ছাড়া ঐশ্বর্য তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে এমন বড় প্রতারণাচক্র চালিয়ে যেতে পারেন? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শহরজুড়েই।

এই প্রসঙ্গে সঞ্জনা, অর্চনা সরকার, দীপালি শিকদার, কাঞ্চন সিং সহ অনেকেই জানান, ঐশ্বর্যের বাবার বাড়ি রয়েছে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়। সেখানকারই এক নেতা আড়াল থেকে ঐশ্বর্যকে মদত করে যাচ্ছে। সঞ্জনার সংযোজন, 'শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় ঐশ্বর্যর বিভিন্ন সম্পত্তি কেনাবেচার সময় সেই নেতাকে দেখা গিয়েছে।' প্রতারণায় অভিযুক্ত মহিলার বাড়িতেই রান্নার কাজ করেন দীপালি। দীপালির কথায়, 'বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে সাড়ে চার লক্ষ টাকা এনে দিয়েছি ওই মহিলাকে।' রাজু দাস নামের এক তরুণের নামে কিস্তিতে বাইক কিনে আটকে রেখেছেন ঐশ্বর্য। এদিন সেই বাইক নিতে শক্তিগড়, শীতলাপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকার প্রতারিত অনেকে ঐশ্বর্যের মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন আবাসনে হানা দেন। দীর্ঘক্ষণ আবাসনের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেও বাইকটি তাঁরা নিয়ে আসতে পারেননি। জানা গিয়েছে, পুলিশের তরফে বাইকের নথি সহ রাজুকে থানায় ডাকা হয়েছে।

পুলিশি টহলে

প্রথম পাতার পর

'প্রতিটি ভ্যান থেকে শুরু করে নাকা চেকিং, সবকিছুই হেডকোয়ার্টার থেকে প্রতিনিয়ত মনিটর করা হচ্ছে।'

চলতি মাসেই কাজে সময়মতো যোগ না দেওয়ার অভিযোগে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে যুক্ত ১৪ জনকে সাসপেন্ড করা হয়। এ নিয়ে নীচুতলার পুলিশ মহলে অসন্তোষও তৈরি হয়েছে। তবে ডিউটি নিয়ে কার্যত 'নো কম্প্রোমাইজ'-এর পন্থা নিয়েছে কমিশনারেটের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে রাতের শহরে টহলদারি ভ্যানগুলো দায়িত্ব নিয়ে সক্রিয় থাকছে কি না, সেব্যাপারে কার্যত কড়া নজর রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিষয়টা নিয়েই কথা হচ্ছিল এক পুলিশকর্মীর সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, 'ঘণ্টায় ঘণ্টায় সোনার দোকান, এটিএমগুলোর পরিস্থিতি কেমন রয়েছে, সেটার ছবি পাঠাতে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি মাঝেমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেদের ছবিও পাঠাতে হচ্ছে।'

শুধু রাতের টহলদারি ভ্যানই নয়, পিঙ্ক ভ্যানে থাকা মহিলা পুলিশকর্মীদেরও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আবার সকাল থেকেই প্রতিনিয়ত হেডকোয়ার্টারে লোকেশন পাঠাতে হচ্ছে। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবিও পাঠাতে হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, রাতের শহরে বিভিন্ন সময়ই চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে থাকে। হয় মারপিটের একাধিক ঘটনাও। এই পরিস্থিতিতে টহলদারি ভ্যান পুরোপুরি অ্যাক্টিভ থাকলে রাতে অপরাধের হার অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাতাবাড়িতে ৩ জেলার সিনার্জি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মাল্টিস্টোরেজ হিমঘর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন, চা পর্যটনশিল্প সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী অনেক উদ্যোগপতি। এসব বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে উত্তরবঙ্গের ৩ জেলাকে নিয়ে ডুয়ার্সের বাতাবাড়িতে একদিনের শিল্পবাণিজ্য সম্মেলন সিনার্জি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৯ ডিসেম্বর। শিল্পবাণিজ্য সংগঠনের প্রায় সাড়ে তিনশো প্রতিনিধি, রাজ্যের শিল্পবাণিজ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও তিন জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা ওই সম্মেলনে অংশ নেবেন। ১০ ডিসেম্বর পাহাড়ের দুই জেলা ও উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরকে নিয়ে শিলিগুড়িতে সিনার্জি অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার শিল্পবাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা শাসকের অফিসে বৈঠক করা হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে এবার কী পদক্ষেপ করতে চাইছে রাজ্য সরকার সেই বিষয়েই বাণিজ্য সম্মেলনে আলোচনা হবে।

হিমঘর, চা পর্যটন নিয়ে আলোচনা

জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িকে নিয়ে বাতাবাড়িতে সিনার্জি হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি এমনকি বৃহৎ শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে সেখানে। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও জানানো হবে।'

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার টমেটো, কাঁচা লংকা সহ অন্য সবজি ও ফলের মাল্টিস্টোরেজ হিমঘর, চা পর্যটনশিল্প ছাড়াও অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে সিনার্জিতে গুরুত্ব দেওয়া হবে। নতুন করে কতজন উদ্যোগী বিনিয়োগ করতে চান, কী সুবিধা তাঁদের দেওয়া হবে সেই বিষয়ে সিনার্জিতে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এমনকি বাণিজ্য সম্মেলন থেকে আগ্রহী শিল্পোদ্যোগীদের বিনিয়োগের পরিমাণ ও নামের তালিকা তৈরি করা হবে।

এক্ষেত্রে নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে অনেকেই আগ্রহী হলেও বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা আরও প্রয়োজন বলে মনে করছেন ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি চন্দ্রকান্ত মোহতা।

নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়ার কথায়, 'মাঝারি শিল্প করার উদ্যোগ নিয়েছেন কয়েকজন উদ্যোগপতি। তাঁরাও থাকবেন সিনার্জির অনুষ্ঠানে। ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনে আগ্রহীদের সহজ কিস্তিতে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করলে ভালো হবে।'

এদিকে, ক্ষুদ্র চা বাগানের মনোরম পরিবেশে টি ট্যুরিজম প্রকল্পের রূপায়ণ করতে সংগঠন থেকে সিনার্জিতে প্রস্তাব রাখা হবে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী।

তাঁর কথায়, 'ক্ষুদ্র চা বাগানের অনেক মালিক স্বনির্ভর গোষ্ঠী করে বটলিফ ফ্যাক্টরি তৈরি করেছেন। আরও কয়েকটি বটলিফ হবে। তাঁরাও সম্মেলনে যাবেন।'

বৌদি খুনে গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : অন্তঃসত্ত্বা বৌদিকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল দেওরের বিরুদ্ধে। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ বিহারের পূর্ণিয়ার তাতমাটোলিতে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম রিমা দেবী (২১)। অভিযোগ, তাঁকে কুপিয়ে খুন করেছে দেওর সুরজ কুমার (২০)। পূর্ণিয়ার মারাঙ্গা থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পুষ্কর কুমার জানিয়েছেন, পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

মঙ্গলবার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৩ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৪ সংখ্যা

ভোটের হেঁয়ালি

রাজনীতি সর্বদা সরল পথ নয়, মাঝেমধ্যে বাঁকা পথও ধরে। তাই তার সব জট খোলে না। কিছু মুড়ে থাকে গভীর রহস্যে। হালের ভারতীয় রাজনীতি তার নজির। ২০২৩-এর নভেম্বরে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং এ বছর হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটের ফল হেঁয়ালি তৈরি করেছে। মাত্র পাঁচ মাসে ভোটারদের মন ও চরিত্র বদল প্রায় ব্যাখ্যাতীত।

রাজনীতির সমস্ত ধারণা, সমীক্ষা, ব্যাখ্যা উড়িয়ে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে সাত শতাংশ ভোট বাড়িয়ে জিতেছিল বিজেপি। এবার মহারাষ্ট্রে ১৪ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে বিজেপি ১৩২ আসন জিতল। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এখনও কোনও রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল কোনও ভোটে এমন দাপট দেখাতে পারেনি। অথচ গত জুলাইয়ের লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে মোদির ভাবমূর্তি ও জোটের ছবিটা ছিল ফ্যাকাশে।

তখন বিরোধীদের তুলনায় বিজেপির শুধু ২৮টি আসন নয়, কমেছিল এক শতাংশ ভোটও। পাঁচ মাস পর যেন ভোজবাজিতে ২৮৮ আসনের বিধানসভায় বিজেপি জোট চমকপ্রদ সাফল্য পেল। হরিয়ানার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ভোটের বেশ মিল। হরিয়ানায় টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় বিজেপি। অথচ ওই রাজ্যেই কৃষি আইন, মহিলা কুস্তিগিরদের উপর যৌন নির্যাতন ঘিরে প্রবল বিজেপি বিরোধী হাওয়া উঠেছিল।

বুথফেরত সমীক্ষাগুলিতে হরিয়ানায় কংগ্রেসের জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। বাস্তবে বিজেপি একা জিতল ৪৮ আসন! কীভাবে সম্ভব হল? ২০২১-এ এমন ছবি দেখেছে পশ্চিমবঙ্গও। তাহলে কি নেপথ্যে আছে কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল, জাঠ নেতা ভূপিন্দর সিং নির্ভরতা, দলিত নেত্রী কুমারী শৈলজার গোসা? সেই রহস্যও অনাবৃত। বিজেপি যে এমন ফল আশা করেনি, তার প্রমাণ মোদির সভার বহর। দেওয়াল লিখন পড়েই মোদি হরিয়ানায় মাত্র আটটি জনসভা করেন। মহারাষ্ট্রে করলেন ন'টি।

এই প্রথম কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল লোকসভা ভোটে পর্যুদস্ত হলেও মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে চমক দেখাল। এটা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ধাঁচে 'লাডলি বহেনা' প্রকল্পের ফল? বিজেপির স্ট্রাইক রেট বাড়াতে 'বহেনা'রা যে যথেষ্ট নন, তার প্রমাণ ঝাড়খণ্ডে বিজেপির 'গোগো দিদি যোজনা'র প্রতিশ্রুতি। ওই প্রকল্প হেমন্ত সোরেনের 'মাইয়া সম্মান যোজনা'কে হারাতে ব্যর্থ হয়েছে।

ওই রাজ্যের মহিলাদের প্রতি মাসে হেমন্ত দিচ্ছেন হাজার টাকা করে। কিন্তু মোদির গ্যারান্টি ছিল ২১০০ টাকা! একটি বেসরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী, 'লাডলি বহেনা'র জন্য বিজেপি জোটের ভোট বেড়েছে চার শতাংশ। তাহলে বাকি ১০ শতাংশ বাড়ল কীভাবে? দেশের কোথায় ১৪৮ আসনে লড়ে বিজেপি ১৩২ আসন জিতেছে? যেখানে পাঁচ মাস আগে ৪৮ লোকসভা আসনের মাত্র ১৭টি আসন জুটেছিল? এই হেঁয়ালির জট ছাড়াবে কে?

চারটি বিষয় স্পষ্ট, লাডলি বহেন যোজনা, আরএসএসের মাঠে নামা, ধর্মীয় মেরুকরণ ও মোদির আকর্ষণ। লোকসভা ভোটে আরএসএস নীরব বলে প্রচার ছিল। প্রশ্ন, তাহলে ঝাড়খণ্ডে তারা কিছু করতে পারল না কেন? হেমন্তর জেলযাত্রায় দুর্নীতির অভিযোগ আমল পেল না। নিষ্প্রভ হল মেরুকরণও।

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে এবার তিনটি স্লোগান জনপ্রিয়। প্রথমত, 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' অর্থাৎ হিন্দুরা ভাগ হলে মুসলমানদের মার খেতে হবে। দ্বিতীয়ত, 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়', মানে জোটবদ্ধ থাকলে নিরাপদ। তৃতীয়টি মোদির 'রোটি, বেটি, মাটি বাঁচাও।' সার কথা, বাংলাদেশি মুসলমানরা ঝাড়খণ্ডে ঢুকে আদিবাসীদের রুটিতে ভাগ বসিয়ে মেয়েদের বিয়ে করে জমি দখল করছে। এমন শঙ্কা মহারাষ্ট্রে সুনামি ঘটালেও ঝাড়খণ্ডে মুখ থুবড়ে পড়ল। তাই চার রাজ্যের ভোট রাজনীতি হেঁয়ালি বই অন্য কিছু নয়।

অমৃতধারা

স্মৃতি তোমাকে হয় বিষণ্ণতায় ভরিয়ে দেয়, নয়তো জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে। এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বিভিন্ন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার স্মৃতি, তা সে ভালোই হোক বা মন্দই হোক, আত্মার ব্যপ্তিকে সংকুচিত করে। স্মৃতির বাঁধনে তুমি বাঁধা পড়ে যাও। যে স্মৃতি তোমার আত্মস্বভাবের, অপরিবর্তনীয় আত্মচেতনার, তা তোমার চেতনাকে প্রসারিত করে, উন্নীত করে, তোমাকে মুক্তি দেয়। তুমি আজকে যা হয়েছ, তা তোমার স্মৃতির জন্যই হয়েছ। তুমি যদি মূর্খ হও তার কারণও তোমার স্মৃতি, আবার তুমি যদি জ্ঞানী হও তার কারণও তোমার স্মৃতি। অনন্তকে ভুললেই দুঃখ আর তুচ্ছকে ভুললেই আনন্দ।

- শ্রীশ্রী রবিশংকর

অসমিয়া রামায়ণ এবং কছাড়িদের কথা

অসমিয়া রামায়ণ ইতিহাসে থাকবে, কিন্তু তার সৃষ্টির পেছনে জনজাতি গোষ্ঠীটির অবদান মর্যাদা পাবে কি না, সেটা প্রশ্ন!

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

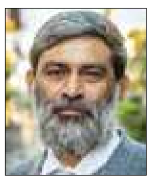

পৃথিবীর প্রাচীন ও প্রভাবশালী লোকপুরাণ বা মহাকাব্যগুলোর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৫ম থেকে ৭ম শতকে রচিত সংস্কৃত ভাষার বাল্মীকি-রামায়ণ অন্যতম। যুগের পর যুগ ধরে এত ভাষায় রামায়ণ পূর্ববর্তী মেসোপটেমিয়ান গিলগামেশ কাব্য বা গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়াড-ওডিসিও অনূদিত হয়েছে কি না সন্দেহ। স্বভাবতই ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ বা বিনির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে অনেকেই। ১৪০০ শতাব্দীতে অসমিয়া রামায়ণ নির্মিত হয়েছে এবং সংস্কৃত রামায়ণের এই অনুবাদটি অসমিয়া ভাষার প্রাচীনত্বের একটি নিদর্শন। সাহিত্যের প্রাচীনত্ব বিচার করে ভারত সরকার অসমিয়াকে সম্প্রতি ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদাও দিয়েছে। কিন্তু যেটা পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছে সেটা হল, অসমিয়া-রামায়ণ অনুবাদের পেছনে উত্তর-পূর্ব ভারত তথা উত্তরবঙ্গের একটি জনজাতিগোষ্ঠীর পূর্বসূরিদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। অসমিয়া রামায়ণ হয়তো ইতিহাসে থাকবে কিন্তু তার সৃষ্টির পেছনে ডার্করুমে থাকা এই জনজাতিগোষ্ঠীটির অবদান মর্যাদা পাবে কি না, এটা একটা প্রশ্ন!

আমরা জানি ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ তথা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে অসমিয়ার খ্যাতি। সে ঠিক আছে। কিন্তু 'চর্যাপদ', 'অসমিয়া প্রহ্লাদ চরিত'-র পাশাপাশি যেই না অসমিয়া রামায়ণ, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'-এর দিকে দৃষ্টি যাচ্ছে, তখনই এসে যাচ্ছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনজাতি, তিব্বতি-বর্মী ভাষাভাষী, দিমাসা-কছাড়ি বা কছাড়িদের কথা। ইতিহাস বলছে, চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মাসক্ত এই কছাড়িদের ঐকান্তিক উৎসাহেই অসমিয়া ভাষার অন্যতম আদি নিদর্শন, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' নির্মিত হতে পেরেছিল। আর সেই রামায়ণই যে এতদিন পরে অসমিয়াকে ধ্রুপদি তকমা এনে দিল, সেটা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। অনেকেই জানেন এই কছাড়িদেরই জাতিগত বংশধর বা উত্তরসূরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি-তরাইয়ের মেচি থেকে সংকোশ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রাচীনতম অধিবাসী, মেচ বা বোড়োরা। বোড়ো-কছাড়ি, দিমাসা-কছাড়ি, হোজাই-কছাড়ি, মদাহি-কছাড়ি, মেচ-কছাড়ি, সোনোয়াল-কছাড়ি, এরকম বিভিন্ন নামে আদি কছাড়িদের বংশধররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনপদে। নার্জিনারি, বসুমাতা, মোছারি, ঈশ্বরারি, ব্রহ্ম, শৈব পদবি ব্যবহারকারী বর্তমান পশ্চিমবাংলার তরাই-ডুয়ার্সের হাজার হাজার জনজাতির মানুষও এই দিমাসা-কছাড়ি বা কছাড়িদেরই বংশধর। উত্তরবঙ্গে এঁদের মধ্যে গাবুর, মণ্ডল, কার্জি, সুব্বা, ঠাকুর পদবিরও ব্যবহার আছে। বোড়ো হিসেবে পরিচিত হলেও বোড়ো-কছাড়ি এঁদের আদি জাতিনাম। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, অসমিয়া রামায়ণ নির্মাণে তৎকালীন অহোমদের চাইতেও সক্রিয় হয়েছিল কছাড়িরা।

অসমিয়া রামায়ণ ও তাতে কছাড়িদের ভূমিকা সম্পর্কিত প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, রাজায় রাজায় বিরোধ থাকলেও, দীর্ঘ বৈরিতা, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক-কূটনৈতিক লড়াইয়ের দীর্ঘ পরম্পরা থাকলেও, প্রতিপক্ষের শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় ভাষা-সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে কেউ কেউ ইতিহাসের স্যালুটও আদায় করেছে! কছাড়িরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আধুনিক অসমে অসমিয়া-বোড়ো-কছাড়ি সম্পর্ক অবশ্য ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে! বর্তমান অসম সরকারের অনুপ্রেরণায় দিল্লিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক 'বোড়োল্যান্ড উৎসবে' বোড়োদের প্রতি খোদ প্রধানমন্ত্রীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তারই সাম্প্রতিকতম নজির। মধ্যযুগীয় ভারতে, রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষ হলেও অসমিয়া ভাষার বিকাশে পাশে দাঁড়িয়েছিল অধুনালুপ্ত দিমাসা-কছাড়ি জনজাতি রাজতন্ত্র (১০ম শতাব্দী-১৮৫৪ খ্রিঃ) আর তখনকার রেশমমানবগোষ্ঠী, দিমাসা-কছাড়িরা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের ধানসিঁড়ি, বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যপাট-রাজতন্ত্রও এখন নেই, রাজারাও আর নেই। কিন্তু ইতিহাস আছে। সেসব ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে বিতর্কও আছে। তর্ক থাকুক! কিন্তু এসব ইতিহাস আমাদের অসম, অসমিয়া এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক অজানা কাহিনীর সামনে এনে দাঁড় করায়। অসমিয়া ভাষার প্রাচীনত্বর তত্ত্ব তালাশ করতে গেলে এই কছাড়িদের কথা, তাঁদের তৃতীয় রাজা, মহামণিফা'র (আনুঃ ১৩৩০-১৩৭০ খ্রিঃ) কথা আসবেই! চতুর্দশ শতাব্দীর এই দিমাসা-কছাড়ি রাজা, মহামণিফা, ডিমাপুরের কছাড়ি রাজধানীতে রাজত্ব করতেন। প্রাপ্ত ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, মোটামুটি একাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে কছাড়িদের স্বাধীন রাজত্ব ছিল। কছাড়িদের মতো দীর্ঘকাল ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতে অহোম বা কোচ রাজবংশও রাজত্ব করতে পারেনি। কছাড়ি রাজা মহামণিফার (মতান্তরে মহামাণিক্য) রাজসভার সভাকবি ছিলেন, মাধব কন্দলী। তার অনূদিত রামায়ণটি 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' নামে পরিচিত। আজ থেকে প্রায় ৭০০-৮০০ বছর আগের কথা। এসব দিন-তারিখ নিয়ে কিঞ্চিৎ বিতর্কও আছে। যাই হোক, অসমিয়া ভাষার প্রাচীনতার অন্যতম সাক্ষ্য হিসেবে আরও দু'-একটি সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে কছাড়ি রাজার অনুপ্রেরণায় অনূদিত মাধব কন্দলীর এই 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'-কেও ধরা হয়। জানা যায়, ১৮৯৯ খ্রিস্ট্রাব্দে এই রামায়ণ প্রথম ছাপা হয়। মাধব কন্দলীর রামায়ণের আদি ও উত্তরকাণ্ড দুটি খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে পরে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব ও মাধবদেব ওই দুটি কাণ্ড মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করে মাধব কন্দলীর সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। এই অবিসংবাদিত আদিকবি, মাধব কন্দলীকে তাই 'অসমের কালিদাস'ও বলা হয়। জানা যায়, শ্রীমন্ত শংকরদেব তাঁকে 'অপ্রমাদী কবি' আখ্যা দিয়েছিলেন। কছাড়িদের উৎসাহে চতুর্দশ শতকে অসমিয়া রামায়ণের জন্ম হলেও পরের শতাব্দীর শেষভাগে (১৪৯০ খ্রিঃ) এবং তারপরের শতকের প্রথমার্ধে (১৫২৬ ও ১৫৩৬ খ্রিঃ) কছাড়িদের সঙ্গে অহোমদের বড়সড়ো তিনটি যুদ্ধের কথা জানা যায়। অহোম আক্রমণের ফলে কছাড়িরা তাদের রাজধানী ডিমাপুর থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে মাইবঙে সরিয়েও নিয়েছিল। ১৫৪০ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাইবঙে ছিল দিমাসা-কছাড়িদের রাজধানী। কছাড়ি রাজ্যের ওপর মহাপরাক্রমশালী কোচ সেনাপতি, চিলা রায়ও আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত বর্তমান অসমের শিলচরের অনতিদূরে খাসপুরে কছাড়িরা তাদের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খাসপুরে ছিল দিমাসা-কছাড়ি রাজ্যের শেষ রাজধানী। একাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অহোমদের সঙ্গে এমনই বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্যে, রাজনৈতিক বা কূটনেতিক সমঝোতার মধ্যে কছাড়িরা অন্তত এক হাজার বছর ধরে তাদের জনজাতীয় রাজ্যপাট চালিয়েছিল। এখন রাজা নেই, রাজ্যপাট নেই, শুধু পরম্পরাগত ভাষা, সংস্কৃতি আর তাদের গর্বের লোকচর্যা নিয়ে বিভিন্ন নামে কছাড়ি জাতিটি আছে। আর থেকে গিয়েছে তাদের অতীতের রাজনৈতিক শত্রুপক্ষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মাননাজ্ঞাপনের গৌরবময় ও নজিরবিহীন ইতিহাস। কছাড়িদের জাতিনাম থেকেই অসমের কাছাড় জেলার নাম। কছাড়ি লোকপুরাণে মহাভারতেরও আশ্চর্যজনক প্রভাব আছে। কছাড়িরা নিজেদের হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের বংশধরও মনে করে। কছাড়ি লোকপুরাণ অনুযায়ী অজ্ঞাতবাসের সময় দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম কছাড়ি রাজকুমারী, হিড়িম্বার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করে। ভীম-হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ একসময় কছাড়ি রাজ্যের অধিপতিও হয়। এ কারণে ডিমাপুরকে কছাড়িরা হিড়িম্বাপুরও বলেছে।

ভারতের কমবেশি ৪৮টি ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের ৩০০ অনুবাদ বা বিনির্মাণ থাকলেও বিবদমান জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করার নজির সম্ভবত আর নেই। মাধব কন্দলীর অসমিয়া রামায়ণকেই আঞ্চলিক ভারতীয় আর্য ভাষায় অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম অনুবাদ বলে দাবি করা হয়।

ভারতের কমবেশি ৪৮টি ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের ৩০০ অনুবাদ বা বিনির্মাণ থাকলেও বিবদমান জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করার নজির সম্ভবত আর নেই। মাধব কন্দলীর অসমিয়া রামায়ণকেই আঞ্চলিক ভারতীয় আর্য ভাষায় অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম অনুবাদ বলে দাবি করা হয়। এর আগে, ভারতে, দ্রাবিড় ভাষাবংশীয় তামিল ভাষায় রামায়ণ বিনির্মাণ করেছিলেন, আদি তামিল কবি, কাম্পান। কৃত্তিবাস ওঝা, গৌড়ের রাজার উৎসাহে রামপাঁচালি বা বাংলা রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তিব্বতি-বর্মী ভাষাভাষী হয়ে, কছাড়ির মতো একটি জনজাতিগোষ্ঠী ভারতীয় আর্য ভাষা পরিবারের অসমিয়া ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে উৎসাহ দিচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত সম্ভবত বিরল।

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৮৮৯

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ।

আলোচিত

অনেকে অনেক কথা বলছে। কে কী বলছে, ভাবার দরকার নেই। শেষ সিদ্ধান্ত আমিই নেব। দলের বাইরে কিছু বলার দরকার নেই। শৃঙ্খলা মানতে হবে সবাইকে। নাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ কেউ মন্ত্রী, কাল বিধায়ক!

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

বিয়ের সংগীতানুষ্ঠানে সলমন ও গোবিন্দার বিখ্যাত ছবি পার্টনারে 'সোনি দে নখরে' গানে নেচে ভাইরাল বাপব্যাটা। দুজনের পরনে কালো কুর্তা-পাজামা, চোখে গগলস। অতিথিরা মঞ্চের চারপাশে বসে। আর তাঁরা দুজনে গানের তালে নাচছেন। মুগ্ধ অতিথিরা।

ভাইরাল/২

কোবরা মাত্রই বিষাক্ত। একজন বাড়িতে কোবরা পুষেছেন। সেই কোবরার সঙ্গে খেলছেন ব্যক্তিটি। সাপের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মাথা চেপে ধরছেন। সাপটি কখনো-কখনো রেগে গিয়ে ফণা তুললেও কামড়াচ্ছে না। মানুষ-সাপের বিরল মিথস্ক্রিয়ার ভিডিও ভাইরাল।

জনমন

জনমত

চাই সামাজিক ব্যাধিমুক্ত কৈশোর

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ে চোখ কপালে ওঠার অবস্থা। শিলিগুড়ি শহরে ধর্ষণে অভিযুক্ত এক তেরো বছরের কিশোর! প্রশ্ন হল, কৈশোরে অপরিণত মনে এই অযাচিত কামক্ষুধা জাগল কীভাবে? এই ঘটনা শুধু এখানকার নয়, সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও ঘটেই চলেছে। সৌজন্যে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফি।

বিশ্বায়নের গতিতে ডুবে থাকা আজকের কর্মব্যস্ত বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি কম নজরদারি, যৌথ পরিবারে ভাঙন, দাদু-ঠাকুমা, জ্যাঠা-কাকাবিহীন অণু পরিবারের শিশু-কিশোরদের একাকিত্বের সঙ্গী ওই মোবাইল ফোন। যাতে শিক্ষা বা বিনোদনের সঙ্গে অবাধ যৌনতা সুচারুভাবে তাদের অপরিণত মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে। তাই একটি কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই বিষাক্ত হয়ে ঝরে পড়ছে। বাড়ছে সামাজিক অপরাধ, ধর্ষণব্যাধি। এই ব্যাধির হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি অধিক নজর দেওয়া, স্নেহের পাশাপাশি উপযুক্ত শাসন। সেইসঙ্গে স্কুলের উচিত, সৃষ্টিমূলক কাজে শিশু-কিশোরদের উৎসাহিত করা, তাদের একাকিত্ব দূর করা। সর্বোপরি বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্নগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া। মোবাইল ফোন অপেক্ষা খেলাধুলো এবং বই পড়ার নেশা শিশু-কিশোরদের মধ্যে তৈরি করা। এতেই রক্ষা পাবে কৈশোর। নতুবা প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় দৌড়াতে গিয়ে ঝরে যাবে নিষ্পাপ কৈশোর। বাড়বে সামাজিক ব্যাধি।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, শিলিগুড়ি।

জাতীয় পতাকার মান কি এতই ঠুনকো?

কোনও দেশের জাতীয় পতাকার মান এতটা ঠুনকো নয় যে, নির্দিষ্ট কিছু মানুষের অপমানে তার গরিমা নষ্ট হবে। এমন মানুষের সংখ্যা এদেশেও কম নেই, যাঁরা নিজেদের জাতীয় পতাকাকে শুধুমাত্র কাগজ কিংবা কাপড়ের টুকরো ভাবেন। একইভাবে ওই মূর্খ দেশেও সেইরকম মানুষের সংখ্যা কম নেই।

এদেশের জাতীয় পতাকার মান এতটা ঠুনকো নয় যে, ওরা অবমাননা করলেই এর গরিমা নষ্ট হবে। সেটা বোঝার ক্ষমতা ওদের হোক। যতদিন না হবে, ততদিন অনুন্নত বর্বর জাতি হিসেবেই ওরা সারা বিশ্বে পরিচিতি পাবে।

রাহুল দাস
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

গ্রামীণ শিক্ষার সাপলুডোয় বিপন্ন পড়ুয়া

সরকারি স্কুলকে কাঁদিয়ে অভিভাবকরা সন্তানকে 'তুলে নিয়ে' যান। পরে হঠাৎ ফিরে আসেন। দু'কুলই যায় পড়ুয়াদের।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

ধরে নিচ্ছি মেয়েটির নাম 'খুশি'। খুশি প্রতীকী নাম। কেননা একসময় সে আপন খেয়ালখুশিতে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে যেত। অন্য অনেকের মতো সে ঘাড় গুঁজে বসে থাকত না। সব কথার চটপট হাসিখুশি উত্তর। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিতে সবাই যখন কেবল 'অ-আ' স্তরে থাকে, খুশি এক বিরল অধ্যবসায়ের কারণে- দশের ঘর পর্যন্ত নামতা বলতে ও লিখতে পারত। কত ছড়া মুখে খই ফোটার মতো ফুটত।

গ্রামগঞ্জের এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা উল্কার মতো মাঝে মাঝে যেন কোনও জগৎ থেকে এসে পড়ে! তাক লাগিয়ে দেয়। তার চেয়েও বড় কথা খুশি বিরল প্রতিভা, কেননা সে 'ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার'। তার বাড়ির কেউ কস্মিনকালেও লেখাপড়াই শেখেনি। নিজে নিজে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে, পাশের বাড়ির কোনও শিক্ষিত পিসির কাছে গিয়ে সবকিছু খুব দ্রুত আয়ত্ত করে নিয়েছিল।

প্রাক প্রাথমিক থেকে ধাপে ধাপে সে উঁচু ক্লাসে ওঠে। সে তো সেরার সেরা। সে 'উদাহরণ' প্রাইমারি স্কুলটির। ক্লাস থ্রি-তে তার ইংরেজি বই ঝরঝর করে রিডিং পড়ে মানে করে দিতে পারে। অঙ্ক চোখের নিমেষে সমাধান। বাংলা তো মাতৃভাষা! কাজেই নীল আকাশের বুকে সে বাংলাভাষার পতাকা পতপত করে ওড়াবেই।

শিক্ষক-অভিভাবক সভায় খুশি ও তার মতো এগিয়ে থাকা বাচ্চারাই স্কুলের মুখরক্ষার ঢাল। মাস্টারমশাইরা অভিভাবকদের সামনে জোর গলায় বলছেন- 'ছেলেমেয়েকে নিয়মিত স্কুলে পাঠান, তাহলে আপনার সন্তানও ওদের মতো হবে।'

শিক্ষক মহাশয়দের সমস্ত নীতিবাক্য আপ্তবাক্যকে বৃথা করে দিয়ে, সরকারি স্কুলকে দু'চোখের জলে কাঁদিয়ে তাঁরা সন্তানকে 'তুলে নিয়ে' যান এখানে-সেখানে গজিয়ে ওঠা 'নন-ব্র্যান্ডেড' প্রাইভেট স্কুল, মিশন ও মাদ্রাসায়। দু'চোখে স্বপ্ন! সরকারি স্কুলের থেকে সন্তান আরও ভালো শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষের মতো মানুষ হবে। যদিও সেই সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের যোগ্যতামান সরকার ঠিক করেনি, যদিও সেখানে দুপুরে খেতে দেওয়া হয় না, যদিও মাসে মাসে বেতনের টাকা গুনতে হাটে হাটে বাড়তি দু'বস্তা মজুত শস্য বিক্রি করে দিতে হচ্ছে, তবু তাঁদের সন্তান যুগের হাওয়ায় পড়তে যাচ্ছে প্রাইভেট স্কুলে।

শুধু পরীক্ষার দিনগুলোতে ও আয়রন বড়ি খাওয়ানোর দিনে অনিয়মিত উপস্থিতি। শুধু জামাকাপড় পাঠ্যবই জুতো দেওয়ার দিন নিয়মিত উপস্থিতি। এই করে তারা যখন স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসছে, কেউ পারছে, কেউ পারছে না। আর খুশি! বাবা-মা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে দিল্লি চলে গেলে তাকেও ভর্তি করে দেওয়া হয় কোনও আবাসিক মাদ্রাসায়। ক্লাস ফাইভের বেঞ্চে হঠাৎ একদিন এসে চুপটি করে বসে। বাবা-মায়ের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত খুশি ত্রিভুজের 'শীর্ষবিন্দু' চেনে না, 'কোণ' মাপছে স্কেল দিয়ে। যা ছিল তার অপার্থিব সম্পদ, চর্চার অভাবে সবই হয়ে গিয়েছে হৃতসম্পদ।

প্রাথমিক শিক্ষার দফারফা করে, পকেটের কথা ভেবে, বাবা-মায়েরা সন্তান নিয়ে আবার ফিরে আসে সরকারি হাইস্কুলে। ভর্তি হয়ে তারা যখন কিছুই জানবে না, পারবে না, হাইস্কুল থেকে বলা হবে প্রাইমারি স্কুলে কিচ্ছু পড়ানো হয় না। নাম থাকলেও গ্রামীণ বাংলা অনুপস্থিত প্রাইমারি স্কুলে- এ খবর নথিভুক্ত হয় না। ফলে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চেপে পুকুরের গ্যাস দেওয়া মাছের মতো খাবি খায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা।

(লেখক শিক্ষক। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৩

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। এখনকার, সাম্প্রতিক ৩। পাতলা নরম পশমি কাপড় ৫। ছড়ায় চামচিকড়ির আগের কথা ৬। স্বামীর দিদি বা বোন ৭। একটি গাছের নামে পঞ্চপাণ্ডবের এক ভাই ৯। ডাক্তারি শাস্ত্র মতে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান ১২। আগলানো, সতর্ক বা সাবধান হওয়া ১৩। চিরনিদ্রা, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া।

উপর-নীচ : ১। এক ধরনের পোশাকের নাম ২। মূল্যবান ধাতু সোনা ৩। সাধারণ বুদ্ধির অতীত বা যে মর্ম বোঝে ৪। ধমক দেওয়া ৫। মুসলিমদের পরব ৭। অবসান, ইতি বা সমাপ্তি ৮। কৃষ্ণের এক নাম ৯। জরৎকারু মুনির পত্নী মঙ্গলকাব্যের দেবী ১০। পর্যুদস্ত বা হিমসিম অবস্থা ১১। হঠাৎ হাওয়ার বেগ।

সমাধান ■ ৪০০২

পাশাপাশি : ১। কুহক ৪। টুয়ানো ৫। মাঘ ৭। দম্ভোক্তি ৮। নোংরামি ৯। হরকরা ১১। শম্বুক ১৩। দস্তা ১৪। সূচক ১৫। টক্কর।

উপর-নীচ : ১। কুসীদ ২। কটুক্তি ৩। দোনোমনো ৬। ঘরামি ৯। হলুদ ১০। রাজসূয় ১১। শকট ১২। কট্টর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ছোট তারা ★

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী দুর্গা রাউত ভালো ছবি আঁকে। নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ছাত্রী বিভিন্ন আঁকা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার জিতেছে।

কটাক্ষ বাম, বিজেপির

পরিষেবা দিতে ডিজিটাইজেশনে জোর মেয়রের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল হচ্ছে পুরনিগম। শহরের নাগরিকদের অনলাইনে ই-মিউটেশন, ই-ট্রেড লাইসেন্স, ই-গৃহনকশার মতো পরিষেবা দেওয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। জেনারেল সেকশনের কাজ সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সারা হচ্ছে। নতুন বছরের জানুয়ারিতে এস্টাবলিশমেন্ট বিভাগকেও ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি বিভাগকে ডিজিটাল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। স্বচ্ছতার পাশাপাশি কাজে গতি আনাই এর লক্ষ্য বলে পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে।

বিষয়টি প্রচারে নিয়ে আসতে চাইছে ক্ষমতাসীন তৃণমূল। এনিয়ে তাদের পালটা খোঁচা দিচ্ছে বিরোধীরা। বাম-বিজেপির কটাক্ষ, পুরনিগম যেখানে মশা মারতে পারছে না, সেখানে ডিজিটাইজেশন দিয়ে কী হবে?

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র অনেকদিন আগেই অনলাইনে দেওয়া চালু হয়েছে পুরনিগমে। এই সংক্রান্ত নথি এখন অ্যাপ এবং লিংক নির্ভর। ফলে শংসাপত্রের জন্য এখন আর দিনের পর দিন ধরে অপেক্ষা করতে হয় না নাগরিকদের। কাজকর্ম পরিচালনা ও নাগরিকদের সুবিধার্থে তাই প্রতিটি বিভাগকে ডিজিটাল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, জেনারেল সেকশনের সমস্ত কাজকর্ম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সারার জন্য এই বিভাগের কর্মীদের যথোযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে এস্টাবলিশমেন্ট বিভাগে। এর পাশাপাশি পিডব্লিউডি, বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ সমস্ত বিভাগকেও এই পদ্ধতির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'ই-অফিসের ওপর আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। ধাপে ধাপে প্রতিটি বিভাগের ডিজিটাইজেশন হবে। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করা হবে।'

এনিয়ে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। ডিজিটাইজেশনের পরিবর্তে বেহাল নাগরিক পরিষেবার হাল ফেরানোর পরামর্শ দিচ্ছেন বিরোধী কাউন্সিলাররা। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিজেপির মঞ্জুশ্রী পালের অভিযোগ, 'নিয়মিত নিকাশিনালা পরিষ্কার হচ্ছে না। বাড়ছে মশার উপদ্রব। ইতিমধ্যে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন অনেকে। সামগ্রিকভাবে দিন-দিন পরিষেবা বেহাল হয়ে পড়ছে। কিন্তু সেদিকে নজর নেই শাসকদলের।' ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সিপিএমের মৌসুমি হাজরা বলছেন, 'যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিজিটাইজেশন অবশ্যই দরকার। কিন্তু সবার আগে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নাগরিক পরিষেবায়।' গৌতমের সাফাই, 'কাজে গতি আনার পাশাপাশি স্বচ্ছতার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ।'

কী ভাবনা

- অনলাইনে ই-মিউটেশন, ই-ট্রেড লাইসেন্স, ই-গৃহনকশার মতো পরিষেবা শুরু হয়েছে
- জেনারেল সেকশনের কাজ সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সারা হচ্ছে
- এস্টাবলিশমেন্ট বিভাগকেও জানুয়ারিতে ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা হবে
- ডিজিটাইজেশনের পরিবর্তে নাগরিক পরিষেবার হাল ফেরানোর পরামর্শ বিরোধী কাউন্সিলারদের

কুইজ মাস্টারের ভূমিকায় আইসিরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি থানার একপাশের ঘরের দরজার সামনের দিকটি সাজানো নানা রঙের বেলুনে। ভেতরে তখন প্রতিটা কম্পিউটার ডেস্কের সামনে বসে পড়ুয়ারা। থানার ই-শিক্ষা রুমে আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস কুইজ মাস্টারের ভূমিকায়। একে একে প্রশ্ন করছেন সবাইকে। 'কম্পিউটার কে প্রথম তৈরি করেছেন?', প্রশ্ন শেষ হতেই তিতিক্ষা দাস হাত তুলে উত্তর দিল, 'চার্লস ব্যাবেজ।' তৃপ্তির হাসি খেলে গেল প্রসেনজিতের মুখে। পুলিশকর্তার পরের প্রশ্ন, 'সিপিইউ-এর ফুল ফর্ম কী?' যেখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, পাশেই বসা বিশ্বজিৎ দাস যেন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বলল, 'সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট।' ঘরটা ভরে গেল হাততালির আওয়াজে।

শিলিগুড়ি থানায় পড়ুয়াদের সঙ্গে আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। সোমবার।

সোমবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি থানার ই-শিক্ষার রুমের ছবিটা যখন এমন, তখন মাটিগাড়া থানায় ই-শিক্ষা রুমে পড়ুয়াদের সঙ্গে কেক কাটলেন আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য। কম্পিউটারের গুরুত্ব নিয়ে পড়ুয়াদের দেখানো হল পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। এই সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন পুলিশকর্তা। পড়ুয়াদের উদ্দেশে তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা বলো তো, ডিওএস মানে কী?' এতটুকুও ঘাবড়ায়নি খুদেরা। বরং উৎসাহের সঙ্গে প্রত্যেকে জবাব দিল, 'ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম।' অন্যদিকে, ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারী ব্যস্ত রইলেন, বর্তমান যুগে কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করতে।

গৌরব শর্মা পুলিশ কমিশনার পদে থাকাকালীন শহরের আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের মেধাবী পড়ুয়াদের চিহ্নিত করে বিনামূল্যে এক বছরের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেইমতো বিভিন্ন থানায় খোলা হয় ই-শিক্ষা কেন্দ্র। ওয়ার্ল্ড কম্পিউটার লিটারেসি ডে উপলক্ষ্যে এদিন থানায় থানায় ই-শিক্ষা সেন্টারে প্রশিক্ষণরত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কিছুটা ভিন্ন মেজাজে সন্ধ্যা কাটালেন আইসি-রা।

কড়া পুলিশকর্তা নয়, তাঁদের কখনও দেখা গেল শিক্ষক, আবার কখনও কুইজ মাস্টারের ভূমিকায়। ছোটদের তাঁরা পরামর্শ দিলেন, কঠিন সময় কীভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হয়। এই পড়ুয়ারা যে কতটা পরিশ্রমী আর মেধাবী, সেই কথা বলছিলেন শিলিগুড়ি থানার ই-শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক গৌতম চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'ওরা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে আসে। কোনওদিন হয়তো স্কুল থেকে চলে আসে, খাওয়াদাওয়ার সময়টুকু নেয় না।'

এদিন আইসি 'স্যর'-দের কাছে পেয়ে, তাঁদের কথা শুনে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিল পড়ুয়ারা। আকর্ষণ বাড়িয়েছে প্রতিটি থানায় আয়োজিত কম্পিউটার বিষয়ক কুইজ। পুরস্কৃত করা হয় প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্থানাধিকারীদের।

পরীক্ষা প্রক্রিয়া থেকে বাদ ওই কলেজ শিক্ষক

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : ছাত্রীকে মেসেজ করে কুপ্রস্তাবের ঘটনায় শিলিগুড়ি কলেজের অভিযুক্ত শিক্ষক শুভাশিস কুণ্ডুকে গোটা পরীক্ষা প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ। সোমবার কলেজের ইন্টারন্যাল কমপ্লেইনস কমিটির (আইসিসি) মুখোমুখি হন শুভাশিস। যেখানে ওই ছাত্রী তাঁর অভিভাবকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। দুই পক্ষের বক্তব্য রেকর্ড করে আইসিসি। তাদের বক্তব্য ড্রাফট করে পরবর্তীতে কলেজ পরিচালন সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হবে। এদিন অভিযুক্ত শিক্ষক কিংবা ছাত্রী- কেউই ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি।

আইসিসি যখন দুই পক্ষের বক্তব্য শুনছে, তখন ওই অভিযুক্ত সরকারপোষিত ইংরেজি শিক্ষককে বহিষ্কারের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)। পাশাপাশি ইংরেজি বিভাগের পড়ুয়ারা ওই শিক্ষকের ক্লাস করতে না চেয়ে অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষকে স্মারকলিপি দেন। পরে অধ্যক্ষ বলেন, 'দুই পক্ষের বক্তব্য আলাদাভাবে আইসিসি শুনেছে। কলেজের নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রক্রিয়া চলবে। মঙ্গলবার থেকে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। পরিচালন সমিতির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। তবে পরীক্ষা প্রক্রিয়া থেকে ওই শিক্ষককে বাদ দেওয়া হয়েছে।'

এদিন টিএমসিপির শিলিগুড়ি কলেজ ইউনিটের সভাপতি ওম চক্রবর্তী বলেন, 'ওই শিক্ষককে বহিষ্কার করা না হলে আমরা বড় আন্দোলনের পথে হাঁটব।'

রাস্তা, নালা বেহাল উৎপলনগরে

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : রাস্তা থেকে নিকাশি ব্যবস্থা- সবই বেহাল ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের উৎপলনগরে। চম্পাসারি মেইন রোড সংলগ্ন এই এলাকায় রাস্তার পিচের চাদর উঠে গিয়েছে, অন্যদিকে নিকাশিনালাও আবর্জনায় অবরুদ্ধ। এই পরিস্থিতির বদল চাইছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা বলছেন, সমস্যা মেটাতে একাধিকবার আবেদন জানানো হলেও আশ্বাস ছাড়া কিছু মেলেনি। তবে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উৎপলনগরের একাধিক রাস্তা বেহাল। পিচের চাদর উঠে গিয়েছে বহুদিন আগেই। খানাখন্দে ভর্তি রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বড় বড় পাথর। এর ফলে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। নিকাশি ব্যবস্থাও বেহাল। তা আবর্জনায় অবরুদ্ধ। এবিষয়ে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন পুরনিগমের।' আরেক বাসিন্দা গৌরব দেবনাথের বক্তব্য, 'নিকাশিনালা সাফাই করা হয় না নিয়মিত। আবর্জনায় জমে থাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এর ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'রাস্তা, নালার বেহাল পরিস্থিতির দিকে কারও নজর নেই। বাসিন্দাদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।' এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে প্রায়ই টোটো, বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। যদিও ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন বলছেন, 'উৎপলনগরের রাস্তা ও নিকাশিনালা সংস্কারের জন্য পুরনিগমে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। আশা করছি, দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

দৌরাত্ম্যের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : বহিরাগতদের আড্ডায় অতিষ্ঠ হয়ে তা সমাধানের জন্য কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানালেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইন্দিরা গান্ধি, সূর্যনগর পুর মাঠ সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন বহিরাগতদের আড্ডা চলে। রাস্তার উপর বেআইনিভাবে পার্কিং করেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা থেকে তামাকজাত দ্রব্য সেবন চলে। বারংবার স্থানীয়রা এমনকি কাউন্সিলার সতর্ক করা সত্ত্বেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। পুলিশি নজরদারি বাড়িয়ে এই ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্ম এলাকায় যাতে বন্ধ হয় সেজন্য পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।

রোগীদের সহায়তা

বাগডোগরা, ২ ডিসেম্বর : সোমবার সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির তরফে মাসিক খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হল। এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেডিওথেরাপি ও ইন্টিগ্রেটেড অঙ্কোলজি বিভাগের সামনে ক্যানসার রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য, ডালিয়া, সুজি, প্রোটিন পাউডার, কলা, দুধ ও জলের বোতল বিতরণ করা হয়। ত্র্যম্বকানন্দ পুরী মহারাজ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। শিউলি চন্দ, সুব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হাল ফিরছে মহকুমা বইমেলার

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : অবশেষে বই বিক্রেতাদের মুখে সামান্য হাসি ফুটল। ধীরে ধীরে হাল ফিরছে মহকুমা বইমেলার। খুব ভালো সাড়া না পেলেও সোমবার মোটামুটি ভিড় দেখা গেল মেলায়। তবে বইয়ের স্টলগুলিকে এদিন টেক্কা দিয়েছে খাবারের স্টলগুলি।

গত দু'দিনের তুলনায় এদিন কিঞ্চিৎ বেশি ব্যস্ত ছিলেন বই বিক্রেতারা। আট থেকে আশি, ঘুরছিলেন স্টলে স্টলে। সন্ধ্যায় বইমেলার ছবিটা ছিল উদ্বোধনের দিনের থেকে অনেকটাই আলাদা। তবে বই কিকিকিনির মাঝেও চোখে পড়ার মতো ভিড় দেখা গিয়েছে খাবারের দোকানগুলিতে।

টেক্কা দিল খাবারের স্টল

সন্ধ্যায় একটি আলোচনা সভা হয়। বিষয় ছিল- ভাষা সন্ত্রাসঃ সম্পর্ক ও সম্প্রীতির ভাষার মূল্যায়ন-অবমূল্যায়ন। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের বাংলার বিভাগীয় প্রধান সুফল বিশ্বাস এবং মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়ের টিআইসি অরুণকুমার সাফুই।

মেলায় ঘুরতে এসে শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্রী স্নেহা রায় বললেন, 'কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় এসেছি। দেবদত্ত পট্টনায়েকের লেখা সতী-সাবিত্রী বইটি কিনলাম।' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য মায়ের সঙ্গে এসেছিল স্কুলছাত্রী মিঠি সেনগুপ্ত। ছবি আঁকার বই কিনেছে সে।

জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামী বলেন, 'রবিবার থেকে মেলার হাল ফিরতে শুরু করেছে। এদিন মোটামুটি ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে।' মঙ্গলবার একটি আলোচনা সভা হবে। বিষয়- 'পুরুষবাদ বনাম নারীবাদ নয় - দ্বন্দ্বটা আধিপত্যের'।

বইমেলা চত্বরে খাবার দোকানে উপচে পড়েছে ভিড়। শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে। সোমবার। ছবি : তপন দাস

সাহিত্য আড্ডা

বাগডোগরা, ২ ডিসেম্বর : 'একফালি জানালা'র আয়োজনে সোমবার জমজমাট সাহিত্য আড্ডা হয়ে গেল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতি নিয়ে মূলত এদিন আড্ডা চলে। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন অরূপ চন্দ ও অমর সিংহ। কবিতা আবৃত্তি করে শোনান কৃষ্ণপদ সিনহা। অতুলচন্দ্র রায়, দেবীপ্রসন্ন আচার্য, ডাঃ বিপুল পাল, কৃষ্ণপদ সিংহ, কনক পাল প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে ক্যান্টিন খুলবে পুরনিগম

পুরভবনের ক্যান্টিন কয়েকমাসেই তালাবন্ধ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : পুরনিগম ভবনে ক্যান্টিনের দরজা আপাতত তালাবন্ধ। এবার কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে শ্মশানযাত্রীদের জন্য নতুন ক্যান্টিন খুলতে চলেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ঠিক হয়েছে, শ্মশানঘাটের পার্কের পাশে ক্যান্টিনটি হবে। এখানেও পরিচালনার দায়িত্ব থাকছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাঁধে। তবে নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ, মাঝেমধ্যেই শ্মশানঘাটে গণ্ডগোলের অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি সন্ধ্যা নামলে আশপাশে নেশার আসর বসে বলে দাবি অনেকের।

শিলিগুড়ি পুরনিগমে ক্যান্টিনের উদ্বোধন করেছিলেন কর্তারা। কয়েক মাসের মধ্যেই তালা পড়ে সেখানে। জানা গিয়েছে, যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালনার দায়িত্বভার পেয়েছিল, তাদের গাফিলতিতেই এমন পরিস্থিতি। যদিও গোষ্ঠীর প্রতিনিধি তথা ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী রত্না সেনগুপ্তর দাবি, 'আমাদের ক্যান্টিন ভালোই চলছিল। কিন্তু যেহেতু অনেক দূর থেকে আমাদের পুরনিগমে যেতে হত, সেই কারণে আর পরিচালনা সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া আমাদের অনেকের পারিবারিক কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সেই কারণে আমরা আর ক্যান্টিনটি চালাচ্ছি না।'

তালাবন্ধ শিলিগুড়ি পুরনিগম ভবনের ক্যান্টিন। সোমবার।

বিষয়টি পুরনিগমের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জানিয়ে দিয়েছে ওই স্বনির্ভর গোষ্ঠী। কর্তৃপক্ষের তরফে বারবার তাদের ক্যান্টিন পরিচালনার অনুরোধ জানানো হলেও তারা আর রাজি হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থা। এপ্রসঙ্গে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের আশ্বাস, 'ওই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কিছু সমস্যার কারণে তারা আর ক্যান্টিন চালায়নি। তবে আমরা খুব তাড়াতাড়ি অন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সেটা চালু করব।'

একটা ক্যান্টিন বন্ধ থাকলেও কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে আরেকটি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। শ্মশানঘাটের পার্কের পাশে যে ঘর থেকে আগে শেষকৃত্যের জন্য বাঁশের মাচা তৈরি করে বিক্রি করা হত, সেই ঘরটিকে ক্যানটিনের রূপ দেওয়া হবে। ডেপুটি মেয়রের কথায়, 'শ্মশানযাত্রীরা অনেক সময় ক্যান্টিনের খোঁজ করেন। তাঁদের জল, চা খেতে শ্মশানঘাটের বাইরে যেতে হয়। অনেকে বাইরে গিয়ে খাওয়া পছন্দ করেন না। সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত।'

মাদক বিক্রি করতে এসে গ্রেপ্তার ২

পাবের খরচ তুলতে পরপর ছিনতাই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : নেশার সামগ্রী বিক্রি করতে এসে পুলিশের জালে ধরা। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ঝুলি থেকে বেরিয়ে এল বেড়াল। দুই কীর্তিমান শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় নভেম্বর মাসজুড়ে প্রায় সাতটি ব্যাগ ছিনতাইয়ের কথা কবুল করে নিয়েছে পুলিশের কাছে। শুধু তাই নয়, ডাবগ্রামে সোনা ছিনতাইয়ের ঘটনাতেও জড়িয়েছে দুই ধৃতের নাম। কমিশনারেটের কর্তারা অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের পথে দুই ধৃত। সোমবার।

গ্রেপ্তার হওয়া দুই তরুণের নাম, রানা রায় এবং রাজ বর্মন। দুজনেই শিবরামপল্লির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, নেশার সামগ্রীর কারবার ছিল তাদের মূল পেশা। ছিনতাই মূলত করত পাবের খরচ ওঠানোর জন্য। সেখানে গিয়ে ফুর্তির ভাবনা প্রথম মাথায় আসে রানার। মাসপাঁচেক আগেই বিয়ে হয় তার। সঙ্গী রাজ রাজি হয়ে যায় সেই প্রস্তাবে।

সেপ্টেম্বরে মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনায় ১৫ দিন জেল হেপাজতে কাটিয়েছে রানা। সেখান থেকে বেরিয়ে নেশার সামগ্রী আদানপ্রদানের পাশাপাশি ছিনতাইয়ে হাত পাকানোর ফন্দিও এঁটেছিল দুই বন্ধু। পুলিশ সূত্রে খবর, এই দুজন যে স্কুটার ব্যবহার করত, সেটার কোনও নম্বর প্লেট ছিল না। স্কুটারটি আদৌ তাদের কি না, সেব্যাপারে ধন্দে পুলিশ। এমন আরও বহু প্রশ্ন রয়েছে। উত্তর পেতে সোমবার রানা ও রাজুকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

শহর শিলিগুড়িতে গত মাসে পরপর একাধিক ব্যাগ ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর মহিলাদের টার্গেট করে নেওয়া হত। তদন্তে নেমে বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশের অনুমান হয়, প্রতিটা ঘটনায় জড়িয়ে দুজন তরুণই। তারা ডাবগ্রামে সোনা ছিনতাই করেছিল কি না, সেই ইস্যুতে পুলিশমহলে জোর চর্চা শুরু হয়ে যায়।

এরমধ্যেই প্রধাননগর থানা এলাকায় মাথাচাড়া দেয় নিষিদ্ধ কাফসিরাপের কারবার। রবিবার রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশ জানতে পারে, স্কুটারে চেপে দুজন গুরুংবস্তিতে নিষিদ্ধ কাফসিরাপ ডেলিভারি করতে আসছে। গুরুংবস্তি থেকে প্রধাননগর থানার পুলিশের ভ্যান তাদের পিছু নেয়। অন্যদিকে, জাতীয় সড়কে পুলিশের আরেকটি ভ্যান দাঁড়িয়েছিল। দুই স্কুটার আরোহী পালানোর আর পথ না পেয়ে ঢুকে যায় রেগুলেটেড মার্কেটে।

শেষপর্যন্ত মাছের আড়তে ধরা পড়ে তারা। তল্লাশি চালিয়ে স্কুটারের ডিকি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ৬০ বোতল নিষিদ্ধ কাফসিরাপ। জিজ্ঞাসাবাদে বাকিটা জানতে পারেন পুলিশকর্তারা। এরপর সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে স্কুটারটি মিলিয়ে তাঁরা নিশ্চিত হন এরাই ব্যাগ ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত। তবে সেই সামগ্রী তারা কাকে বিক্রি করত, সেটার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

দুজনের কীর্তি

- ধৃতদের মূল পেশা ছিল নেশার সামগ্রীর কারবার
- রোজ রাতে ফুর্তির খরচের জন্য শহরজুড়ে একের পর এক ছিনতাই
- নভেম্বরে প্রায় সাতটি ব্যাগ, ডাবগ্রামে সোনা ছিনিয়ে বিক্রি
- সেই সামগ্রী কারা কিনত, খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ
- দুই ধৃতের স্কুটারে নেই নম্বর প্লেট, বিষয়টি নিয়ে ধন্দে তদন্তকারীরা

বড়দিনের বাজারে নজর কাড়ছে ডান্সিং সান্তা

মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর মাস পড়তে বড়দিন, বছর শেষের কথা মাথায় আসে। সবে মাস শুরু হল। কিন্তু এখন থেকেই উৎসবের মেজাজে শহর। সেজে উঠছে শহর শিলিগুড়ি। সেইসঙ্গে বড়দিনের পসরা নিয়ে ইতিমধ্যে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন বিধান মার্কেট এবং মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ীরা।

বড়দিন মানেই কেক, সান্তাক্লজ, ক্রিসমাস ট্রি। এর সঙ্গে রয়েছে সান্তাক্লজের টুপি, জামা, নানা ধরনের উপহার। সেসব দিয়েই দোকানগুলো সাজাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। সপ্তাহ তিনেক দেরি থাকলেও এখন থেকেই বড়দিনের কেনাকাটা শুরু করে দিয়েছেন অনেকে। শিলিগুড়ি তো বটেই, বাইরের জেলা এবং রাজ্যের বাসিন্দারাও বিধান মার্কেট এবং মহাবীরস্থানে দোকানগুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন। যেমন ডিমাপুরের খোলাদি, অরুণাচলপ্রদেশের রোহিত সিনহা, কালিম্পংয়ের জেসমিন সুব্বা, নেপালের জন রাই। বিধান মার্কেটে জেসমিন এদিন যান বাড়ির সবার জন্য বড়দিনের কেনাকাটা করতে। তিনি বলেন, 'বড়দিন যত কাছে আসবে, তত বাজারে ভিড় বাড়বে। তাই আগে থেকে দেখেশুনে কেনাটাই ভালো।' নেপালের বাসিন্দা জন রাই আবার বললেন, 'নেপাল থেকে শিলিগুড়িতে জিনিস অনেক ভালো মানের। দামটাও কম। তাই এখান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছি।'

বড়দিনের সামগ্রী বিধান মার্কেটের দোকানে। সোমবার।

বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী সঞ্জিত ঘোষের দোকানে এবারের বিশেষ আকর্ষণ ডান্সিং সান্তা। তাঁর কথায়, 'প্রতিবছরই দোকানে বড়দিনের পসরা সাজাই। এবারে আশা করছি, ডান্সিং সান্তা সবার নজর কাড়বে। দাম পড়বে ৮০০০ টাকা। এবারে ব্যবসা ভালোই হবে বলে মনে করছি।' আরেক ব্যবসায়ী মিঠু দত্ত জানান, অনেক ধরনের ক্রিসমাস ট্রি এনেছেন। সবচেয়ে বেশি চাহিদা স্নো ক্রিসমাস ট্রিয়ের। তবে সাধারণ গাছও রয়েছে। সাধারণ গাছের দাম রয়েছে একশো থেকে আড়াই হাজার টাকার মধ্যে। স্নো ক্রিসমাস ট্রিয়ের দাম ৫০০ টাকা থেকে শুরু হয়েছে। ক্রিসমাসে ঘর সাজানোর সামগ্রী যেমন বেল, স্টার, গ্লোয়িং বল ইত্যাদি ১০ টাকা থেকে শুরু করে ২০০ টাকার মধ্যে রয়েছে।

বিহারের বাসিন্দা কিশোর প্রসাদ ছেলেমেয়ের আবদারে এবারে বড়দিন উদযাপন করবেন। তিনিও এদিন বিধান মার্কেটে এসেছিলেন বড়দিনের কেনাকাটা করতে। তিনি বলেন, 'অন্যান্য বাজারের থেকে বিধান মার্কেটে জিনিসপত্রের দাম অনেকটাই কম। তাই বিধান মার্কেটে এসেছি।'

এদিকে, শিলিগুড়ি মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী বিকাশ হালদার, অনুপ ঠাকুররাও বড়দিনের ব্যবসা নিয়ে অনেকটাই আশাবাদী। তবে অনলাইনের এই যুগে সব ক্রেতারা কি আগ্রহী দোকানে এসে দেখেশুনে জিনিস কিনতে? ব্যবসায়ী সনৎ পাল বলেন, 'সব কিছুরই ভালো-খারাপ দিক রয়েছে। আজকাল সব অনলাইন হলেও ছোট ছোট এমন কিছু সামগ্রী থাকে যা অনলাইনে পাওয়া যায় না। আমি আশাবাদী, ব্যবসা ভালো হবে।'

পিছিয়ে নেই কেকের দোকানগুলোও। বিধান মার্কেটের এক প্রসিদ্ধ কেক ব্যবসায়ী জানান, প্রচুর বড়দিনের কেকের অর্ডার পেয়েছেন।

পুতিন আসছেনই

মস্কো, ২ ডিসেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারত সফরে আসছেন। শুধু তারিখটা ঠিক হয়নি। তারিখ ঠিক হবে নতুন বছরের গোড়ার দিকে। পুতিনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উষাকভ একথা জানিয়ে বলেন, ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতেই প্রথম সফরে যাবেন পুতিন।

'ঝাড়ু' হাতে শিক্ষক

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ২০২৫-এ দিল্লি বিধানসভার নির্বাচন। তার আগে চমক। ইউপিএসসির শিক্ষক তথা মোটিভেশনাল স্পিকার অবধ ওঝা সোমবার কেজরিওয়াল ও মণীশ সিসোদিয়ার উপস্থিতিতে আমআদমি পার্টিতে যোগ দিলেন। শোনা যাচ্ছে তাঁকে নির্বাচনে দলীয় টিকিট দেওয়া হবে। তিনি জনপ্রিয় শিক্ষক। ইউপিএসসি পরীক্ষার কোচিং করান। আপের আশা, অবধ ওঝার যোগ দলের সাফল্য বাড়াবে। অবধ জানিয়েছেন, রাজনীতিতে এসে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য।

ধসে নিখোঁজ পরিবারের ৭

চেন্নাই, ২ ডিসেম্বর : ঝড় থামলেও 'ফেনজল'-এর প্রভাবে তৈরি নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি উপকূলে। এর মাঝে তিরুআন্নামালাই এলাকায় বিশাল ধস নামে। সেই ধসে মটির নীচে চাপা পড়ে যান একই পরিবারের ৭ জন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তবে তাদের বেঁচে থাকার আশা খুবই ক্ষীণ। প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। প্রবল বৃষ্টির জেরে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকা থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে মাঠে নেমেছে ভারতীয় সেনাও।

মহারাষ্ট্রে নাড্ডার দূত

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রের কুর্সি জট অব্যাহত। অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠকেও জট কাটেনি। নির্বাচন ফলের ১০ দিন পরেও মারাঠাবাসী পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কে তা এখনও ধোঁয়াশায়। এরই মাঝে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করলেন জেপি নাড্ডা। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে দলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষদীয় নেতা নির্বাচন করা হবে।

পুলিশ বোনকে কোপ ভাইয়ের

হায়দরাবাদ, ২ ডিসেম্বর : এবার সম্মান হত্যার ঘটনা দক্ষিণ ভারতে। বাড়ির অমতে অসবর্ণ বিয়ে মানতে পারেনি পরিবার। তার জেরে বোনকে কুপিয়ে মারল ভাই বলে অভিযোগ। নাগমণি নামে ওই তরুণী পুলিশের কনস্টেবল পদে ছিলেন। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার রঙ্গারেড্ডি জেলায় রাইপোল গ্রামে। পুলিশ নাগমণির ভাই অভিযুক্ত পরমেশকে খুঁজছে। তদন্ত চলছে। মামলা রুজু হয়েছে।

মৃত্যু তরুণ আইপিএসের

বেঙ্গালুরু, ২ ডিসেম্বর : চাকরি করা আর হল না কর্ণাটক ক্যাডারের তরুণ আইপিএস অফিসার হর্ষ বর্ধনের। প্রথম পোস্টিংয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁর। রবিবার কর্ণাটকের হাসানে মারা গেলেন ২৬ বছরের আইপিএস হর্ষবর্ধন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হাসান-মাইশুরু হাইওয়ে সীমানার কিত্তনে দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মারা যান তিনি। চালকের অল্পবিস্তর চোট লাগে।

ছেলেকে ক্ষমা বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ২ ডিসেম্বর : শাস্তি হল না। ক্ষমা পেলেন প্রেসিডেন্ট বাবার সৌজন্যে। কর ফাঁকি ও অবৈধভাবে বন্দুক রাখার মামলায় দোষী সাব্যস্ত ছেলে হান্টার বাইডেনকে রবিবার ক্ষমা করে দিলেন বিদায়ি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে বাইডেন বলেছেন, 'আমি আমার ছেলে হান্টারকে ক্ষমা করার জন্য স্বাক্ষর করেছি। ছেলে বলেই সই করলাম। এটি নিঃশর্ত ক্ষমা।' এই ক্ষমা প্রত্যাহারের ক্ষমতা ভাবী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেই।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে পেট্রাপোলে শুভেন্দুর সভা

বাংলাদেশকে ভাতে মারার হুমকি

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : হাতে না মেরে বাংলাদেশকে ভাতে মারার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণে ঢাকার ওপর চাপ বাড়াতে এবার সরাসরি পণ্য রপ্তানি আটকে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু। পাশাপাশি মেরুকরণের রাজনীতিতে শান দিতে সংখ্যালঘু তোষণের প্রশ্নে বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক আসনে বসিয়ে কার্যত তুলোধোনা করলেন শুভেন্দু। সোমবার বনগাঁর পেট্রাপোলে সভার আগেই ভারত থেকে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করা নিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন শুভেন্দু। এদিন সকাল ৬টা থেকেই কার্যত সীমান্ত দিয়ে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই ঘটনাকে তুলে ধরে এদিনের সভা থেকে বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আজ ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ হল। এটা ট্রেলার দেখালাম। এরপরেও যদি আক্রমণ বন্ধ না হয়, তাহলে সাতদিন বাদে টানা ৫ দিন পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেব। '২৫ সালে লাগাতার বন্ধ হবে রপ্তানি। আলু, পেঁয়াজ কী করে খায় ইউনূস তা দেখাব।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি গত ১০ দিন ধরে দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে রয়েছে। অথচ তাদের দল বলছে সব আটকে দেব। এই বিষয়ে আমাদের কোনও এক্তিয়ার নেই।' বিধানসভার বাইরে বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'এক্তিয়ার ঠিক করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোভা পায় না। বিরোধী দলনেতার এক্তিয়ার দেখার আগে উনি ওনার দলের হুমায়ুন কবীর, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের এক্তিয়ার দেখুন।' সম্প্রতি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর চাপ তৈরি করতে দিল্লির সরকারের কাছে আর্জি জানানোর কথা বলেছিলেন শুভেন্দু। এদিন সেখান থেকে একধাপ এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে শান্তি সেনা পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রস্তাবকে কার্যত লুফে নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, 'জাতিসংঘের মাধ্যমে এই কাজ করতে প্রস্তাব দেওয়ার কথা আমি আগেই বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী তা মানলে সেটা তো ভালোই। আসলে এ হল ঠেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে চড়ে না।' শুভেন্দুর মতে, সবটাই কেন্দ্রের দায়িত্ব নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরও কিছু দায়িত্ব আছে। আর সেই প্রশ্নেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রকৃত সদিচ্ছার অভাব আছে। কারণ, ভোট ব্যাংকের স্বার্থেই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে সরব নন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকার। শুভেন্দু বলেন, 'ওপারে ইউনূস যা, এপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই।'

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে পেট্রাপোল সীমান্তে বিক্ষোভ মিছিলে শুভেন্দু অধিকারী।

সংসদে তৃণমূল

সংসদে বাংলাদেশ নিয়ে সরব হতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'স্পিকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সরকারকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের পাশে থাকবে তৃণমূল। সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, হত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি আমাদের গভীর উদ্বেগের কারণ। স্পিকার আগামীকাল এই ইস্যুটি জিরো আওয়ারে তোলার অনুমতি দেবেন বলে আশা করছি।'

> এটা ট্রেলার দেখালাম। এরপরেও যদি আক্রমণ বন্ধ না হয়, তাহলে সাতদিন বাদে টানা ৫ দিন পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেব। '২৫ সালে লাগাতার বন্ধ হবে রপ্তানি। আলু, পেঁয়াজ কী করে খায় ইউনূস তা দেখাব।
>
> শুভেন্দু অধিকারী

শপথে রাজ্যপাল থাকলেও নেই পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বিধানসভায় রাজ্যপালের শপথ বয়কট বিজেপির। বিধানসভায় উপস্থিত থেকেও এদিন সদ্যসমাপ্ত উপনির্বাচনে জেতা ৬ তৃণমূল বিধায়কের শপথে যোগ দিল না বিজেপি। যদিও বিজেপির দাবি, তারা বয়কট করেনি, তারা শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেননি।

এবারই প্রথম বিধানসভায় শপথ দিতে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। নবান্ন-রাজভবনকে ঘিরে বাগযুদ্ধ আর দীর্ঘ তিক্ততার পর রাজ্যপালের এদিনের বিধানসভায় আসাকে ঘিরে আশা-নিরাশার দোলা ছিল রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক মহলের আগ্রহ ছিল শপথকে উপলক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেয় সেদিকেও। এই আবহে সোমবার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিধানসভায় পৌঁছোন রাজ্যপাল। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিধানসভার পোটিকোয় আগেই হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় পৌছে আম্বেডকারের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাজ্যপাল। এরপর অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ, শপথ অনুষ্ঠান সেরে বিধানসভা থেকে প্রস্থান সবটাই ছিল রীতিমাফিক। শপথবাক্য পাঠ করে সব তৃণমূল বিধায়কই এদিন নিয়ম করে জয় বাংলা ও মুখ্যমন্ত্রীর নামে জয়ধ্বনি করেছেন রাজ্যপালের সামনেই। শপথ অনুষ্ঠানের শেষে চেয়ার ছেড়ে নেমে এসে মুখ্যমন্ত্রীর দিকে হাতজোড় করে নমস্কার সেরে ফেরার রাস্তা ধরেছেন রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর সামনের আসনে বসা ব্রাত্য বসুর কাছে এসেও স্মিত হাসেন তিনি। বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ ছাড়ার সময়েও ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে শাসকদলের বিধায়কদের 'জয় বাংলা', 'জয় মমতা' স্লোগান দিতে শোনা গিয়েছে। এদিন বিধানসভায় থেকেও শপথগ্রহণে উপস্থিত ছিল না বিজেপি। ফলে বিরোধী আসন ছিল শূন্য। সেটাও হয়তো কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল তাঁকে। যদিও মুখে তাঁর কোনও প্রকাশ ছিল না। শেষমেশ বিধানসভার গাড়ি-বারান্দা থেকে গাড়িতে ওঠার আগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে হাতজোড় করলেন। প্রতি নমস্কার জানালেন মুখ্যমন্ত্রীও। কিন্তু ওই অবধি কোনও কথা হল না রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর। এরপর অধ্যক্ষের দেওয়া ফুলের স্তবক হাতে নিয়ে ঢুকে গেলেন গাড়ির মধ্যে। রাজ্যপালের গাড়ির কনভয় বিধানসভা ছাড়ার আগে পর্যন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, এদিনের শপথে আদৌ কি কমল নবান্ন-রাজভবনের দূরত্ব?

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু কথা হল না

আদানি কাণ্ডে সংসদে এখনও অচলাবস্থা

ঘরে-বাইরে কোণঠাসা কংগ্রেস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : টানা ষষ্ঠ দিন... সোমবার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা এবং রাজ্যসভা। গত কয়েকদিন আদানি ইস্যুতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংসদ অচল করার অভিযোগ উঠলেও এদিন সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা উত্তরপ্রদেশের সম্ভাল কাণ্ডের বিচার চেয়ে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

সোমবার লোকসভার কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাল ও আদানি ইস্যুতে বিরোধী দলগুলি তোলপাড় শুরু করে। বিরোধী সাংসদরা প্রশ্নোত্তর পর্বে স্লোগান দিতে শুরু করেন। উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী বিরোধীদের ক্রমাগত স্লোগানের মধ্যেই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর স্কিল ডেভলপমেন্ট সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর দেন। এইসময় সংসদে সমাজবাদী পার্টির সাংসদদের তরফে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান চলতে থাকে। কয়েকজন সাংসদ মোদানি নিয়েও স্লোগান দেন।

হট্টগোলের জেরে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুপুর ১২টা পর্যন্ত লোকসভা মুলতুবি করে দেন। যদিও অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে কংগ্রেস সাংসদ মানিকম ঠাকুর আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য লোকসভায় মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশ দেন।

দুপুর ১২টায় লোকসভার কার্যক্রম আবার শুরু হলে সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস, এনসিপি-এসপি সদস্যরা ওয়েলে নেমে সম্ভাল নিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। বিরোধী সদস্যদের স্লোগানের মধ্যেই স্পিকার সন্ধ্যা রায় কার্যসূচি অনুযায়ী সদস্যদের সংসদের টেবিলে কাগজপত্র রাখতে বলেন।

তখন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং গৌরব গগৈ বাদে কংগ্রেসের সমস্ত প্রথমসারির সাংসদ উপস্থিত থাকলেও আদানি ইস্যুতে তাঁরা একবারও সোচ্চার হননি। বিরোধীদের বক্তব্য, 'যেভাবে অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে কংগ্রেস একটিমাত্র ইস্যুকে (আদানি) সামনে রেখে পার্লামেন্টকে অচল করে রেখেছে, তাকে সমর্থন করা যায় না। সাধারণ মানুষের ইস্যুকে সংসদে তুলে ধরাই আমাদের কাজ।' যার থেকে মনে করা হচ্ছে, শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখিয়ে সংসদ ভন্ডুল হওয়ার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করছে বিরোধীশিবির। চলতি অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র আদানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংসদ অচল করার বিরুদ্ধে ছিল। এবার ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিকরাও অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহে কোনও কাজ না হওয়ায় কংগ্রেসকেই দায়ী করছে।

ইন্ডিয়া জোটের ২টি বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পথে হেঁটেই সমাজবাদী পার্টিও ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল। সমাজবাদী পার্টির এক নেতার বক্তব্য, 'আদানি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলেও এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি সম্পর্ক নেই। ফলে এই ইস্যুতে সংসদ ভন্ডুল করে দেওয়া ঠিক পথ নয়।'

সংবিধান বিতর্কে ঐকমত্য

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : শাসক-বিরোধী তর্জায় অচল সংসদ। বিরোধীদের দাবি মেনে আদানি ও সম্ভাল ইস্যুতে আলোচনায় রাজি নয় কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে শাসক-বিরোধী ঐকমত্যের ইঙ্গিত মিলল সংবিধান বিতর্ক নিয়ে। সোমবার স্পিকার ওম বিড়লার সভাপতিত্বে হওয়া সর্বদলীয় বৈঠকে সংবিধান বিতর্ক নিয়ে আলোচনায় একমত হয়েছে দু-পক্ষ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, লোকসভায় ১৩ এবং ১৪ ডিসেম্বর এবং রাজ্যসভায় ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর সংবিধান নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। রিজিজু বলেন, 'সংসদের কাজকর্ম ব্যাহত করা উচিত নয়। আমরা সব বিরোধী দলের নেতাদের কাছে সভার কাজ চালু রাখার জন্য আবেদন জানিয়েছি। আশা করি আমরা আগামীকাল (মঙ্গলবার) থেকে সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারব।'

কেন্দ্রকে তোপ মমতার

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রেল সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার অসহযোগিতায় রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ পানীয় জলের সংযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সোমবার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা বলে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে বলেন, 'ওদের অবিলম্বে সহযোগিতা করতে বলুন। না হলে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিতে হবে।' পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রেলের জন্য ১ লক্ষ ৩৪ হাজার পরিবার, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জন্য ১ লক্ষ ১৮ হাজার পরিবার পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একইভাবে ডিভিসির জন্যও প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবার জল পাচ্ছেন না।' মুখ্যমন্ত্রী এদিন কেন্দ্রের সমালোচনা করে বলেন, 'ভোট এলেই বিজেপি বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তাদের অসহযোগিতার জন্যই এই জল দেওয়া যাচ্ছে না।'

অয়নের জামিন হাইকোর্টে

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীলের জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। ১০ লক্ষ টাকার বন্ডে শর্তসাপেক্ষে অয়নের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ২০২৩ সালের ২২ মার্চ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। ইডির মামলাতেই জামিনের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সোমবার এই মামলাতেই জামিন পেয়েছেন সল্টলেকের ব্যবসায়ী অয়ন। তবে এখনই তাঁর জেলমুক্তি হবে না। কারণ, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। সেই মামলায় এখনও তাঁর জামিন হয়নি।

আরও কর্মী নিয়োগ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বিভিন্ন দপ্তরে রাজ্যে প্রায় দেড় হাজার কর্মী নিয়োগ হবে। সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক দু-ধরনের কর্মী নেওয়া হবে। এর মধ্যে ৫৮৩ জন চুক্তিভিত্তিক জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে নেওয়া হবে। এছাড়াও গোটা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা অনুযায়ী একজন করে আইনজীবী নিয়োগ করা হবে সরকারের তরফে। সবচেয়ে বেশি কর্মী নিয়োগ হবে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরে।

তলব কোর্টের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে হুমকি সংস্কৃতি ও ভাঙচুরের মামলায় কেস ডায়েরি তলব করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ৫ সেপ্টেম্বর ওই মেডিকেল কলেজে ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় দুটি অভিযোগ দায়ের হয়। সোমবার চিকিৎসক মনোজিৎ মুখোপাধ্যায়ের দায়ের করা এফআইআরের কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেয় রাজ্য। তবে ওই ঘটনায় অধ্যক্ষের দায়ের করা এফআইআরের কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

নয়াদিল্লির সীমানায় পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙলেন কৃষকরা। সোমবার নয়ডায়।

রাজধানীতে ফের কৃষক আন্দোলন

ব্যারিকেড ভেঙে মিছিলে যানজট

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : আশঙ্কাই সত্যি হল। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মাঝে কৃষক আন্দোলন ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লি। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের সংসদ ভবন অভিযানের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল দিল্লির পথঘাট। যানজটে নাকাল হলেন নিত্যযাত্রীরা। সংসদ অধিবেশনের সময় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হওয়ায় যথেষ্ট অস্বস্তিতে কেন্দ্র।

সোমবার দুপুর ১২টায় সংসদ ভবন অভিযানে নামেন কৃষকরা। মিছিল শুরু হয় নয়ডার মহামায়া উড়ালপুল থেকে। ভারতীয় কৃষক পরিষদ (বিকেপি), কিষান মজদুর মোর্চা (কেএমএম) এবং সংযুক্ত কিষান মোর্চার (এসকেএম) মতো সংগঠনের নেতৃত্বে কৃষকরা হেঁটে এবং ট্র্যাক্টরে চড়ে দিল্লির দিকে এগিয়ে যান। নয়ডার দলিত প্রেরণা স্থলের কাছে পঞ্জাব থেকে আসা কৃষকদের দেখা যায় পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতে। তবে পুলিশের সঙ্গে আলোচনার পর অবরোধ তুলে নেন কৃষকরা। যৌথ পুলিশ কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা) শিবহরি মীনা জানান, 'কৃষকরা আজ দিল্লি চলো মিছিল শুরু করার পর আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। আলোচনার পর কৃষকরা রাস্তা থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।'

বিকেপি নেতা সুখবীর খলিফার দাবি, গৌতম বুদ্ধ নগর, বুলন্দশহর, আলিগড়, আগরা সহ অন্তত ২০টি জেলার কৃষকরা এদিনের মিছিলে অংশ নিয়েছেন। পুলিশ মিছিল আটকানোর চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। দাবিদাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

কৃষক বিক্ষোভ সামাল দিতে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয় দিল্লি সীমানা সহ একাধিক এলাকায়। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সাগর সিং কলসি বলেন, 'সব সীমানায় আমরা ব্যারিকেড করেছি এবং দাঙ্গা দমনের সরঞ্জাম তৈরি রাখা হয়েছে। মিছিলের জন্য সাধারণ মানুষের যাতে ভোগান্তি না হয় তার জন্য একাধিক জায়গায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এছাড়া ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চলেছে।' যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় কুমার জানান, 'সংসদ অধিবেশনের কারণে রাজধানীতে ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ সীমানা যেমন ডিএনডি ও কালিন্দি কুঞ্জে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়।'

রাজ্যসভায় পিছনের সারিতে সুখেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : প্রথম সপ্তাহে গরহাজির ছিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্যসভায় দেখা গেল তাঁকে। কিন্তু সামনে নয়, পিছনের সারিতে গিয়ে বসলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের একদা চিফ হুইপ সুখেন্দুশেখর রায়। শেষ বেঞ্চে বসার আবেদন জানিয়ে আগেই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে চিঠি দিয়েছিলেন সুখেন্দু। সেই অনুযায়ী সোমবার কক্ষের শেষ বেঞ্চে বসেন সুখেন্দুশেখর রায় তিনি। তৃণমূল শিবিরের দাবি, 'আরজি কর কাণ্ডে দলের বিপরীতে গিয়ে দলের মধ্যে কোণঠাসা হওয়ায় তিনি দলের থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন।' যদিও সুখেন্দুর মতে, 'আমি অসুস্থ। অতদূর হেঁটে যাওয়া কষ্টকর। তাই আসন পরিবর্তন করেছি।' তবে সুখেন্দুশেখরের সঙ্গে একই সারিতে রয়েছেন তৃণমূলের একজন নতুন সাংসদও। সম্প্রতি দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়। এরপর রাজ্যসভায় পিছনের সারিতে বসা নিয়ে দলত্যাগের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন সুখেন্দু।

সরকার ও বিরোধী সাংসদদের 'মুভি ডে'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন ছিল সরকার এবং বিরোধী পক্ষের জন্য কার্যত 'মুভি ডে।' একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদের বালাযোগী স্টেডিয়ামে বিজেপির সাংসদদের নিয়ে বিকেল চারটে থেকে দেখলেন 'সবরমতী রিপোর্ট'। অন্যদিকে সপার রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চনের নেতৃত্বে বিরোধী সংসদরা সন্ধে সাতটা থেকে চাণক্য অডিটোরিয়ামে দেখলেন অভিষেক বচ্চন অভিনীত,'আই ওয়ান্ট টু টক' সিনেমাটি।

সবরমতী রিপোর্ট সিনেমাটি দেখার সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্যও। ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ এবং বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা জিতেন্দ্র সহ একাধিক ব্যক্তি।

সিনেমাটি গোধরা কাণ্ডের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে এবং উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সহ বেশ কয়েকটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে ইতিমধ্যেই করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এই ছবির প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে।

ছবিটি সমর কুমার নামে এক সাংবাদিক গোধরা কাণ্ডের প্রমাণ সংগ্রহ করে দুর্নীতি ও মিথ্যা খবর ছড়ানো সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে উপস্থিত ছিলেন বালাযোগী স্টেডিয়ামে। স্ক্রিনিংয়ের পরে, মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ছবির নির্মাতাদের প্রশংসা করে বলেন, 'সহকর্মী এনডিএ সাংসদের সঙ্গে 'দ্য সবরমতী রিপোর্ট'-এর স্ক্রিনিংয়ে অংশ নিয়েছিলাম। আমি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের তাদের প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করি।'

সাংসদ জয়া বচ্চনের নেতৃত্বে বিরোধী সাংসদরা দেখলেন সুজিত সরকারের নির্দেশিত 'আই ওয়ান্ট টু টক' সিনেমাটি। অর্জুন সেন নামে এক অসাধারণ মার্কেটিং বিশেষজ্ঞের গল্প তুলে ধরা হয়েছে, যিনি জীবনের প্রতি নতুন করে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

টেন্ডার কারচুপিতে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় টেন্ডার কারচুপিতে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে আদালতে দাবি করল সিবিআই। সোমবার তাদের বক্তব্য, আর্থিক দুর্নীতিতে ধৃত সন্দীপ ঘোষ, বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরা সহ প্রত্যেকে দুর্নীতি চক্রে জড়িত। সরকারি হাসপাতালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য এই চক্র তৈরি করা হয়। আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাতেও এদিন শিয়ালদা আদালতে সন্দীপ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে আদালতে হাজির করানো হয়। ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁদের হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এদিন এইমসের দুই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও টালা থানার এক কনস্টেবলের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

এদিন আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে বিপ্লবের জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই জানায়, এই ব্যক্তি ১৫টি হাসপাতালে চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহ করত। এর মধ্যে একটি ওড়িশার হাসপাতালও রয়েছে। এখনই তাঁর জামিন হলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারে। আরজি কর কাণ্ডের জেরে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল থেকে অভীক দে'কে সাসপেন্ড করা হয়।

বৈঠক নিষ্ফলা

আলু ধর্মঘট বহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে বৈঠকেও কাটল না সমস্যা। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আলু রপ্তানি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আশ্বাস না মেলায় সোমবার রাত থেকে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অনড় ব্যবসায়ীরা। ফলে মঙ্গলবার থেকেই খোলা বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ভিনরাজ্যে রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, 'বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে অন্য রাজ্যে আলু পাঠিয়ে বাড়তি মুনাফা লুটবে, আর আমি ইনসুরেন্সের ব্যবস্থা করব, দুটো জিনিস একসঙ্গে চলতে পারে না। এই জিনিস আমি বরদাস্ত করব না।' মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, বাংলাকে বঞ্চিত করে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো যাবে না। আগে বাংলা, তারপর বাকিরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আলুর দাম বাড়লে আমরা কিনে সুফল বাংলায় সাপ্লাই করি। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের ব্যবসার জন্য বাইরে রপ্তানি করছে। এটা হতে পারে না।' যে সমস্ত আলু ব্যবসায়ী সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে ভিনরাজ্যে আলু পাঠিয়েছেন, পুলিশ সেইসমস্ত আলুর গাড়ি আটক করেছে।

খেলায় আজ

২০১৮ : ব্যালন ডি'অর জিতলেন ক্রোয়েশিয়ার লুকা মডরিচ। ২০০৭ সাল থেকে ব্যালন জয়ে লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আধিপত্যে ছেদ ফেললেন।

সেরা অফবিট খবর

ব্র্যাডম্যানের টুপি নিলাম

১৯৪৭-'৪৮ সালে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেষ টেস্ট সিরিজের ব্যাগি গ্রিন টুপি নিলামে তুলছে বোনহামস। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে টুপিটি নিলামে তোলা হবে। আনুমানিক মূল্য রাখা হয়েছে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকার সমান।

ভাইরাল

১০ বছরের অপেক্ষা

রোহিত শর্মার সমর্থকের দীর্ঘ ১০ বছরের অপেক্ষা শেষ হল রবিবার ক্যানবেরায়। গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়ে অনুরাগীদের বাড়িয়ে দেওয়া জার্সি-ব্যাটে সই দেওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠেন, 'প্লিজ রোহিত ভাই ১০ বছর অপেক্ষা করে আছি।' এই সময় ভারতীয় অধিনায়ককে উদ্দেশ্য করে অনেকে মুম্বইয়ের রাজা বলতে থাকেন।

ইনস্টা সেরা

আবু ধাবি টি১০ লিগে দিল্লি বুলসের টিম ডেভিডের শট বাউন্ডারি পার হওয়া আটকাতে দৌড়াচ্ছিলেন স্যাম্প আর্মির ফাফ ডু প্লেসি। একই সময়ে সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বল বয় নীচু হয়েছিলেন বল ধরতে। তাঁদের মধ্যে ধাক্কা লাগার মুহূর্তে বল বয়ের কাঁধের সাহায্যে ডু প্লেসি ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বোর্ডের পেছনে গিয়ে পড়েন।

সংখ্যায় চমক

১৫.৫-১০-৫-৪

দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেডেন সিলস কৃপণতম বোলিংয়ের নজির গড়লেন। ১৫.৫ ওভার বল করে তিনি ৫ রান দিয়ে তুলে নেন ৪ উইকেট। ১৯৭৮ সাল থেকে টেস্টে ন্যূনতম ১০ ওভার বোলিং করা বোলারদের মধ্যে তিনি কৃপণতম।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. রাম স্লাম কাপ কোন দেশের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. জো রুট, ২. অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

সঠিক উত্তরদাতারা

সবুজ উপাধ্যায়, দেবজিৎ মণ্ডল, শিবেন্দ্র বীর, অভিজ্ঞান বণিক, নির্মল সরকার, অনির্বাণ রায়।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে জল্পনা অব্যাহত

দলে যোগ দিলেন কোচ গম্ভীরও

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর : কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা! টিম ইন্ডিয়া এখন মেজাজি। ফুরফুরেও।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে দুর্দান্ত জয়। সেই জয়ের রেশ ধরেই ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ সেরে আজ অ্যাডিলেডে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেড ওভালেই শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টের আগে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে স্বস্তি ও অস্বস্তি, দুটোই রয়েছে প্রবলভাবে।

স্বস্তির নাম কোচ গৌতম গম্ভীর। গত ২৬ নভেম্বর আচমকাই পারথ থেকে ব্যক্তিগত কারণে তাঁকে দিল্লি ফিরতে হয়। আজ অ্যাডিলেডে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কোচ গম্ভীর। মঙ্গলবার সকালে অ্যাডিলেড ওভালে দলের অনুশীলনেও তাঁর হাজির থাকার কথা। অস্বস্তির নাম দলের ব্যাটিং অর্ডার। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে চলা গোলাপি টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে এখনও বিস্তর ধোঁয়াশা রয়েছে। গতকাল ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠে ৫০ ওভারের অনুশীলন ম্যাচের পরও ধোঁয়াশা কাটেনি। বরং ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বেড়েছে জল্পনার বহর।

পারথ টেস্টের মতোই অনুশীলন ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কেএল রাহুল ওপেন করেছেন। ভারতীয় দল কি অ্যাডিলেডেও ওপেনিং জুটি অপরিবর্তিত রাখবে? যদি তাই হয়, তাহলে অধিনায়ক রোহিত শর্মা কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন? গতকালের অনুশীলন ম্যাচে রোহিত চার নম্বরে নেমেছিলেন। বিরাট কোহলি অনুশীলন ম্যাচে না খেলার কারণে রোহিত চার নম্বরে ব্যাটিং করেছিলেন। তিন নম্বরে নেমেছিলেন শুভমান গিল। দিন-রাতের গোলাপি টেস্টে অধিনায়ক রোহিতের ব্যাটিংঅর্ডার নিয়ে জল্পনা তাই ক্রমশ বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে, অ্যাডিলেড টেস্টে হিটম্যান মিডল অর্ডারেই ব্যাটিং করবেন। অন্তত অনুশীলন ম্যাচের সুবাদে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। বলা হচ্ছে, দলের স্বার্থে নিজের ব্যাটিং অর্ডারের সঙ্গে আপস করলেন ভারত অধিনায়ক। সত্যিই কি তাই? জবাব নেই। রাতের দিকে টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, অ্যাডিলেড টেস্টে সম্ভবত ছয় নম্বরে ব্যাটিং করবেন অধিনায়ক রোহিত।

অ্যাডিলেডে পৌঁছে গেলেন রোহিত শর্মা। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু শুক্রবার থেকে।

অ্যাডিলেড পৌঁছানোর পর ভারতীয় দলের সঙ্গে সফররত সাংবাদিকরা সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে ফের সম্ভাব্য ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু গম্ভীরের সহকারি 'নো কমেন্টস' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। আগামীকাল অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন রয়েছে। কাল-পরশুর অনুশীলনের মাধ্যমেই হয়তো স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য ব্যাটিং কম্বিনেশন। দেবদত্ত পাডিক্কাল ও ধ্রুব জুরেলের বাদ পড়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তাঁদের পরিবর্ত হিসেবেই রোহিত-শুভমানরা প্রথম একাদশে ঢুকবেন অ্যাডিলেড টেস্টে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদেরও অ্যাডিলেড টেস্টে প্রথম একাদশের বাইরেই থাকতে হবে বলে খবর। ওয়াশিংটন সুন্দরেই ভরসা রাখতে চলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

বিরাটের পয়া মাঠ অ্যাডিলেড। বহু স্মরণীয় ইনিংস রয়েছে তাঁর এই মাঠে। একইসঙ্গে ভারত অধিনায়ক হিসেবে কোহলির বিশাল লজ্জা ও যন্ত্রণার সাক্ষীও এই মাঠ। টিম ইন্ডিয়ার শেষ সফরের সময় এই অ্যাডিলেডেই ৩৬ অল আউটের লজ্জা ও যন্ত্রণা আজও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। সেই ম্যাচে হারের পর টিম ইন্ডিয়া বাকি সিরিজে দাপট দেখিয়ে ইতিহাস গড়ে সিরিজের দখল নিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু যন্ত্রণাটা এখনও তাজা। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া পারথ টেস্টে যতই হতাশ করে থাকুক না কেন, গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে প্যাট কামিন্সদের অতীত রেকর্ড দুর্দান্ত।

শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা অ্যাডিলেড যুদ্ধে সেই নজিরও এবার বদলায় কি না, সেটাই দেখার।

অ্যাডিলেডে মার্শ হয়তো শুধু ব্যাটার

গোলাপি বল নিয়ে সতর্ক স্মিথ

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর : লাল বলের দ্বৈরথে পারথ-বিপর্যয়।

গোলাপি বলের দিনরাতের টেস্টে যে ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চ্যালেঞ্জ। অ্যাডিলেডে গত দ্বৈরথে ভারতকে ৩৬-এ গুটিয়ে দেওয়া আপাতত অতীত অস্ট্রেলিয়ার কাছে। বর্তমান প্যাট কামিন্সদের অন্দরমহলজুড়ে পারথ বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার মরিয়া তাগিদ। অ্যাডিলেডে এদিনের অজি প্র্যাকটিসে সেই তাগিদের প্রতিফলন।

ক্যানবেরা থেকে এদিনই অ্যাডিলেডে পা রেখেছে ভারত। আগামীকাল অনুশীলনে নেমেও পড়বে। প্যাট কামিন্সরা অবশ্য দ্রুত ফাঁকফোকর মেরামতি শুরু করে দিয়েছেন। অজি শিবিরের জন্য স্বস্তির খবর, মিচেল মার্শ মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত। প্রথম টেস্টে খেললেও বোলিংয়ের সময় সমস্যায় পড়েছিলেন। আগাম সতর্কতা হিসেবে মার্শের পরিবর্ত হিসেবে তাসমানিয়ার অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারকে দলের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যদিও এদিন অ্যাডিলেডে পা রেখে মার্শ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত। শরীর ঠিক আছে। অ্যাডিলেডে খেলতে কোনও সমস্যা হবে না। তবে অজি শিবির সূত্রের খবর, বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই সম্ভবত খেলবেন অস্ট্রেলিয়ার টি২০ দলের অধিনায়ক। চোটের জন্য সিরিজে আগেই নেই পেস অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। মার্শ যদি বল না করেন, তাহলে পেস ব্রিগেডে ভারসাম্য নষ্ট হবে।

> গোলাপি বল এবং দিন-রাতের ফ্যাক্টর সামলানো সহজ হবে না। পাশাপাশি কোন পজিশনে ব্যাটিং করতে নামছ এবং কোন সময়ে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। লাল বলের তুলনায় গোলাপি বল কিছুটা আনপ্রেডিক্টেবল।
>
> **স্টিভেন স্মিথ**

জোশ হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতি ইতিমধ্যেই চাপ বাড়িয়েছে। যা নিয়ে বিতর্কের গন্ধ পাচ্ছেন অনেকে। অবশ্য হ্যাজেলউডের সম্ভাব্য বিকল্প স্কট বোল্যান্ডের গোলাপি টেস্টের রেকর্ড সমীহ করার মতো। দুইটি পিঙ্ক বল টেস্টে ১৩.৭১ গড়ে ঝোলায় ৭ উইকেট। অবশ্য মানুকা ওভালের প্রস্তুতি ম্যাচে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে বোল্যান্ডের (উইকেটহীন) বিরুদ্ধে স্বস্তির ঢেকুর ভারতীয় শিবিরে।

বোল্যান্ড যদিও আত্মবিশ্বাসী হ্যাজেলউডের অভাব দূর করতে। বলেছেন, 'পারথে গোলাপি বলে নেট সেশন করেছিলাম। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে কয়েকটা দিন হাতে রয়েছে। তার মধ্যে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি সেরে নিতে পারব।' দিনরাতের টেস্ট, গোলাপি বল-বোলারদের জন্য সহায়ক পরিবেশ। ব্যাটারদের জন্য উলটো পরিস্থিতি। ছন্দ হাতড়ে বেড়ানো স্টিভ স্মিথ তা স্বীকারও করে নিচ্ছেন।

স্মিথের মতে, ব্যাটারদের জন্য চ্যালেঞ্জ গোলাপি বল। 'গোলাপি বল এবং দিন-রাতের ফ্যাক্টর সামলানো সহজ হবে না। পাশাপাশি কোন পজিশনে ব্যাটিং করতে নামছ এবং কোন সময়ে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। লাল বলের তুলনায় গোলাপি বল কিছুটা আনপ্রেডিক্টেবল। ক্রিকেট বেসিক বজায় রেখে ব্যাটারদের বাড়তি ফোকাস রাখতে হবে,' বলেছেন স্মিথ। আপাতত দেখার সেই শর্ত পূরণ করে গোলাপি বলের দ্বৈরথে কে বা কারা বাজিমাত করে।

দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর আগে স্টিভেন স্মিথ। অ্যাডিলেডে সোমবার।

ভরতের পরামর্শে বদলে যান সিরাজ

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর : সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। ফর্মেও ছিলেন না। এমনকি টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ থেকে তাঁকে বাদও পড়তে হয়েছিল।

দেশের মাটিতে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড সিরিজের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে নতুন শুরু করেছেন মহম্মদ সিরাজ। ফিরে পেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া ছন্দ। যার প্রমাণ পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে সিরাজের পাঁচ উইকেট পাওয়া। ক্যানবেরায় অনুশীলন ম্যাচেও একটি উইকেট পেয়েছেন তিনি।

> মরকেলের সঙ্গেও কাজ করছি। অনেক পরামর্শ তাঁর থেকেও পাচ্ছি। কিন্তু ভরত স্যর আমায় ক্রিকেটের বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে সতর্ক করে দেওয়ায় আমার সুবিধা হয়েছে। আসলে ভরত স্যর বহু বছর ধরে আমায় চেনেন বলেই তাঁর পক্ষেও আমার সমস্যাটা বুঝে পরামর্শ দেওয়ার কাজটা করতে সুবিধা হয়েছে।
>
> **মহম্মদ সিরাজ**

কীভাবে সম্ভব হল সিরাজের এমন পরিবর্তন? অস্ট্রেলিয়ার এক সংবাদমাধ্যমে এই ব্যাপারে মুখ খুলেছেন ভারতীয় পেসার। তাঁর ফর্মে ফেরার নেপথ্য নায়ক হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচ ভরত অরুণের কথা বলেছেন তিনি। সিরাজ জানিয়েছেন, ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া রওনা হওয়ার আগে হায়দরাবাদে তিনি তাঁর প্রিয় ভরত স্যরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আর পেয়েছিলেন মূল্যবান পরামর্শ। কী সেই পরামর্শ? সিরাজের কথায়, 'ভরত স্যর দীর্ঘসময় ধরে আমায় চেনেন। আমার বোলিং সম্পর্কেও উনি ওয়াকিবহাল। টেকনিকাল কিছু পরামর্শ দেওয়ার পাশে উনি আমায় বলেছিলেন, মনের আনন্দে বোলিং করতে। আমি ঠিক সেটাই করে চলেছি। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোন লেংথে বোলিং করলে সফল হওয়া সম্ভব, তাও আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ভরত স্যর।'

ভরত অরুণ এখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান বোলিং কোচ মরনি মরকেল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন জোরে বোলারের থেকেও বিস্তর পরামর্শ পেয়েছেন বলে জানাচ্ছেন সিরাজ। তাঁর কথায়, 'মরকেলের সঙ্গেও কাজ করছি। অনেক পরামর্শ ওঁর থেকেও পাচ্ছি। কিন্তু ভরত স্যর আমায় ক্রিকেটের বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে সতর্ক করে দেওয়ায় আমার সুবিধা হয়েছে। আসলে ভরত স্যর বহু বছর ধরে আমায় চেনেন বলেই ওঁর পক্ষেও আমার সমস্যাটা বুঝে পরামর্শ দেওয়ার কাজটা করতে সুবিধা হয়েছে।'

প্রস্তুতির ফাঁকে নভদীপ সাইনির সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ।

বিভাজনের তত্ত্ব উড়িয়ে প্রত্যাঘাতের হুংকার হেডের

গাভাসকার রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন জোশকে নিয়ে

সিডনি, ২ ডিসেম্বর : একটা হার বদলে দিয়েছে চারপাশের আবহ।

পারথ-বিপর্যয়ে প্রশ্নচিহ্ন টিম অস্ট্রেলিয়ার সাজঘরের একতা নিয়েও। পারথে জোশ হ্যাজেলউডের 'ব্যাটারদের জিজ্ঞাসা করুন' মন্তব্যে বিভাজনের গন্ধ থাকলেও এদিন সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাভিস হেড। পারথে ব্যর্থ অজি ব্যাটিং বিভাগের একমাত্র ব্যতিক্রম হেডের দাবি, দলে কোনওরকম বিভাজন নেই। ব্যাটার ও বোলার, প্রত্যেকের থেকেই সেরাটা প্রত্যাশা করে দল।

বিভাজনের তত্ত্ব উড়িয়ে হেডের যুক্তি, ব্যাটিং-বোলিং পরস্পরের পরিপূরক। ব্যাটার হিসেবে বোলারদের জন্য মঞ্চটা তৈরি করে দিতে চান। বিশ্বাস, পারলে বাকি দায়িত্বটা ঠিক সামলে নেবে বোলাররা। এর মধ্যে ব্যাটিং গ্রুপ, বোলিং গ্রুপ, এই রকম বিভাজন খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

সুনীল গাভাসকার যদিও জোশ হ্যাজেলউডের হঠাৎ চোট, দ্বিতীয় টেস্টে না থাকার মধ্যে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন। মুখ খুলেই ছাঁটাই হ্যাজেলউড, সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়ে ক্যাঙারুদের খোঁচা দিতে ছাড়েননি। গাভাসকারের দাবি, 'সাংবাদিক সম্মেলনে হ্যাজেলউডের ওই মন্তব্যের কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় টেস্টে নেই ও! হয়তো বাকি সিরিজেই। অবাক করার মতো ব্যাপার। রহস্য, রহস্য। অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটে যা নিয়মিত ঘটত। এখন অস্ট্রেলিয়ায়। আমার কিন্তু দারুণ লাগছে।'

হেড অবশ্য বিতর্ক নয়, দলগত ঐক্যের জোর দিচ্ছেন। হারের ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কথাই শোনালেন। বিস্ফোরক ব্যাটারের মতে, গত সপ্তাহ (পারথ টেস্ট) মোটেই ভালো কাটেনি। গত ৩-৪ বছরে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি খুব কমই হতে হয়েছে দলকে। তবে একটা টেস্ট হার মানেই সব শেষ নয়। হাতে আরও চারটি টেস্ট রয়েছে। সাম্প্রতিক-অতীতে শুরুতে পিছিয়ে থেকে সিরিজ জেতার নজির রয়েছে। লক্ষ্য, দলগতভাবে সেরাটা দেওয়া। পারলে সিরিজের অঙ্ক ফের বদলে যাবে।

লম্বা ব্যাডপ্যাচের মধ্যে দিয়ে যাওয়া মার্নাস লাবুশেনের পাশেও দাঁড়ালেন হেড। সতীর্থকে নিয়ে বলেছেন, 'মার্নাস কয়েকদিন ধরে কয়েকটা জিনিস নিয়ে পরিশ্রম করছে। নেটে সারাক্ষণ পড়ে রয়েছে। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে হাতে আরও কয়েকটা দিন রয়েছে। নিশ্চিত, ও পরিশ্রম চালিয়ে যাবে। দীর্ঘদিন ধরে দলে ব্যাটিং দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সামলেছে। বাকি সিরিজে রানের বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবে মার্নাস।'

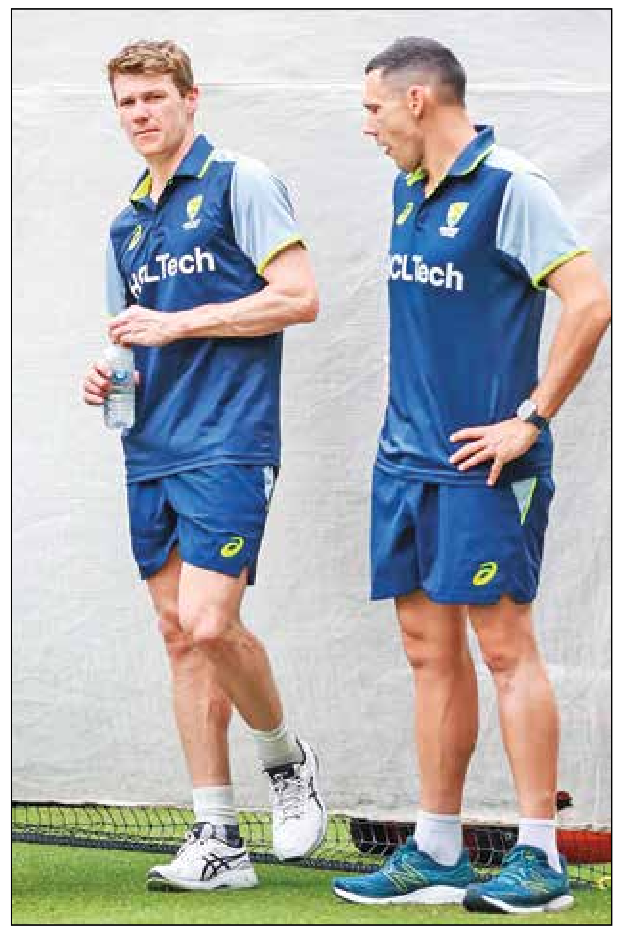

অজি স্কোয়াডের নতুন সদস্য ব্রেন্ডান ডগেটের সঙ্গে স্কট বোল্যান্ড।

বিহার ম্যাচে বড় জয়ের খোঁজে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে বাংলার নকআউট পর্ব এখনও নিশ্চিত নয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পরের পর্বের টিকিট নিশ্চিত করার জন্য টিম বাংলার লক্ষ্য এখন একটাই, বাকি থাকা দুই ম্যাচে জেতা। আরও স্পষ্ট করে বললে, বড় ব্যবধানে জেতা। সেই লক্ষ্য নিয়েই আগামীকাল রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে বিহারের বিরুদ্ধে নামছেন সুদীপ ঘরামিরা। সকাল নয়টায় শুরু খেলা। ফলে সকালের দিকে পিচে ভালোরকম আর্দ্রতা থাকবে বলেই মনে করছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। এই আর্দ্রতা কাজে লাগানোর জন্য প্রত্যাশিতভাবেই মহম্মদ সামির উপর নির্ভর করছে বাংলা দল। সঙ্গে প্রথম একাদশে কিছু পরিবর্তনের ভাবনাও রয়েছে। বিহার ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয়ের পাশাপাশি রাজস্থান যেন ম্যাচ হারে, এমন প্রার্থনাও চলছে বাংলা শিবিরে। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'টি২০ ম্যাচে আগাম পূর্বাভাস করা খুব কঠিন। তবে আমাদের জন্য অঙ্কটা পরিষ্কার, বাকি থাকা দুই ম্যাচেই জিততে হবে। তারপর দেখা যাক কী হয়।'

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

মঙ্গলবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বিহারকে বড় ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে রানরেট আরও ভালো করতে চাইছে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'মধ্যপ্রদেশ ম্যাচটা জিততে পারলে ভালো হত। কিন্তু কিছু করার নেই এখন। আমাদের সামনে তাকাতে হবে। আর বাকি দুই ম্যাচেই বড় ব্যবধানে জিততে হবে।' এদিকে, সামির ফিটনেস নিয়ে ক্রমাগত বিতর্ক চলায় বিরক্ত বাংলা শিবির। দলের অন্দরমহল থেকে বারবার দাবি করা হচ্ছে, সামি ফিট। যদিও বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির তরফে সামির ওজন কমানোর জন্য খাদ্যতালিকা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সামির ওজন কমেছেও। কিন্তু তাঁকে আরও ওজন কমানোর পরামর্শ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

ঋষভের অধিনায়কত্ব নিশ্চিত নয়, ইঙ্গিত গোয়েঙ্কার

লখনউ, ২ ডিসেম্বর : ২৭ কোটির অবাক দরে দিল্লি ক্যাপিটালস ছেড়ে লখনউ সুপার জায়েন্টস সংসারে পা রেখেছেন। সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসাবেও ধরা হচ্ছে তাঁকে। যদিও লোকেশ রাহুলের ফেলে যাওয়া নেতৃত্বের জুতোয় ঋষভ পন্থই পা গলাবেন, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এমনই ইঙ্গিত খোদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার।

নেতৃত্বের প্রশ্ন সরিয়ে রেখে গোয়েঙ্কার গলায় চারজনকে নিয়ে 'লিডারশিপ' গ্রুপের গল্প। ঋষভ ছাড়া যে গ্রুপে রয়েছেন নিকোলাস পুরান, মিচেল মার্শ ও আইডেন মার্করাম। পুরানকে ২১ কোটি টাকায় এবার ধরে রেখেছিল লখনউ। নিলামে মার্শ ও মার্করামকে নেয়। শেষপর্যন্ত কার কাঁধে নেতৃত্বের দায়িত্ব যাবে, রহস্য বজায় রেখে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেছেন, 'আমাদের দলে চারজন লিডার-ঋষভ, পুরান, মার্করাম ও মার্শ। অত্যন্ত শক্তিশালী লিডারশিপ গ্রুপ। ঋষভের জয়ের খিদে অসম্ভব। বাকিরাও সাফল্যের জন্য মরিয়া। সবমিলিয়ে দারুণ একটা দল তৈরি করেছি আমরা। কোনও টিমই দশে দশ পাবে না। তবে নিজেদের দল নিয়ে আমরা খুশি।'

> ঋষভের ভিডিও দেখেছিলাম, যেখানে খেলার গতি কম করতে নাটক করেছিল। দলের জন্য ওর এই আচরণ দারুণ লেগেছিল। তখনই ওকে নেব ঠিক করি। মৃত্যুর হাত থেকে যেভাবে ফিরে এসেছে, তা আমাকে আরও বেশি ছুঁয়ে গিয়েছে।
>
> **সঞ্জীব গোয়েঙ্কা**

অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর ট্রফি হাতে ঋষভ পন্থ।

চারজনের লিডারশিপ গ্রুপে জোর

লখনউ কর্ণধারের দাবি, যে ভাবনা নিয়ে নিলামে হাজির হয়েছিলেন, তা কার্যত পূর্ণ হয়েছে। মূল নজর ছিল মিডল অর্ডার শক্তিশালী করা। চোখ ছিল ম্যাচ ফিনিশারে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দাবি, ৩ থেকে ৮ নম্বর, লখনউ মিডল অর্ডার যে কোনও চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম। একইভাবে দেশীয় পেস অ্যাটাকের লক্ষ্যও পূরণ। ব্যাটিং-বোলিং, সব বিভাগেই ভারসাম্য রয়েছে।

নেতৃত্ব মুকুট নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও ঋষভ-বন্দনায় কার্পণ্য নেই গোয়েঙ্কার। বলেছেন, 'ঋষভের ভিডিও দেখেছিলাম, যেখানে খেলার গতি কম করতে নাটক করেছিল। দলের জন্য ওর এই আচরণ দারুণ লেগেছিল। তখনই ওকে নেব ঠিক করি। মৃত্যুর হাত থেকে যেভাবে ফিরে এসেছে, তা আমাকে আরও বেশি ছুঁয়ে গিয়েছে। সবে সাতাশ বছর বয়স ঋষভের। আশা করি পরবর্তী ১০-১২ বছর লখনউয়ের সঙ্গে থাকবে ও।'

আমনের শতরানে জয়ী ভারত

শারজা, ২ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে জাপানকে ২১১ রানের বিশাল ব্যবধানে হারাল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ৬ উইকেটে ৩৩৯ রান তোলে। অধিনায়ক মহম্মদ আমন ১২২ রানে অপরাজিত থাকেন। এছাড়াও অর্ধশতরান করেন আয়ুষ মাত্রে (৫৪) ও কেপি কার্তিকেয় (৫৭)। জবাবে জাপান ৮ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায়। সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন ওপেনার হুগো কেলি। ২টি করে উইকেট পেয়েছেন ভারতের চেতন শর্মা, হার্দিক রাজ ও কার্তিকেয়।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **অলিভিয়া ও মনামী** : আজ তোমাদের জন্মদিন, জীবন হোক রঙিন। **সুভাষপল্লি দাস পরিবারের (তরুণ ভিলা)** পক্ষ থেকে জানাই আদর ও ভালোবাসা।

চেন্নাইয়ানকে গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচ অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ওয়েন কোয়েলের দলের মুখোমুখি হবে তারা। এদিন অনুশীলনে প্রথমে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও পরে সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করালেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। কার্ড সমস্যা কাটিয়ে চেন্নাইয়ান ম্যাচে ফিরছেন নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং। তবে অনুশীলন দেখে ইঙ্গিত পাওয়া গেল, পিভি বিষ্ণুকে নাও বসাতে পারেন ব্রুজোঁ। গত শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-চেন্নাইয়ান ম্যাচ দেখতে যান তিনি। এদিন অনুশীলনের আগে প্রতিপক্ষ নিয়ে তিনি বলেছেন, 'চেন্নাইয়ান কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের কোচ ওয়েন কোয়েলের প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। চেন্নাই ফিজিক্যালি বেশ স্ট্রং টিম। সেটপিসেও বেশ ভালো। তাই ওদের গুরুত্ব দিতেই হবে।' এদিন মাঠে এলেও অনুশীলন না করেই ক্লাব ছাড়েন সাউল ক্রেসপো ও মাদিহ তালাল। পরে এই বিষয়ে কোচ বলেছেন, 'আমি দলের সকল ফুটবলারকে তরতাজা রাখতে চাই। তাই ওদের বিশ্রাম দেওয়া হয়।'

এদিকে, রবসন রোবিনহোর বিরুদ্ধে ফিফাতে অভিযোগ জানিয়েছে বসুন্ধরা কিংস। যার জন্য ইস্টবেঙ্গল রবসনকে নিয়ে আর আগ্রহী নয়। বদলে বিকল্প স্ট্রাইকারের খোঁজ চলছে লাল-হলুদ শিবিরে। হিজাজি মাহেরের পরিবর্তে এক উজবেকিস্তানের ডিফেন্ডারের সঙ্গেও কথা চালাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।

দুবাইয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি হয়তো ভারত-পাকিস্তান

দুবাই, ২ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আদৌ পাকিস্তানে হবে কিনা, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তারমাঝেই নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্টের মতে, ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে হয়তো হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ।

এদিকে, আইসিসি-র শীর্ষপদে বসেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন জয় শা। বৃহস্পতিবার ইমার্জেন্সি বোর্ড মিটিং ডেকেছেন নবাগত আইসিসি চেয়ারম্যান। সূত্রের খবর, ওইদিনই

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা হবে। জয় শা শীর্ষপদে বসার আগে জট ছাড়াতে দুইদিনের বৈঠকও ডাকে আইসিসি। কিন্তু লাভ হয়নি। হাইব্রিড মডেলে রাজি হলেও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড যে শর্ত দিয়েছে, তা পূরণ করা কঠিন। এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি-র বোর্ড মিটিংয়ের দিকেই চোখ ক্রিকেট বিশ্বের। ৫ ডিসেম্বর কী হয়, সেটাই দেখার।

বিয়ে করতে চলেছেন সিন্ধু

হায়দরাবাদ, ২ ডিসেম্বর : একদিন আগেই সৈয়দ মোদি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টনে জিতে চ্যাম্পিয়নশিপ খরা কাটিয়েছেন পিভি সিন্ধু। এবার জানা গেল ২২ ডিসেম্বর উদয়পুরে তিনি বিয়ে করতে চলেছেন হায়দরাবাদেরই ভেঙ্কট দত্ত সাইকে। এদিন সিন্ধুর বাবা পিভি রামান্না বলেছেন, 'দুই পরিবারই একে অপরের পরিচিত। কিন্তু এক মাস আগেই সবকিছু ঠিক হয়েছে।'

এমবাপের প্রশংসা

মাদ্রিদ, ২ ডিসেম্বর : রবিবার গেটাফের বিরুদ্ধে গোল পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। এদিন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার না থাকায় পছন্দের পজিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। ফলে নিজের স্বাভাবিক ছন্দে দেখা গেল তাঁকে। তাঁর প্রশংসা করে কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'এমবাপে খুব ভালো খেলেছে। গোলও করেছে। ওর কাছ থেকে এই ধরনের খেলা আমরা প্রত্যাশা করি।'

বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন ইস্টবেঙ্গল

চলছে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ চলছে বিশ্বজুড়ে।

> বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সংখ্যালঘুদের ওপর এই নিপীড়ন বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা সকল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে চাই, এই বিষয়টিকে যেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা হয়।

ওপার বাংলার উত্তেজনার আঁচ পড়েছে এপার বাংলাতেও। প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় উদ্বিগ্ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এই ক্লাবের অধিকাংশ সমর্থকের পূর্বপুরুষের শিকড় পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে। এখনও ওপার বাংলায় তাঁদের অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। ফলে পদ্মাপারে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণে চিন্তিত লাল-হলুদ শিবির। সোমবার ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সংখ্যালঘুদের ওপর এই নিপীড়ন বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা সকল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে চাই, এই বিষয়টিকে যেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা হয়।' প্রয়োজন পড়লে বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছেও চিঠি লিখবে লাল-হলুদ শিবির। যদি আইনি কোনও জটিলতা না থাকে, তাহলে প্রয়োজন পড়লে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকেও চিঠি দেবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

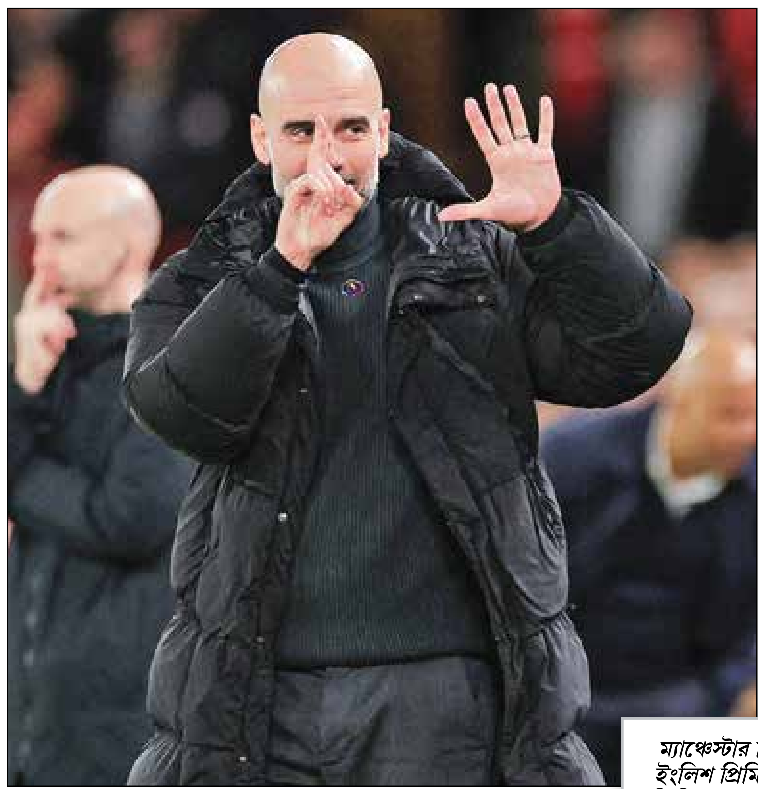

হয়তো ছাঁটাই প্রাপ্য : পেপ

> অ্যানফিল্ডে এই আপ্যায়ন (লিভারপুল ভক্তদের টিটকিরি) আশা করিনি। ব্রাইটনে এই ঘটনাটি হলে তবু বিশ্বাস করতে পারতাম। কিন্তু অ্যানফিল্ডে একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। তবে এটা ফুটবলের অঙ্গ। মানতেই হবে। অতীতে লিভারপুলের বিরুদ্ধে একাধিক উত্তেজক ম্যাচ খেলেছি। ওদের সমর্থকদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা রয়েছে।
>
> **পেপ গুয়ার্দিওলা**

পেনাল্টি থেকে গোলের পর উল্লাস লিভারপুলের মহম্মদ সালাহর।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ছয়টি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেতাব জিতিয়েছেন পেপ গুয়ার্দিওলা। রবিবার লিভারপুল সমর্থকদের টিটকিরির জবাবে আঙুল দিয়ে সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।

লিভারপুল, ২ ডিসেম্বর : দলে চোট-আঘাতের সমস্যা থাকলে ম্যাচ বার করতে সব কোচেরই সমস্যা হয়। পেপ গুয়ার্দিওলার মতো ধুরন্ধর কোচও বিষয়টি ভালোই বুঝতে পারছেন। রবিবার চলতি মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা চতুর্থ হার হজম করল গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ২০০৮ সালের পর প্রথমবার সিটিজেনরা এই লজ্জার রেকর্ড গড়েছেন। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা সাত ম্যাচে জয়হীন থাকা লিভারপুল ২-০ গোলে জয়ে গোটা সিটির শিবিরেই বড়সড়ো আঘাত এনেছে। শুধু তাই নয়, ম্যাচের শেষদিকে লিভারপুলের সমর্থকরা গুয়ার্দিওলার উদ্দেশ্যে আওয়াজ তোলেন, 'কাল (সোমবার) সকালেই এই লোকটা ছাঁটাই হবে।' যার পালটা হিসেবে আঙুলের মাধ্যমে সিটিকে ছয়টি ইপিএল খেতাব জেতানোর পরিসংখ্যান আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা। গতবারের ইপিএল চ্যাম্পিয়নরা এবার পয়েন্ট টেবিলে পাঁচে নেমে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সিটিকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। গুয়ার্দিওলা দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখানোর সঙ্গে মেনেও নিয়েছেন, হয়তো ছাঁটাই হওয়াই তাঁর প্রাপ্য।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত ম্যাচে ফেনুর্দের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও আটকে যাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে নখের আঁচড়ে নাক থেকে রক্ত বার করেছিলেন গুয়ার্দিওলা। যে ক্ষতচিহ্ন এখনও পেপের নাকে দেখা গিয়েছে। রবিবার রাতে অবশ্য দুরন্ত ছন্দে তুলে ধরেন গুয়ার্দিওলা।

এ তো গেল মাঠের আকচা-আকচি। কিন্তু ক্রমশ কঠিন হতে থাকা পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সিটি কোচের। সাংবাদিক সম্মেলনে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'হয়তো ছাঁটাই হওয়াই আমার প্রাপ্য। বর্তমান পরিস্থিতি সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। হয়তো আমার চাকরি এখনও আছে কারণ ম্যান সিটিকে আমি ছয়টি ইপিএল জিতিয়েছি। এছাড়াও ক্লাবকে একাধিক খেতাব দিয়েছি।'

লিভারপুল সমর্থকদের থেকে বিদ্রুপ অবশ্য একেবারেই আশা করেননি গুয়ার্দিওলা। বলেছেন, 'অ্যানফিল্ডে এই আপ্যায়ন (লিভারপুল ভক্তদের টিটকিরি) আশা করিনি। ব্রাইটনে এই ঘটনাটি হলে তবু বিশ্বাস করতে পারতাম। কিন্তু অ্যানফিল্ডে একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। তবে এটা ফুটবলের অঙ্গ। মানতেই হবে। অতীতে লিভারপুলের বিরুদ্ধে একাধিক উত্তেজক ম্যাচ খেলেছি। ওদের সমর্থকদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা রয়েছে।'

বাস্তবে পা রাখছেন অ্যামোরিম

এদিকে, এভার্টনের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জিতেও বাস্তবে পা রাখছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ রুবেন অ্যামোরিম। বলেছেন, 'ম্যাচের ফল ভালো। কিন্তু স্বস্তিদায়ক নয়। আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। অনেক উন্নতির অবকাশ রয়েছে। লম্বা পথ চলতে হবে আমাদের। আমাদের ফোকাস শুধু ম্যাচের ফলাফলে নয়। বরং সেই ফল কীভাবে আসছে সেদিকেও নজর রয়েছে আমাদের। আমি ফলাফলের থেকেও দলের সামগ্রিক পারফরমেন্সে বিশ্বাসী।' অ্যামোরিমের ৩-৪-২-১ ফর্মেশনে ধীরে ধীরে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডরা মানিয়ে নিতে শুরু করেছেন। তিন ডিফেন্ডারে খেললে অ্যাডভান্সড পজিশনে থাকা দুই উইঙ্গারকে রক্ষণ ও আক্রমণভাগের মধ্যে যোগসূত্র হতে হয়। রবিবার ডানদিকে ২২ বছরের আমাদ ডিয়ালো এই ভূমিকায় অনবদ্য ছিলেন। ডিয়ালোর প্রশংসা করে অ্যামোরিম বলেছেন, 'অত্যন্ত প্রতিভাবান ফুটবলার। পকেটসাইজ ডায়নামো। রুড ভ্যান নিস্তেলরুইয়ের অধীনে তিনটি ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছিল আমাদ। যা ওর উন্নতিতে সাহায্য করেছে। এখনও আমাদের সাহায্য করছে।'

অ্যামোরিমের হাতে পড়ে ডিয়ালোর মতো তরুণরা আরও রং ছড়াতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার।

ইস্পাতনগরীতে বিধ্বস্ত ফ্রাঙ্কারা

জামশেদপুর এফসি-র জাভিয়ের সিভেরিওদের কাছে এভাবেই ধরাশায়ী হলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। সোমবার জামশেদপুরে।

জামশেদপুর এফসি-৩
(সানান, সিভেরিও, স্টিফেন এজে)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১
(ইরশাদ)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রেফারি ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজাতেই ক্যামেরায় ভেসে উঠল কার্লোস ফ্রাঙ্কার হতাশায় ভরা মুখ। রক্ষণের ভুলে আরও একবার হারের স্বাদ পেল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এটি আইএসএলে তাদের ষষ্ঠ হার। আইএসএলে ৯টি ম্যাচ হয়ে গেল, কিন্তু সাদা-কালো রক্ষণের গলদ এখনও সারল না।

এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে কিন্তু শুরুটা মন্দ করেনি মহমেডান। কার্ড সমস্যায় দুই বিদেশি অ্যালেক্সিস গোমেজ-মিরজালোল কাশিমভকে কিছুটা রক্ষণাত্মক খোলসে নিজেদের মুড়ে রেখেছিল মহমেডান। তবে ৩৩ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় তারা। মাথায় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার গৌরব বোরা। তাঁর পরিবর্তে মাঠে আসেন আফ্রিকান ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেই। প্রথমার্ধে জামশেদপুর এফসি বারদুয়েক গোলের সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি।

দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু বেশ আক্রমণাত্মক লাগছিল মহমেডানকে। ব্রাজিলিয়ান তারকা ফ্রাঙ্কার সৌজন্যে বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু সিজার মানঝোকি বড়লোকের বাউন্ডুলে ছেলের মতো গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন। ৫৪ মিনিটে খেলার গতির বিপরীতে গোল তুলে নেয় জামশেদপুর। বল নিয়ে পেনাল্টি বক্সে ঢুকে দ্বিতীয় পোস্টের কোণ দিয়ে বিশ্বমানের গোল করলেন সানান মহম্মদ। তাঁর এই গোল মনে করিয়ে দিল এল ক্লাসিকোয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সেই বিশ্বমানের গোলের কথা। এই গোলটি কোমর ভেঙে দেয় মহমেডান রক্ষণভাগের।

আসলে দলটির আত্মবিশ্বাস একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। যার ফলে আরও দুইটি গোল হজম করে মহমেডান। ৬১ মিনিটে কর্নার থেকে বল ধরতে গিয়ে ফস্কান গোলরক্ষক ভাস্কর রায়। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গোল করে যান সিভেরিও টোরো। ৭৯ মিনিটে কর্নার থেকে তৃতীয় গোল করে পোঁতেন স্টিফেন এজে। ম্যাচের ৮৮ মিনিটে আঙ্গুসানার ফ্রি কিক থেকে মহম্মদ ইরশাদ একটি গোলশোধ করেন। সংযোজিত সময়ে আরও একটি গোলের সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ মহমেডান তারকা ফ্রাঙ্কা।

এদিকে, আর্থিক কারণে মহমেডান শিবির নিজেরা এখনই কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভকে তাড়াতে আগ্রহী নয়। তবে চেরনিশভ যদি নিজে থেকে দায়িত্ব ছেড়ে দেন তাহলে তাঁকে আটকানোর ভাবনাও নেই সাদা-কালো শিবিরের।

স্পেন নয়, শুধুই মোহনবাগান ভাবনায়

গোল্ডেন বয় ইয়ামালে আগ্রহী নন মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মনঃসংযোগ বা একাত্মতা, কী বলে একে ব্যাখ্যা করা যায়? তবে বোঝা গেল, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এই রকমই। এখন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কোচ, তাই মনবীর সিংদের খবর রাখলেও ভুলেও ভাবেন না লামিনে ইয়ামালদের কথা।

একদিন আগেই ইতালীয় সংবাদপত্র তুত্তোস্পোর্টের বিচারে ২০২৪ মরশুমের গোল্ডেন বয় পুরস্কার পেয়েছেন স্পেনের অন্যতম সেরা উঠতি প্রতিভা। অথচ মোলিনা তখন ব্যস্ত নিজের দল এবং প্রতিপক্ষকে নিয়ে ছক কষতে। ইয়ামাল গোল্ডেন বয় পেয়েছেন। একই মরশুমে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কোপা ট্রফির পর এরকম একটা সম্মান। আপনার কেমন লাগছে? প্রশ্ন করতে একদা রিয়েল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিকাল ডিরেক্টরের অবাক হয়ে পালটা প্রশ্ন, 'কে পেয়েছে বললেন? ইয়ামাল? গোল্ডেন বয়? আচ্ছা?' আপনি শোনেননি? ফের অবাক করলেন মোলিনা, 'সত্যিই জানি না। আমি তো এখন এখানে। স্পেনের কথা কিছু জানি না। আমার দল ছাড়া আর কিছুই জানি না ফুটবলের ব্যাপারে। আমার দরকার নেই তো এসব জানার। আমাকে মনবীর-লিস্টন কোলাসো-দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের সম্পর্কে প্রশ্ন করুন, বলে দিতে পারব।' কিছু কী শিখলাম সারা বিশ্ব নিয়ে দুশ্চিন্তায় মাথার চুল ছেঁড়া আমরা, বাঙালিরা? কে জানে!

কিন্তু তিনি ছিলেন একটা দেশের ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিকাল ডিরেক্টর। আর এমন একটা সময় যখন জাভি হার্নান্ডেজ, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, জেরার্ড পিকেদের মতো একঝাঁক সেরা তারকা বিদায় নেওয়ায় স্প্যানিশ ফুটবল তখন বেশ বেকায়দায়। ২০১৮ এবং '২২ ফিফা বিশ্বকাপে যোগ্যতার্জন করলেও ফলাফলে হতাশ স্প্যানিশরা। সেখান থেকেই ২০২৪ সালে ইউরো কাপে চ্যাম্পিয়ন। ওই সময়ে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, জানতে চাইলে মোলিনার জবাব, 'অনেককিছু করতে হয়েছে আমাদের সেই সময়ে। যার সবটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় এখন। তবে এটুকু বলতে পারি, প্রথম যে কাজটা করেছিলাম সেটা হল প্রতিটি কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে বসি। সেখান থেকেই সমস্যার মূল শিকড়টা বেরিয়ে আসে। আমি মূলত সব পর্যায়ের জাতীয় দলের কোচ এবং ক্লাবগুলির সিনিয়ার দলের কোচদের নিয়েই কাজ করতাম। কোথায় ভুল হচ্ছে, কীভাবে আরও ফুটবলার তুলে আনা যাবে। কোন ধরনের ফুটবলার আমাদের ফুটবল-দর্শনের সঙ্গে খাপ খাবে, সেটার সঙ্গে অ্যাকাডেমিগুলোকে কীভাবে মানিয়ে নেওয়াতে হবে, কোন ধরনের ফুটবলার লাগবে, সেই পরিকল্পনামাফিক ফুটবল খেলতে হলে- এসবই থাকত কাজের পরিধির মধ্যে। আসলে যে কোনও জিনিস ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে এবং আলোচনা করতে থাকলে ভালো জায়গায় পৌঁছানোর সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বলতে পারেন, আমার কাজটা ছিল ওটাই।'

ফিরে যাই আবার ইয়ামালের প্রসঙ্গে। তাঁকে কবে দেখেছিলেন জানতে চাইলে মোলিনা বলেছেন, 'লামিনে ২০২২ সালে অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় দলে খেলছিল। কিন্তু খুব দ্রুত উন্নতি করে পেশাদার ফুটবলে চলে আসে। তার আগে ওর প্রতিভা কীভাবে প্রকাশ পেল, সেটা নিয়ে আমি খুব ভালো বলতে পারব না। তবে শিবিরে প্রথম দেখেই আমাদের সবার মনে হয়েছিল, এই ছেলেটিকে ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে স্প্যানিশ ফুটবলকে ও সাহায্য করতে পারবে।'

এখানেও বোধহয় মোলিনা আলাদা। অন্য যে কেউ হলে ইয়ামালকে এই প্রসঙ্গে অন্তত দেশের সম্পদ বলে চিহ্নিত করে দিতেন। তিনি সেই রাস্তাতেই হাঁটলেন না। বরং এই নতুন প্রজন্ম আসার পর স্প্যানিশ ফুটবলকে যে একটু ভাবনাচিন্তায় পরিবর্তন করতে হয়েছে, সেই কথা জানিয়ে বলেছেন, 'আমরা স্প্যানিশরা বল পজেশন নিয়ে পাসিং ফুটবল খেলতে পছন্দ করি। সেই ধরন অনুযায়ী খেলার যোগ্য প্রতিভাবান ফুটবলারও আছে আমাদের। কিন্তু আমরা যেটা সেসময় করেছি সেটা হল নিজেদের সহজাত স্টাইলের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় ছোটখাটো পরিবর্তন আনা খেলার ধরনের মধ্যে। ফুটবলের বিবর্তন তো এভাবেই হয়! আমি কোচদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এসব কাজই সেই সময় করতাম।' বাগানে তাঁর চিন্তাধারায় ট্রফি আসবে কিনা সেটা সময়ই বলবে কিন্তু স্প্যানিশ ফুটবলে যে সদর্থক পরিবর্তন হয়েছে, সেটা দেখছে সারা বিশ্বই।

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লুইস রুবিয়ালেস ও স্পেনের প্রাক্তন কোচ লুইস এনরিকের সঙ্গে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

গিনির এনজেরেকোরে জুনটা নেতা মামাদি দৌমবৌয়াকে সংবর্ধনায় আয়োজিত ফুটবল ম্যাচে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়। যা স্টেডিয়ামের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় থানা। অন্তত ১০০ জন মারা গিয়েছেন বলে অনুমান। হাসপাতালের মর্গ ভরে উঠেছে মৃতদেহে।

শ্রাচীর সঙ্গে গাঁটছড়া ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : অবশেষে শ্রাচী স্পোর্টসকে সরকারিভাবে আই লিগের স্বত্বাধিকারী ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। টেলিভিশন সম্প্রচার নিয়ে তাদের দিক থেকে সদর্থক উত্তরের পরই এদিনই তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কথা সরকারিভাবে জানানো হয়। আই লিগ ছাড়াও আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশন, সন্তোষ ট্রফি, মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবল অর্থাৎ রাজমাতা জীজাবাঈ ট্রফিরও স্বত্ব দেওয়া হচ্ছে কলকাতার এই কোম্পানিকে। আই লিগ তাদের নিজস্ব অ্যাপ এসএসইএনে দেখানো ছাড়াও সনি স্পোর্টসে দেখানোর ব্যাপারে কথা দেওয়ার পরই এই স্বত্ব দেওয়া হল শ্রাচীকে। এদিকে, রবিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ম্যাচ চলার সময়ে আলো নিভে যাওয়া প্রসঙ্গে এদিন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ জানাল, ওখানকার জেনারেটর খারাপ থাকায় আলো নিভেছে। বিদ্যুৎ পর্ষদের কোনও ত্রুটি এক্ষেত্রে ছিল না।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় মধুসূদন চক্রবর্তী

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে চিরদিন
আমাদের সবার মাঝে, মণি কোঠায়
প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ স্মরণে-
স্বর্ণা চক্রবর্তী (স্ত্রী)
মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী (কন্যা)
মিতশ্রী তালুকদার (কন্যা)
আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গ

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা নিধি হর্ষিল শাহ - কে 05.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71H 86801 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির একটি মনমুগ্ধকর প্রকল্প আছে যার মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণে কোটিপতি তৈরি করে। ডিয়ার লটারির সম্পর্কে জানার এটাই সঠিক সময় যার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে কোটিপতিতে পরিণত হতে পারি। এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

তোমাকে মিস করব, ঈশানকে বার্তা হার্দিকের

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর : মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পকেট ডায়নামো, আমরা তোমাকে মিস করব।

ঈশান কিষানের উদ্দেশে এমনই আবেগঘন বার্তা দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। ২০২৫ সালের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সিতে দেখা যাবে ঈশানকে। ইতি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে সাত বছরের লম্বা সম্পর্কে। ঈশানও যা নিয়ে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজি, সমর্থকদের প্রতি বার্তা দিয়েছিলেন। এবার পালটা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়কের থেকে।

এক ভিডিওবার্তায় হার্দিক বলেছেন, 'রিটেনশন তালিকায় ওকে রাখা যায়নি। তখনই বুঝতে পারছিলাম, নিলামে ঈশানকে ফেরানো কঠিন হবে। কারণ, আমরা জানি ও কী ধরনের খেলোয়াড়, কতটা দক্ষ। মুম্বইয়ের সাজঘরে প্রাণ ছিল। সবাইকে মাতিয়ে রাখত। আমরা ওকে মিস করব। ঈশান কিষান, তুমি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পকেট ডায়নামো ছিলে। আমরা সবাই তোমাকে ভালোবাসি।'

বিরাটকে অধিনায়ক দেখছেন অশ্বীন

এদিকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলিকে দেখছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। কয়েকদিন আগে এবি ডিভিলিয়ার্স যে সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিলেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন এদিন বলেছেন, 'কোহলিই অধিনায়ক হচ্ছে। আমার তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। কারণ, ওদের দলে বিরাট ছাড়া অধিনায়ক নেই। যদি না নতুন কাউকে দায়িত্ব দেয়।' নিলামে আরসিবি-র স্ট্র্যাটেজি, সাফল্যের কথাও অশ্বীনের গলায়। ভারতীয় দলের তারকা অফস্পিনার বলেছেন, 'দুর্দান্ত নিলাম আরসিবির। ওদের ভারসাম্যটা দুর্দান্ত। শুরুর দিকে মোটা অঙ্ক নিয়ে অনেকে ঝাঁপিয়েছে। আরসিবি সেখানে ধৈর্য ধরে সঠিক সময়ে ঠিকঠাক খেলোয়াড়দের তুলে নিয়েছে। এক-দুইজনের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করতেই পারত। কিন্তু একটা দলে ১২-১৪ জন গুরুত্বপূর্ণ। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে ওদের নিলাম স্ট্র্যাটেজিতে।'

আরসিবি-র ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট মো বোবাট অবশ্য জানিয়েছেন, বিরাট দলের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অধিনায়কত্ব নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সবদিক খতিয়ে দেখেই পদক্ষেপ করা হবে।